পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 82 Saturday, 21 February, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৮২ সংখ্যা ❋ ৮ ফাল্গুন ১৪৩২, শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

তৃণমূলের তিন জেল খাটা বিধায়ক কি এবার টিকিট পাচ্ছেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ তৃণমূল শিবিরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দফায় দফায় বৈঠক করছেন। প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করতে সেই বৈঠকে থাকছেন আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনও। নতুন কিছু চমক অপেক্ষা করছে কি না, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। শুধু নতুন প্রার্থীর চমক নয়, চমক থাকতে পারে বাদের তালিকাতেও। তৃণমূল সূত্রে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে এক ছাত্রনেতার নাম নিয়ে আলোচনা চলছে। নাম থাকতে পারে জনৈক সঙ্গীতশিল্পীর। সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া এক অভিনেত্রীকেও টিকিট দিতে পারে তৃণমূল। তবে পারফরম্যান্স, বয়স ও অসুস্থতার কারণে কয়েকজনের নাম বাদ পড়তে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। বর্ষীয়ান হেভিওয়েট এক মন্ত্রীর বিধানসভা আসন পরিবর্তন হতে পারে, এই নিয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। অনেক সার্ভে করার পর এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, প্রার্থী তালিকার ক্ষেত্রে এবার স্বচ্ছতার উপর জোর দেওয়া হতে পারে। ২০২১-এর নির্বাচনের পর নানা দুর্নীতিতে জড়িয়েছে একাধিক বিধায়কের নাম। কেউ কেউ জেলও খেটেছেন। তাঁদের টিকিট দেওয়া হবে কি না, সেটা এবার বড় প্রশ্ন। শোনা যাচ্ছে, জেল খেটেছেন এমন অন্তত তিনজন বিধায়কের নাম প্রার্থী তালিকায় নাও থাকতে পারে। একজন জেলখাটা বিধায়কের কেন্দ্র বদল হতে পারে, এমনটাও শোনা যাচ্ছে। নামগুলি এখনও স্পষ্ট নয়, তবে জল্পনা রয়ে যাচ্ছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর দুর্নীতির দায়ে জেল খেটেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, জীবনকৃষ্ণ সাহা, মানিক ভট্টাচার্য। আর এক বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর নাম সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগে না জড়ালেও, তাঁর মেয়ে অঙ্কিতার চাকরিতে বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে। সব মিলিয়ে অন্তত ৬ বিধায়কের নাম বাদ পড়তে পারে বলেই অনুমান করা হচ্ছে।

ফের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ফের রণক্ষেত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘিরে চরম উত্তেজনা, আর তা থেকেই সরাসরি সংঘর্ষে জড়াল এবার এসএফআই ও ডব্লিউটিআই। জানা গিয়েছে ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতির মাঝে আহত হয়েছে এক ছাত্রী। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আঘাত পান এক অধ্যাপকও। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডব্লুটিআই-র উদ্যোগে 'মেডগালা' নামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরেই আপত্তি তোলে এসএফআই। প্রথমে বচসা, তারপর তর্কাতর্কি, অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনা সংঘর্ষের রূপ নেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা এতটাই বাড়ে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ঘটনায় এক ছাত্রী আহত হয়েছে। তাঁকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি এক অধ্যাপকও ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়ে আঘাত পান বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার জেরে সাময়িকভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং ক্যাম্পাসে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। এসএফআই-এর দাবি, অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ম মানা হয়নি এবং সেই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলাতেই উত্তেজনা ছড়ায়। অন্যদিকে ডব্লুটিআই-এর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তাঁদের অনুষ্ঠান বানচাল করার চেষ্টা করা হয়েছে। উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কানির অভিযোগ তুলেছে। ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং কীভাবে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হল তা নিয়ে তদন্তের ইঙ্গিত দিয়েছে। ফের একবার ছাত্র রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ঘিরে অশান্তির সাক্ষী রইল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি'র আওতায় থাকা

ভোটারদের ভবিষ্যৎ কী

শনিতে বৈঠক হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুক্রবার রাজ্যের এসআইআর মামলার শুনানিতে তথ্যগত অসঙ্গতি খতিয়ে দেখতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। জানানো হয়েছে, এই যাচাইয়ের দায়িত্ব থাকবে কলকাতা হাইকোর্টের নিযুক্ত অফিসারদের ওপর। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন কমিশনের প্রতিনিধি, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক, মুখ্যসচিব ও অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল। কীভাবে দ্রুত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় এবং চলতি জটিলতা কাটানো সম্ভব, তা নিয়েই আলোচনা হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা। তবে যাঁরা তথ্যগত অসঙ্গতির আওতায় রয়েছেন, তাঁদের নাম সেই তালিকায় থাকবে না। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, মূল তালিকা প্রকাশের পর পৃথক অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেই তালিকায় স্থান পেতে পারেন সংশ্লিষ্ট ভোটাররা। হাইকোর্ট নিযুক্ত অফিসাররা নতুন করে নথি সংগ্রহ ও যাচাইয়ের কাজ শুরু করবেন। অর্থাৎ যাঁদের নাম নিয়ে আপত্তি রয়েছে, তাঁদের বিষয়ে শূন্য থেকে বিচারপ্রক্রিয়া চলবে। এই বিচার চলাকালীনই ২৮ ফেব্রুয়ারি ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হওয়া আবেদনগুলির ভিত্তিতে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। ফলে মূল তালিকা প্রকাশিত হলেও সংশ্লিষ্ট অংশ বিশেষ বিচারাধীনই থাকবে। যদি ভোট ঘোষণার আগে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই যাচাই সম্পূর্ণ হয়, তবেই অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ সম্ভব হবে। তবে সেই তালিকা কার্যকর হয়ে নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলতে পারবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে প্রশাসনিক মহলে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, নির্ধারিত দিনে তালিকা প্রকাশে কমিশন প্রস্তুত। তবে অতিরিক্ত তালিকা কবে প্রকাশিত হবে, তা নির্ভর করছে আদালত নির্দেশিত বিচারিক প্রক্রিয়ার উপর। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারও এ বিষয়ে রাজ্যের প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন। তবে সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, একাধিক জেলাশাসকের মতে সব আবেদন নিষ্পত্তি করতে আরও কয়েক দিন সময় লাগতে পারে। নথি আপলোড ও যাচাইয়ে আগেই জটিলতা তৈরি হয়েছিল। বহু আবেদন এখনও পর্যালোচনার অপেক্ষায়। সেই কারণেই সময়সীমা ঘিরে ধন্দ পুরোপুরি কাটছে না। সূত্রের খবর, অনেক জেলাশাসক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠকে জানিয়েছেন সব ভোটার-তথ্যের ফাইনাল ডিসপোসল হতে আরও ৪-৫ দিন সময় লাগবে। যদিও শুক্রবারও সিস্টেমে 'ডকুমেন্টস টু বি রিভিউড' সংখ্যাও বেড়েছে। উল্লেখ্য, ভোটারদের প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করার বিষয় নিয়ে আগেই সমস্যা তৈরি হয়েছিল বলে সিইও জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ নথি যাচাই এর ক্ষেত্রে 'ডকুমেন্টস টু রিভিউ' হওয়াটা জরুরি। নথি যাচাই এর ক্ষেত্রে বা আপলোড করার ক্ষেত্রে যেহেতু সমস্যা দেখা দিয়েছে ফলে নতুন করে সেই নথিগুলি যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা হয়েছে। সেটা অনেকটাই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

'তৃণমূলের ৫০ জন বিজেপিতে আসতে চাইছে'

কৌতূহল বাড়িয়ে দিলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে বৃহস্পতিবার কার্শিয়াঙের রাজনৈতিক অঙ্কে বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা যোগ দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঘিরে উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে চড়েছে রাজনৈতিক পারদ। শুভেন্দুর কটাক্ষ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজু বিস্তার বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। প্রায় কুড়ি লক্ষ ভোটের লড়াইয়ে তাঁর প্রাপ্তি ছিল মাত্র পাঁচ হাজারের কিছু

বেশি। সেই ফলাফলের প্রসঙ্গ টেনে বিরোধী দলনেতার দাবি, বিজেপি এখন শক্ত ভিত গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। বিষ্ণুপ্রসাদের মতো কেউ দল ছাড়ায় তাতে কোনও বিরূপ প্রভাব পড়বে না। উত্তরবঙ্গের রাজনীতি নিয়েও বড় মন্তব্য করেন শুভেন্দু অধিকারী। স্পষ্ট দাবি, এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূলের বৌনি হবে না। বরং রাজ্যজুড়ে তাঁদের যে ভোট শতাংশ এবং আসন সংখ্যা কমবে, সেই কথাই জোর দিয়ে বলেন শুভেন্দু। কারণও ব্যাখ্যা করেন। শুভেন্দুর দাবি, তৃণমূলের বহু নেতা আসন্ন নির্বাচনে টিকিট না পাওয়ার আশঙ্কায় বিজেপির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অন্তত ৫০ জন তৃণমূল নেতা বিজেপিতে আসতে চাইছেন বলেও দাবি করেন বিরোধী দলনেতা। তবে তাঁদের সবাইকে গ্রহণ করা হবে না বলে জানান শুভেন্দু। তাঁর কথায়, বিজেপি দেখেশুনে সিদ্ধান্ত নেয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিষ্ণুপ্রসাদের দলবদল হঠাৎ নয়। দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব স্পষ্ট হচ্ছিল। বিধানসভায় বিভিন্ন সময়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করেছেন। দলীয় অবস্থানের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের অমিল নিয়েও আলোচনা ছিল। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কার্শিয়াঙ কেন্দ্র থেকে কি তৃণমূলের প্রার্থী হবেন বিষ্ণুপ্রসাদ? দলবদলের পর স্বাভাবিকভাবেই টিকিটের জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়া এখন ঢের দেরি। এদিকে, তৃণমূলে যোগ দিয়ে কার্শিয়াংয়ের বাসিন্দাদের উদ্দেশে বিষ্ণুপ্রসাদ বলেন, ''আপনারা যে রাজনৈতিক চিহ্নে আমাকে ভোট দিয়েছিলেন, সেই রায়ের মর্যাদা আমি আজ পর্যন্ত রেখেছি।'' নিজের দলবদলের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর দাবি, মানুষের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। তিনি বলেন, ''আমার জনগণ আমার উপর বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁদের স্বপ্ন- উন্নত সমাজ, উন্নত ভবিষ্যৎ, উন্নত প্রজন্ম। সেই লক্ষ্যেই আমি তৃণমূলে এলাম।'' পুরনো দল বিজেপি-কে আক্রমণ করে বিষ্ণুপ্রসাদের অভিযোগ, ''যে দলে ছিলাম, কেন্দ্র থেকে টাকা পাঠায় না। কুণ্ঠা নিয়ে ছিলাম বিজেপিতে। তাঁর দাবি, গত ১৭ বছর ধরে গোর্খা জনগণকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে।'' তবে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি রাজনীতিতে এই রদবদল কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে আলোচনা এখনও থেকেই শুরু হয়ে গেছে। তবে একথা স্পষ্ট, ভোটের আগে শিবিরবদল এবং পাল্টা কটাক্ষে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ আরও তপ্ত হয়ে উঠতে চলেছে।

২৮ ফেব্রুয়ারিই চূড়ান্ত তালিকা

ফোন করতেই সিইসি জ্ঞানেশ কুমারকে জানালেন সিইও

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৮ ফেব্রুয়ারিতেই। অমীমাংসিত ভোটারদের ভাগ্য নির্ধারণে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ হলেও, বাকি ভোটারদের তালিকা প্রকাশ হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি। সিইসি জ্ঞানেশ কুমারকে আশ্বাস দিলেন সিও-র। শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরেই ফোন আসে জ্ঞানেশ কুমারের। তখনই তাঁকে সরাসরি জানান সিইও। লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি নিয়ে যেখানে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি, সেটাই জুডিশিয়াল অফিসার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। যেখানে মাইক্রো অবজারভারদের ও ইআরও-দের মত পার্থক্য হচ্ছে সেগুলি হাইকোর্টে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। হাইকোর্টের জুডিশিয়াল অফিসারের কাছে যেগুলি অমীমাংশিত থাকবে, সেগুলি বাদ দিয়ে চূড়ান্ত তালিকা ২৮ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হবে। বাকি ভোটারদের নাম সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে প্রকাশ হবে। কিন্তু তাতে দিনের শেষে চূড়ান্ত ভোগান্তি ভোটারদের। শুক্রবার ডিইও-দের সঙ্গে বৈঠক করেন সিইও। সূত্রের খবর, বৈঠকে ডিইও-দের সতর্ক করে বলেন, ''ছেলে খেলা আর করবেন না। যতটা সম্ভব কাজ শেষ করুন।'' তবে বৈঠকে প্রায় সব ডিইও-রাই জানিয়েছেন, স্ক্রুটিনিতে আরও চার- পাঁচ দিন সময় লাগবে। সিই-র কাছে তাঁরা জানিয়েছেন, সেগুলি কমিশন ঝাড়াই বাছাই করে একেবারে সুনিশ্চিত করে প্রকাশ করছে। যাদের বিষয়গুলো অমীমাংসিত থাকবে, সেগুলি মামলা রয়েছে, সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট বিচারবিভাগীয় অফিসার নিয়োগ করা করবে। এসআইআর প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়েই মূল সমস্যা। ১ কোটি ২০ লক্ষ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে এখনও জট রয়েছে। সেক্ষেত্রে এই বিষয়টি বাদ দিয়েই তালিকা প্রকাশ করা হবে। নিঃসন্দেহে এটা আংশিক তালিকা বলা গেলেও, সিইও দফতরের বক্তব্য, এটাকেই তারা চূড়ান্ত তালিকা বলছে, কারণ এই তালিকায় যে নামগুলো রয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টে জুডিশিয়াল অফিসার বাকিদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। দরকারে পরে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করে নাম যোগ করা যেতে পারে। শুক্রবার এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়াও বলা হয়েছে যে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির যত ত্রুটির কথা আদেলতে তুলে ধরা হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে। অতি দ্রুত এসআইআর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে নবান্ন। রাজ্যের আবেদন ছিল, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ঘোষণার সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়া হোক। না হলে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের যুক্তি, বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের এসআইআর-এর কাজে বেশি দিন আটকে রাখা যাবে না। ফলে চূড়ান্ত তালিকা ২৮ ফেব্রুয়ারিই প্রকাশ করা হোক। তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জি বলেছেন, ''সন্দেহের কথা বলে সাড়ে সাত লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আজ আদালত বলল, এই ধরনের যত কেস আছে, সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট বিচারবিভাগীয় অফিসার নিয়োগ করবে। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির দাবি ঠিক না বেঠিক, তা তাঁরাই স্থির করবেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ওই আধিকারিকেরা। ডিজিপিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখতে বলা হয়েছে। রাজ্যকেও সব সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।'' এ দিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল এম. পাঞ্চোলির বেঞ্চ জানায় যে, রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব রয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের এক 'দুর্ভাগ্যজনক দোষারোপের খেলা' চলছে, যার ফলে এসআইআর প্রক্রিয়া দাবি ও আপত্তিতে আটকে রয়েছে।

যুবসাথী প্রকল্পে আবেদনের সংখ্যা ছাড়াল ৪২ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য সরকারের প্রকল্প 'যুবসাথী'-তে ১৬ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে নাম নথিভুক্তিকরণ। রাজ্যের নানা প্রান্তে দেখা গিয়েছে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকা তরুণ-তরুণীদের লম্বা লাইন - আবেদন জমা দিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা। সরকারি তথ্য বলছে, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত মোট আবেদন জমা পড়েছে ৪২,৪৪,৬৫৭টি। শুধু ওই দিনেই নতুন করে যুক্ত হয়েছে ৬,১৬,০২১টি আবেদন। জেলা ভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি আবেদন এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে - ৪,৪৩,৫১৮টি। আজ

শীর্ষে উঠে এল দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সারাদিনে ওই জেলা থেকে নতুন আবেদন জমা পড়েছে ৬৯,৬২৩টি। তার পরেই রয়েছে মুর্শিদাবাদ (৪,৩৯,৪৭৫) এবং উত্তর ২৪ পরগনা (২,৯৬,৯২০)। এরপরের তালিকায় রয়েছে বাঁকুড়া (২.৩০,৫৭৬), পুরুলিয়া (২,২৮,৫১৭), নদিয়া (২,২৮,২৯৩) এবং হুগলি (২,২১,৯৭৬)। এছাড়া পূর্ব মেদিনীপুর-এ আবেদন ২,১৬,৫৪০ এবং পূর্ব বর্ধমান-এ ২,০২,৩৬৪। পশ্চিম মেদিনীপুর-এ ২,০২,২৮৫ এবং হাওড়ায় ১,৯৭,৪২০ জন আবেদন করেছেন। উত্তরবঙ্গেও সাড়া কম নয়। কোচবিহার-এ আবেদন ১,৫৩,৫৭৪, জলপাইগুড়ি-তে ১,৪৪,৪৮২। উত্তর দিনাজপুর-এ ১,২৭,২২৪ এবং দক্ষিণ দিনাজপুর-এ ৯১,২০৬। আলিপুরদুয়ারে ৮৩,৮৫২টি, দার্জিলিং-এ আবেদন ৭৪,৪৬৪টি, আর সবচেয়ে কম আবেদন এসেছে কালিম্পং থেকে - ১২,৪০৬। রাজধানী কলকাতায় মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ১,০১,৯২৯। ১৮ তারিখের ছবি অনুযায়ী, দু'দিনের মাথায় মুর্শিদাবাদকে টপকে শীর্ষে উঠে এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আবেদনকারীর সংখ্যা। সরকারি দাবি, তরুণ প্রজন্মকে ডিজিটাল পরিষেবা এবং আর্থিক সহায়তার আওতায় আনতেই এই প্রকল্প চালু হয়েছে। 'দুয়ারে সরকার' শিবিরের মাধ্যমে সরাসরি আবেদন নেওয়ায় অংশগ্রহণও বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। মাধ্যমিক পাশ করলেই যদি কাউকে 'শিক্ষিত বেকার' ধরা হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থানের আসল চিত্র কতটা আশাব্যঞ্জক, সেই প্রশ্ন ফের একবার রাজ্যবাসীর সামনে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করা এই প্রকল্প সরকারি ভাষ্যে সহায়তা কর্মসূচি হলেও, সাধারণের কাছে তা মূলত 'বেকার ভাতা' হিসেবেই পরিচিত।

সোমবার থেকেই রাজ্যের আবহাওয়ায় বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্তের জেরে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে। তবে তার প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী সপ্তাহের শুরুতে রাজ্যের কয়েকটি জেলায় সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। নিম্নচাপ তৈরি হলেও সেটি পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আপাতত রাজ্য বা ওড়িশা উপকূলে তা এগোবে, এমন ইঙ্গিত মিলছে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার মোট সাতটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিনটি এবং দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলা রয়েছে। তবে মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিধি সামান্য বাড়তে পারে। রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। সোমবার ও মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পংয়ে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। অন্য জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়াই বজায় থাকবে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার আবার সব জেলাতেই আকাশ পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা-সহ দক্ষিণের ওই জেলাগুলির কিছু অংশে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অধিকাংশ এলাকাই শুষ্ক থাকবে। রবিবার পর্যন্ত কলকাতা, হুগলি, দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া- কোথাও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। বুধবার ও বৃহস্পতিবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এদিকে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ার ইঙ্গিত মিলেছে। আগামী দু'দিনে রাতের তাপমাত্রা প্রায় দু'ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। তার পরবর্তী পাঁচ দিনে বিশেষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা আপাতত স্থিতিশীলই থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আগামী এক সপ্তাহে সেখানে রাতের তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য হেরফেরের ইঙ্গিত নেই।

সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ মহার্ঘভাতা বা ডিএ বকেয়া ইস্যুতে রাজ্যের বিরুদ্ধে নতুন করে আইনি লড়াই শুরু হল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর না করার অভিযোগ তুলে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সংগঠনের দাবি, শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বকেয়া মহার্ঘভাতার অন্তত ২৫ শতাংশ এখনও মেটানো হয়নি। গত ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয়, বকেয়া ডিএ-র অন্তত এক চতুর্থাংশ অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে। পাশাপাশি অবশিষ্ট অর্থ মেটাতে একটি কমিটি গঠনের কথাও বলা হয়। আদালত জানায়, ৩১ মার্চের মধ্যে অন্তত ২৫ শতাংশ পরিশোধ করতে হবে এবং ১৫ মে-র মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে। এই নির্দেশের আওতায় বর্তমান কর্মরত কর্মচারীদের পাশাপাশি ২০১৯ সালের পর অবসর নেওয়া কর্মীরাও অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের ক্ষেত্রে ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জমে থাকা মহার্ঘভাতা রাজ্যকেই দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অভিযোগ, নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফে কোনও দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। সংগঠনের নেতৃত্বের বক্তব্য, সরকারের আচরণ থেকে মনে হচ্ছে, ইচ্ছাকৃতভাবেই আদালতের রায় মান্য করা হচ্ছে না। সেই কারণেই তাঁরা আদালত অবমাননার পথে হাঁটতে বাধ্য হয়েছেন। এর আগে সংগঠনের নেতা ভাস্কর ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন কর্মচারীরা। তাঁর দাবি ছিল, প্রয়োজন হলে প্রশাসনকে নতুন করে আন্দোলনের পাঠ দেওয়া হবে। এদিকে বিধানসভা নির্বাচনের বছরে রাজ্য বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত চার শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য হার ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ শতাংশে। তবু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় ব্যবধান রয়ে গেছে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা ৫৮ শতাংশ। বাজেট ঘোষণার আগে কেন্দ্র ও রাজ্যের ব্যবধান ছিল ৪০ শতাংশ, সাম্প্রতিক বৃদ্ধির পর তা কমে ৩৬ শতাংশে নেমেছে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জামা খুলে প্রতিবাদ যুব কংগ্রেসের!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ জামায় আঁকা মোদি-ট্রাম্প। তা দেখিয়েই তুমুল স্লোগান। নয়াদিল্লির বুকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি। মুহূর্তে বদলে গেল সম্মেলনের আবহাওয়া। ছুটে গেল পুলিশ। আটক করল একের পর এক বিক্ষোভকারীকে। রাজধানীর ভারত মন্ডপমে চলছে 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট'। যাতে যোগ দিয়েছেন দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। শুক্রবার এই সম্মেলনের শেষ দিন। ফলত সেই সূত্র ধরেই দর্শকদের ভিড়। পরিস্থিতিও স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। নিমেষে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অন্দরে পারদ চড়ে রাজনীতির। ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যিক সমঝোতা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আগত কংগ্রেস কর্মীরা। পরনের মোদি-ট্রাম্পের ছবি দেওয়া জামাও খুলে ফেলেন তাঁরা। ছুটে যায় কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশ বাহিনী। ভারত-আমেরিকা অন্তর্বর্তী বাণিজ্যিক সমঝোতা স্বাক্ষর হওয়ার পর থেকেই আসরে নেমেছে দেশের প্রধান বিরোধী শিবির কংগ্রেস। এই সমঝোতায় কৃষকদের স্বার্থরক্ষা হয়েছে বলে মোদি সরকার দাবি করলেও, সেই যুক্তিকে কেটেছে

কংগ্রেস। শুক্রবার এই অন্তর্বর্তী সমঝোতাকে কটাক্ষ করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি নিজের সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। তাতে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। সেই কারণেই তো ভারতীয় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন, ভারতীয় বস্ত্র শিল্প নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা শুধু আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে উপর বেঁচে থাকব। সর্বোপরি ভারতীয়দের ব্যক্তিগত তথ্য আমেরিকার কাছে থাকবে।' এদিন এআই ইমপ্যাক্ট সামিটেও রাহুলের সুরেই স্লোগান তুলতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। সাধারণ দর্শকদের বেশে সম্মেলনের অন্দরে প্রবেশ করে রীতিমতো চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি করেন বিক্ষোভকারীরা। একদিকে যখন আন্তর্জাতিক মানে বিভিন্ন সংস্থার সিইও-রা বক্তৃতা করছেন, সম্মেলনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বহু রাষ্ট্র প্রধান। সেই সময় সম্মেলনের অন্দরে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ কংগ্রেসের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্মেলনের পাঁচ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করেছিল তাঁরা। মোট ১০ জন ছিলেন। প্রত্যেককেই আপাতত আটক করেছে স্থানীয় তিলকমার্গ থানা। তবে এই ঘটনায় চড়েছে রাজনৈতিক পারদ। এদিন অমিত মালব্য বলেন, ''ভারত যখন বিশ্বের সামনে নিজের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও বিকাশের কথা তুলে ধরতে ব্যস্ত। কংগ্রেস তখনও দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে উঠে পড়ে লেগেছে।'' তবে প্রতিবাদ করে ভুল হয়েছে, বিজেপির এমন দাবিতে মান্যতা দিতে নারাজ কংগ্রেস। সংবাদসংস্থা এএনআই-কে যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি উদয় ভানু চিব বলেন, ''সবাই জানেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার সামনে বশ্যতা স্বীকার করেছেন। আজ দেশের যুবসমাজ বেকার। তাই তাঁরাই নিজ উদ্যোগে মানুষকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে জানাতে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল।''

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথিতে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। বাংলার ভূমি ধন্য, তাঁর আবির্ভাবে। গত বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন যে, তাঁর অমৃতবাণী ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ আমাদের আলোকবর্তিকা। 'যত মত তত পথ'-এর সেই শাশ্বত শিক্ষা আমাদের মূল মন্ত্র।মানুষের সেবা করাই হলো প্রকৃত ঈশ্বর সেবা - তাঁর শেখানো এই বাণী সারাজীবন মেনে চলেছি, আগামীদিনেও এই জ্যোতির্ময়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই মানুষের পাশে থেকে আমৃত্যু কাজ করে যাব।তাঁর স্মৃতিধন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরকে একটি আন্তর্জাতিক মানের রিলিজিয়াস ও ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা অনেক কিছু করেছি। পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য 'রানি রাসমণি স্কাইওয়াক' থেকে শুরু করে, মন্দির চত্বরের আলোকসজ্জা, সৌন্দর্যায়ন ও সংস্কার, নতুন জেটি সহ অনেক কিছুই করা হয়েছে। এর আগে আমি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন দক্ষিণেশ্বর রেল স্টেশনকে কালী মন্দিরর আদলে সাজিয়ে তুলেছিলাম। তাঁর জন্মের পুণ্যভূমি কামারপুকুর এবং সারদা মায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটির উন্নয়নের লক্ষ্যেও অনেক কাজ করা হয়েছে। ' কামারপুকুর ডেভেল পমেন্ট বোর্ড' তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই বোর্ডকে ১০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। এছাড়া, ঠাকুর ও মায়ের আশীর্বাদ ধন্য এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নত করতে আমরা আগেই প্রায় ৮০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করেছি।প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকায় পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কামারপুকুর ব্লক প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মানোন্নয়ন ও গ্রামীণ হাসপাতালে বিশেষ হেলথ ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। যাত্রী ও পর্যটকদের সুবিধার্থে প্রায় আড়াই কোটি ব্যয়ে আধুনিক বাস স্ট্যান্ড এবং একটি মনোরম ইকোট্যুরিজম পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। কামারপুকুর মিশনে হস্টেল বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে এবং জয়রামবাটির মাতৃমন্দির সংস্কারেও আমরা উদ্যোগী হয়েছি।কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনুরোধে ভক্তদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আমরা ৫ তলা বিশিষ্ট একটি গেস্ট হাউস ও প্রসাদ বিতরণ কেন্দ্র তৈরি করছি। এছাড়াও বিরাট এলাকা জুড়ে একটি ওপেন পার্কিং জোন করা হচ্ছে - এই দুটি প্রকল্পে সরকারের খরচ হচ্ছে প্রায় ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা।কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পবিত্র প্রাঙ্গণে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মাধ্যমে আগেই বৃহ পাইপলাইন ও নলকূপ বসানো হয়েছিল। এখন সেই ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে একটি নতুন গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউস নির্মাণের কাজও আমরা সম্পন্ন করেছি।

''একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হল'', শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণি শঙ্কর মুখোপাধ্যায় (শংকর)-এর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর প্রয়াণে বাংলা সাহিত্য জগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হল। শুক্রবার এভাবেই প্রয়াত লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এক্সবার্তায় লিখেছেন, ' চৌরঙ্গী থেকে 'কত অজানারে', 'সীমাবদ্ধ' থেকে 'জন অরণ্য'-তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ করেছে। তাঁর লেখনীর আধারে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের না-বলা কথা। বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে তাঁর সুগভীর গবেষণা ও গ্রন্থসমূহ আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ।তাঁর প্রয়াণ আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও অগণিত গুণগ্রাহীকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

এআই-এর ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সম্মিলিত সমাধানও খুঁজে বের করতে হবেঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া-এআই ইম্প্যাক্ট সামিটে বিশ্বনেতাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, আমরা যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধাগুলিকে কাজে লাগাই, তখন ঝুঁকি হ্রাসের জন্য আমাদের সম্মিলিত সমাধানও খুঁজে বের করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের নিরাপত্তা এবং মর্যাদা স্থাপন করে, আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারি। একসঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে এবং সমস্ত সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে, আসুন আমরা মানুষের, মানুষের দ্বারা এবং মানুষের জন্য একটি এআই ভবিষ্যত গঠন করি।অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেন, আমরা কম্পিউটকে জনসাধারণের জন্য একটি ভালো জিনিস হিসেবে বিবেচনা করি। একটি পাবলিক-

প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে, আমরা একটি সাধারণ কম্পিউট প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি, যেখানে আমরা আমাদের স্টার্টআপ, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে ৩৮,০০০ জিপিইউ-এর অ্যাক্সেস প্রদান করছি। আমরা এই সাধারণ কম্পিউট প্ল্যাটফর্মে আরও ২০,০০০ জিপিইউ যুক্ত করব।অশ্বিনী বলেন, এই শীর্ষ সম্মেলনকে দুর্দান্তভাবে সফল করার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বাস করেন, প্রযুক্তির প্রকৃত মূল্য নিহিত রয়েছে এর সুবিধাগুলি জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর মধ্যে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি হল, প্রযুক্তিকে গণতন্ত্রীকরণ করা, এটিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা, এটি সকলের কাছে সহজলভ্য করা। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব শুক্রবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপম-এ অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট-২০২৬-এ অংশগ্রহণ করবেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে তিনি উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় অংশ নিয়ে মধ্যপ্রদেশে রাজ্যস্তরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক পরিষেবা আরও মজবুত করা এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে মতবিনিময় করবেন।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কম্পিউটিং ব্যবস্থা, সাইবার নিরাপত্তা পরিকাঠামো, ক্লাউড প্রযুক্তি ব্যবস্থা, সৃষ্টিশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংযুক্তি এবং ডিজিটাল পরিষেবা ক্ষেত্রে অগ্রণী বৈশ্বিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠক করবেন। পাশাপাশি, দেশের দ্বিতীয় স্তরের শহর থেকে উঠে আসা নতুন উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করবেন।সম্মেলনে মধ্যপ্রদেশ প্যাভিলিয়নে এক সক্ষম ভারতের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সক্ষম শাসনব্যবস্থা শীর্ষক ভাবনায় মধ্যপ্রদেশে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রকল্প ও সমাধান তুলে ধরা হবে। এই প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে প্রশাসনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, পরিষেবা প্রদানে গতি আনা এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কার্যকর ব্যবহার প্রদর্শিত হচ্ছে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃভাষা হল ভাবের বাহন।ভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি। শিক্ষা লাভ করি এবং শিক্ষা দানও করি। জন্মের পর শিশুর মুখে প্রথম মা- মা বোল ফুটে মাতৃভাষায়। কবি যথার্থই বলেছেন-মাতৃভাষা হল মাতৃ দুগ্ধ প্রায় ২০০ বছর ব্রিটিশ বেনিয়া ইংরেজ কোম্পানী ভারতবাসী কে শাসন ও শোষণ করেছে। বহু বিপ্লবীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট। ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়। দীর্ঘ আন্দোলন ও লড়াই এর মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে।১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অবিভক্ত বাংলা দুই টুকরো হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ থাকে ভারতের অন্তর্গত হয়ে আর পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ছিল উর্দু। তাই ১৯৪৮ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেছিল- উর্দুই হবে সমগ্র পাকিস্তানে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের জন্ম

হয়।বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা উচ্চকণ্ঠে এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলা কে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবিতে তারা ঢাকার রাজপথে বিরাট মিছিল বের করে। মিছিল টি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। বর্বর শাসকদল মানুষের সেই মিছিলে গুলি চালালে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে বহু নির্ভীক তরুণের দেহ। সেদিন শহিদ হয়েছিলেন- সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও আরো কত নাম না জানা তরুণ। শহিদদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে।মহাকালের আবর্তনে একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে বারে বারে ঘুরে আসে। মাতৃভাষার জন্য আত্মবলিদানে বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ১৯৫২ সালের পর থেকে বাংলাদেশের মানুষ অমর শহিদদের আত্ম বলিদান এর দিনটিকে মনে রেখেছেন ।বাংলাদেশ প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে দিনটি পালন করে। এই দিন বাংলাদেশের আপামর জনগণ প্রভাত ফেরিতে যোগ দেয়। তাদের কন্ঠে ধ্বনিত হয় শহিদদের উৎসর্গ করে লেখা সেই গান- আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলতে পারি?১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালের ১৭ ই নভেম্বর ২১ শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে ২১ শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। এর উদ্দেশ্য প্রতিটি জাতি যাতে তার মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝতে পারে, তাকে সম্মান করতে পারে। কারণ মাতৃভাষা জাতির জীবনে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাতে পারে।এইভাবে বাংলা ভাষার জয়লাভ ঘটে। বাঙালির গৌরবময় আন্দোলন সারা পৃথিবীতে গৌরব লাভ করে।বর্তমানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সহ আজ পৃথিবীর ১৮৮ টি দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি উদযাপিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি বছরে একবার আসে কিন্তু এর পিছনের ইতিহাস আমাদের চিরদিন মনে রাখতে হবে।২১ শে ফেব্রুয়ারি দিনটি আমাদের শত শহিদের আত্মবলিদান এর ফলে বিশ্বের দরবারে যে মর্যাদা পেয়েছে তাতেই প্রতিটি বাঙালির বুক গর্বে ভরে ওঠা উচিত।

প্রতীক্ষার অবসান, ধর্মতলায় চালু সরকারি বাস স্ট্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ শুক্রবার থেকে যাত্রী সাধারণের জন্য খুলে গেলো ধর্মতলায় সরকারি বাস স্ট্যান্ড। আপাতত এই বাস স্ট্যান্ড থেকে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস চলাচল করবে।দীর্ঘ জল্পনার পর অবশেষে নতুন বাস স্ট্যান্ড প্রস্তুত করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।নির্মীয়মাণ এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশন-এর কাজের জন্য ধর্মতলার এল-২০ সরকারি বাস স্ট্যান্ড সরানো হচ্ছে। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের মাঝামাঝি অংশে তৈরি হওয়া নতুন স্ট্যান্ডে বাসের প্রবেশ ও প্রস্থান-দু'টিই হবে ধর্মতলামুখী লেন দিয়ে।নতুন পরিকাঠামোয় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জন্য পৃথক বুকিং কাউন্টার, বাতানুকূল অপেক্ষাকক্ষ ও ক্রুরুম তৈরি হয়েছে। যাত্রীদের জন্য থাকছে ' পে অ্যান্ড ইউজ' শৌচাগার ও পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম। বাস ছাড়ার সময় জানাতে বসানো হচ্ছে একটি বড় এবং দু'টি ছোট ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড। নিরাপত্তার স্বার্থে হাইমাস্ট ও একাধিক বাতিস্তম্ভে আলোকিত করা হয়েছে পুরো এলাকা।পুরনো স্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন শতাধিক দূরপাল্লার বাস ছাড়ত। সঙ্কীর্ণতা ও আলোর অভাব নিয়ে দীর্ঘদিন অভিযোগ ছিল যাত্রীদের। নতুন ব্যবস্থায় সেই সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে আজ খবর সূত্র থেকে জানা গেছে ।

মায়াপুরে ইসকনের মঞ্চে অমিত শাহ, মতুয়া সমাজের প্রশংসায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মায়াপুর(নদিয়া),২০ফেব্রুয়ারিঃ নদিয়ার মায়াপুর আবারও সাক্ষী থাকল এক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তের। গত বুধবার গৌীয় বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার ও বিশ্বব্যাপী ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র মায়াপুরে আয়োজিত হল ইসকনের বিশেষ অনুষ্ঠান। ১৫২-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর স্মরণোসব। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্যে যেমন উঠে এল ইসকনের বিশ্বব্যাপী বিস্তার ও সনাতন ধর্ম প্রচারের প্রসঙ্গ, তেমনই বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের সমাজ কল্যাণমূলক ভূমিকার কথা। মায়াপুরের ইসকন চত্বরে সকাল থেকেই ছিল উসবের আবহ। দেশ-বিদেশ থেকে আগত ভক্ত ও অনুসারীদের ভিড়ে ভরে ওঠে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর জীবন ও আদর্শ স্মরণে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল আলোচনা ও বক্তৃতা পর্ব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, আজ যখন আমরা বিশ্বজুড়ে ইসকন আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার প্রত্যক্ষ করছি, তখন মনে রাখতে হবে এই আঃেদালনের শিক। প্রোথিত রয়েছে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ও তাঁর শিষ্য ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ত্যাগ ও সাধনায়। তাঁদের জীবনকর্মের ফলস্বরূপ ইসকন আজ সনাতন ধর্মের বার্তা বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ইসকন শুধু একটি ধর্মীয় সংগঠন

নয়, এটি এক বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যা ভারতীয় দর্শন, গীতা ও ভক্তি ভাবধারাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিষ্ঠিত করেছে।শাহ বলেন, ইসকন সকলকে গীতার পথ অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। গীতা যে শুধু একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং মানবজীবনের পথনির্দেশিকা- এই বার্তা ইসকন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর কথায় উঠে আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রসঙ্গও। শাহ বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান বা মন্ত্রীদের ভারত সফরের সময় গীতা উপহার দেন। এর মাধ্যমে ভারত তার প্রাচীন জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় তুলে ধরে। গীতার শিক্ষা যে বিশ্বজনীন, তা আন্তর্জাতিক পরিসরেও আজ স্বীকৃত-এমনটাই দাবি করেন তিনি।অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ। অমিত শাহ স্পষ্টভাবে বলেন, মতুয়া সম্প্রদায় ধারাবাহিকভাবে সমাজকল্যাণের পক্ষে কাজ করে আসছে। সমাজের প্রান্তিক ও অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁায়ে যে কাজ এই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে করে চলেছে, তা প্রশংসনীয়। তাঁর বক্তব্যে এই সম্প্রদায়ের সামাজিক ভূমিকার স্বীকৃতি ছিল স্পষ্ট।রাজনৈতিক মহলের মতে, বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরুত্ব যথেষ্ট। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় এই সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে মতুয়া সমাজের প্রশংসা রাজনৈতিক তাৎপর্যও বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও অনুষ্ঠানের মূল প্রেক্ষাপট ছিল ধর্মীয়, তবুও বক্তব্যের বিভিন্ন অংশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ উঠে আসে।ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর ১৫২-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তাঁর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার, ভক্তি আন্দোলনের পুনর্জাগরণ এবং বৈদিক শিক্ষার প্রচারে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করা হয়। বক্তারা বলেন, তাঁর দেখানো পথেই ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সনাতন ধর্মের বার্তা পশ্চিমা বিশ্বে পৌঁছে দেন। আজ বিশ্বের নানা প্রান্তে ইসকনের মন্দির, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করছে।মায়াপুর নিজেও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বহন করে। ইসকনের বিশ্ব সদর দপ্তর হিসেবে এটি আজ এক আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্র। প্রতি বছর লক্ষাধিক ভক্ত এখানে আসেন। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল কড়া। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে বিস্তৃত নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়।বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর অবদান এবং ইসকনের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।অমিত শাহ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভারত আজ বিশ্বমঞ্চে নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁায়েছে। এই আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন। ইসকনের মতো সংগঠন সেই ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী ছায়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরও বলেন, সমাজকল্যাণ ও মানবসেবার মাধ্যমে ধর্মীয় আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়া প্রয়োজন, এবং এই ক্ষেত্রে মতুয়া সম্প্রদায়ের কাজ প্রশংসার দাবি রাখে।অনুষ্ঠান শেষে ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ধর্মীয় আবহ, রাজনৈতিক উপস্থিতি এবং সামাজিক বার্তার মেলবন্ধনে মায়াপুরের এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর জন্মজয়ন্তীর মঞ্চ থেকে উঠে এল সনাতন ধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রসার, গীতার সার্বজনীন বার্তা এবং সমাজকল্যাণের আহ্বান।সব মিলিয়ে, নদিয়ার মায়াপুরে ইসকনের এই আয়োজন কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকল না। তা হয়ে উঠল সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতির মিলিত প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, যেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিল। মতুয়া সম্প্রদায়ের সমাজসেবামূলক ভূমিকার স্বীকৃতি এবং গীতার বিশ্বজনীন বার্তা-এই দুই সুরেই মুখর ছিল মায়াপুরের মঞ্চ।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ও সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের বৈঠক, বাণিজ্য ও এআই সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ চলাকালীন সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স' হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন যে, এই বৈঠকে দুই রাষ্ট্রপ্রধান ভারত ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভারত-ইএফটিএ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।জয়সওয়াল আরও জানান, দুই নেতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যমুখী অংশীদারিত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারত ও সুইজারল্যান্ডের এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রযুক্তিগত সহযোগিতাকে উসাহিত করার পাশাপাশি মানসম্মত বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে এবং যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে মিজোরামের জনগণকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে মিজোরামের জনগণকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার তিনি সমাজ মাধ্যম এক্স হান্ডেলে এক বার্তায় শুভেচ্ছা জানান।তিনি লেখেন, মিজোরামের জনগণকে তাঁদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা। মিজোরাম তার অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত। এর শক্তিশালী সম্প্রদায় চেতনা এবং মানুষ দয়া ও করুণার মূল্যবোধের প্রতীক। ঐতিহ্য, সঙ্গীত এবং দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য দিকগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত সমৃদ্ধ মিজো ঐতিহ্য খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক। মিজোরাম আগামী বছরগুলিতে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাক এবং নতুন মাইলফলক অর্জন করুক।অন্যদিকে রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে অরুণাচল প্রদেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার তিনি সমাজ মাধ্যম এক্স হান্ডেলে এক বার্তায় শুভেচ্ছা জানান। তিনি লেখেন, অরুণাচল প্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সেখানকার জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। রাজকীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং অসাধারণ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ অরুণাচল প্রদেশ ঐতিহ্য ও প্রকৃতির মধ্যে সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানকার উদ্যমী ও পরিশ্রমী বাসিন্দারা দেশের অগ্রগতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একই সঙ্গে, রাজ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ জনজাতি আমাদের দেশকে অপরিসীম সমৃদ্ধি প্রদান করে।আগামী দিনে এই রাজ্য উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় উঠুক, এই প্রার্থনাও করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

অমৃত ভারত প্রকল্পে আধুনিক রূপ পাচ্ছে মালদা টাউন স্টেশন

নিজস্বপ্রতিনিধি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ঐতিহ্যবাহী মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন-এর ব্যাপক আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্টেশনটিকে বিশ্বমানের পরিষেবাসম্পন্ন আধুনিক পরিকাঠামোয় গড়ে তোলা হচ্ছে বলে বৃহস্পতিবার পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে।প্রকল্পের আওতায় স্টেশনের বাহ্যিক নকশা দৃষ্টিনন্দনভাবে সাজানো হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে সুপ্রশস্ত সার্কুলেটিং এরিয়া, আধুনিক কনকোর্স, উন্নত এয়ার কুলিং ও এক্সস্ট সিস্টেম। প্ল্যাটফর্মগুলির উপরিভাগ সংস্কার করে যাত্রী নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে। পাশাপাশি থাকছে আধুনিক ওয়েটিং হল, ফুড কোর্ট, পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং রুফ প্লাজা।ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, উন্নত সিসিটিভি নজরদারি, ইনফরমেশন কিয়স্ক, মাল্টি-লেভেল পার্কিং, লিফট ও এসকেলেটরের মতো সুবিধাও যুক্ত হবে। ফলে স্টেশনটির চেহারা অনেকটাই বিমানবন্দরের আদলে গড়ে উঠবে।রেল কর্তৃপক্ষের মতে, এই আধুনিকীকরণ কেবল যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবে না, মালদার পর্যটন ও স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে মালদা টাউন স্টেশন নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে বলে জানা গেছে আজ।।

২২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে এসআইআর-এর লিখিত নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর নিয়ে জটিলতায় সুপ্রিম কোর্টে মামলা উঠেছে। এর মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন ২২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে লিখিত নির্দেশিকা পাঠাল। সেখানে বলা হয়েছে, আগামী এপ্রিল মাস থেকে ওই ২২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর শুরু হবে!সূত্রের খবর, চিঠিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এসআইআর সম্পর্কিত যাবতীয় প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছে কমিশনের রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্তদের। দ্রুত এবং মসৃন ভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার কথাও বলা হয়েছে।প্রসঙ্গত, বিহারের পর

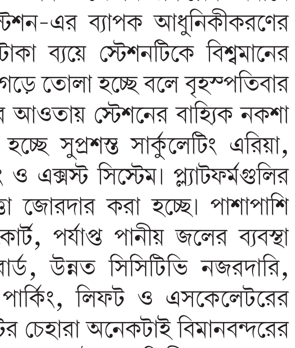

দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গত ২৮ অক্টোবর থেকেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) শুরু হয়। তার প্রাক্কালে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, ' মূল উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক যোগ্য ভোটারকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রত্যেক অযোগ্য ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে জানি।'

বাবরের নামে মসজিদ মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ ফেব্রুয়ারিঃদেশের যে কোনও প্রান্তে বাবরের নামে মসজিদ বা ' বাবরি মসজিদ' নামে ধর্মীয় স্থান গড়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করুক সুপ্রিম কোর্ট, এই আবেদন জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। শুক্রবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ মামলা শুনতেই রাজি হয়নি। আবেদনকারীর আইনজীবী মামলা প্রত্যাহার করে নেন।আবেদনকারীর তরফে আদালতে আর্জি জানানো হয়, দেশের কোথাও বাবরের নামে মসজিদ তৈরি হলে, তা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হোক। একই সঙ্গে নতুন করে এই নামে মসজিদ তৈরি করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিক সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু মামলা শুনতেই রাজি হয়নি শীর্ষ আদালত।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। এই সময়ে আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার চারপাশের মানুষের উপর গভীর প্রভাব ফেলবে।

বৃষঃর কোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আশীর্বাদ করবেন এবং মানসিক শান্তি আনবেন। আজ কোনও নিকট আত্মীয়ের সহায়তায় আপনি আপনার ব্যবসায় ভাল করতে পারবেন যা আপনাকে আর্থিকভাবেও উপকৃত করবে।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছু নতুন সম্ভাবনা এবং উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনি আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং যোগাযোগ দক্ষতা ব্যবহার করে অন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবেন। শুভ দিন হবে

কর্কট রাশি ঃ আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে। আজ আপনার পক্ষে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব, তবে আপনার বোধগম্যতা এবং জ্ঞানের সাহায্যে আপনি টেবিলগুলি ঘুরিয়ে নিতে এবং আপনার ক্ষতিটিকে মুনাফায় রূপান্তর করতে পারেন। অর্থ ব্যয় ।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক দিন হবে। আপনার শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস শীর্ষে থাকবে, যা আপনাকে আপনার সমস্ত কাজে সফল করবে।

কন্যা ঃকিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। শুভদিন

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সুযোগের লক্ষণ নিয়ে এসেছে। বিবাহের যোগ হতে পারে

বৃশ্চিকঃ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করা প্রত্যাখ্যান করুন। অসুস্থতা প্রতিহত করার এটি একটি ক্ষমতাশালী প্রতিরোধ। শুভ দিন।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের দিনটি জন্য বিশেষ ভাবে ইতিবাচক দিন হবে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন, যা আপনার সম্পর্ক উন্নত করবে। সংসারে শান্তি আসতে পারে

মকরঃ কিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। সন্তান হতে পারে ।

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উত্তেজনা এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। আপনার সৃজনশীল দিকটি উন্মোচিত হবে।

মীনঃচাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি আসতে পারে আজ।

আবহাওয়া

শুক্রবার পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরিবর্তনের খুব একটা সম্ভাবনা নেই, আবহাওয়া দফতর সূত্রে এমনই জানা গেছে। তার পরের চার দিন ধীরে ধীরে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। এর পরবর্তী সময়ে তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। আপাতত সকালে কোথাও ঘন কুয়াশার কোনও সম্ভাবনা নেই। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। আগামী চার দিনে কলকাতা, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধাপে ধাপে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে। উপকূলীয় জেলাগুলিতে ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ১৫ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে তাপমাত্রার পারদ। উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা সামান্য বাড়ার ইঙ্গিত মিলেছে। ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা দেখা যেতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায়। দার্জিলিং ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় আগামী কয়েক দিনে ৬ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। কালিম্পং-সহ সমতল সংলগ্ন এলাকায় ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। শিলিগুড়ি, মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৭৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৩৩ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং ০৮ রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫২মনিট এবং রাত ০৯টা ৫২মিনিট। সূর্যউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৪মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

পার্টির সদস্য রিনিউ কবে করব সেটা একান্তই আমার নিজস্ব ব্যাপার, যে কথা উঠছে তা একেবারেই রটনা'ঃ দীপ্সিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ 'পার্টির সদস্য পদ রিনিউ কবে করব সেটা একান্তই আমার নিজস্ব ব্যাপার। হাতে অনেক সময় আছে। যে কথা উঠছে তা একেবারেই রটনা। প্রতীক উর যদি আমাদের পার্টি ছেড়ে চলে যায় সেটা ব্যক্তিগতভাবে খুব দু ঃখের এবং যন্ত্রণার হবে। হাওড়ায় মন্তব্য দীপ্সিতা'র। উল্লেখ্য, কেউ দল ছাড়ছেন বলে আবার কারও ক্ষেত্রে দল ছাড়া নিয়ে সাম্প্রতিক বাম রাজনৈতিক মহলে বিভিন্ন জল্পনা শুরু হয়েছে। সেই জল্পনায় নাম শোনা যাচ্ছে সিপিআইএম নেত্রী তথা এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক দীপ্সিতা ধরেরও। তবে সেই জল্পনা নিজেই উড়িয়ে দিয়েছেন দীপ্সিতা। বালির নিশ্চিঃ দায় নিজের বা।তে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান এটা সবটাই রটনা। সদস্যপদ রিনিউয়েরর জন্য মার্চ মাস পর্যন্ত সময় আছে। সুতরাং কে বা কারা এই রটনা ছড়াচ্ছে সেটা ভেবে অবাক হচ্ছেন তিনি। এদিন সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাকারের মাঝেই তরুণ সিপিএম নেতা প্রতীক উর রহমানকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এদিকে, এদিন দীপ্সিতা বলেন, 'এই প্রথম আপনাদের কাছে শুনছি যে আমি পার্টি ছাড়ছি। এরকম কোনও সম্ভাবনা নেই।' দীপ্সিতাকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি আপনার পার্টি সদস্যপদ রিনিউয়াল করেননি ? এর উত্তরে দীপ্সিতা বলেন, 'এটা তো সম্পূর্ণ

পার্টির আভ্যন্তরীণ বিষয়। এটা কিভাবে মিডিয়ার কাছে পৌঁছল তা ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি। আমি সম্প্রতি বিদেশে ছিলাম। কয়েকদিন আগে দেশে ফিরেছি। আমার সদস্যপদ দিল্লিতে। রিনিউয়ালের জন্য ৩১ মার্চ পর্যন্ত এখনও প্রায় দে। মাস সময় আছে। এখনই কারা এইসব নিয়ে চর্চা করছেন আমি বুঝছি না।' তবে প্রতীক উর রহমানের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব ভাল বলেই জানিয়েছেন দীপ্সিতা। তবে পার্টি সম্পাদককে চিঠি দেওয়া বা প্রতীক উর এর সাম্প্রতিক বক্তব্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রতীক উর এর কোনও কথা হয়নি বলেও জানান দীপ্সিতা। দীপ্সিতা আরও বলেন, 'আমি জানি না এই গুজবের উস কি। আমার মনে হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে কিছু নামকে জুড়ে ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করা হয়েছে। আমরা এটাকে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছি। আমি যদি দল ছেড়ে অন্য দলে যাই তাহলে সেটা আমিই বলব, অন্য লোক কেন বলবে ? আমরা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে ভালোবেসে একটা আদর্শ থেকে মার্কসবাদকে বিশ্বাস করে দল করতে এসেছি। আমাদের দলের সদস্যপদ রিনিউয়াল করার শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ। এখনও অনেক সময় .আছে রিনিউ করার। এছাড়াও একজন পার্টি সদস্য সে রিনিউ করবে কি করবে না তা সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাহলে আমাকে কেন জবাবদিহি করতে হবে ? পার্টির সদস্য রিনিউ কবে করব সেটা একান্তই আমার নিজস্ব ব্যাপার। হাতে অনেক সময় আছে। যে কথা উঠছে তা একেবারেই রটনা। প্রতীক উর রহমান চিঠি দিয়েছেন। গত ৩-৪ দিন ধরে দেখছি প্রতীক উর'দার সঙ্গে সৃজন এবং আমার নামকে একসঙ্গে করে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। সৃজন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে ওর অবস্থান কি। প্রতীক উর'দার সঙ্গে আমার এবং আরও একজনের নাম জুড়ে দেওয়া এটা খুবই অস্বস্তিকর এবং সেটাকে আমি ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখছি। কে ষড়যন্ত্র করছে বলতে চাই না। এসআইআর এর প্রথম পিটিশনার ছিলেন মুর্শিদাবাদের আমাদেরই দলের এক সদস্য। এছাড়াও এসআইআর নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করা হয়েছে। আমিও এসআইআরের নোটিশ পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা বামেরা করেছে।'

টোটো রাখাকে কেন্দ্র করে বচসা

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ টোটো রাখাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে তুমুল বচসা ও মারধরের ঘটনা সামনে এসেছে বসিরহাটের হাসনাবাদ থানা এলাকার টাকি থুবা দাসপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বাবাই ঋষি দাস নিজের টোটো বাড়ির পাশে রাস্তার ধারে রাখতে গেলে প্রতিবেশী ও কাকা অশোক ঋষি দাস তাতে বাধা দেন। সেই নিয়েই শুরু হয় কথা কাটাকাটি, যা দ্রুত বচসা ও হাতাহাতিতে রূপ নেয়। অভিযোগ, অশোক ঋষি দাসের পরিবারের লোক কুল দিয়ে বাবাই ঋষি দাসের মাথায় আঘাত করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে বাবাই ঋষি দাসের মাকেও মারধর করা হয় এবং তার জামাকাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে পরিবারের দাবি। আহতদের প্রথমে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাবাই ঋষি দাসের অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাকে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনায় আহত টোটো চালকের মা মিনু ঋষি দাস হাসনাবাদ থানায় কাকা অশোক ঋষি দাস ও তার ছেলে সোমনাথ ঋষি দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। হাসনাবাদ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে সোমনাথ ঋষি দাস কে গ্রেফতার করেছে। শুধুমাত্র টোটো রাখাকে কেংদ্র করেই এই বিবাদ, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে সব দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

একুশের মধুর শপথঃ বাংলার মাটি, মাতৃভাষা ও বিশ্বমানবতার সেতুবন্ধন

ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি-এই তারিখটি উচ্চারণ করলেই কানে ভেসে আসে এক গভীর, মর্মস্পর্শী সুর। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার আকাশ যেন একসঙ্গে বলে ওঠে-ভাষাই আমার আত্মা। ১৯৫২ সালের সেই ঐতিহাসিক দিনে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রভাষা নীতির প্রতিবাদে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ রাস্তায় নেমেছিল। ঢাকার রাজপথে তরুণ প্রাণের রক্তে রাঙা হয়েছিল ইতিহাস। সেই রক্তলেখাই আমাদের শিখিয়েছে-মাতৃভাষা কেবল শব্দের সমষ্টি নয়, এটি আত্মমর্যাদার অগ্নিশপথ।

একুশ মানে মাথা নত না করার দৃ।তা। ভাষা মানে মায়ের মুখে প্রথম ডাকা নাম, ভাষা মানে শিশুর প্রথম ছড়া, ভাষা মানে প্রেমের প্রথম অনুচ্চারিত স্বীকারোক্তি। বাংলা একটি মিষ্ট ভাষা-তার উচ্চারণে সুর আছে, তার শব্দে কোমলতা আছে। এই ভাষাতেই আমরা শুনেছি লালনের গান, রবীঃদ্রনাথের মানবধর্ম, নজরুলের বিদ্রোহ। এই ভাষাই আমাদের হাসায়, কাঁদায়, ভাবায়। শহীদদের স্মৃতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ মিনার। প্রভাতের আলো ফোটার আগেই সেখানে মানুষের ঢল নামে। খালি পায়ে, নীরব কণ্ঠে, ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তারা স্মরণ করে ভাষাশহীদদের। এই আত্মত্যাগের বিশ্বস্বীকৃতি আসে যখন ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে একুশ হয়ে ওঠে বিশ্বের সব মাতৃভাষার সম্মানের দিন-একটি দেশের সীমা ছা।িয়ে মানবসভ্যতার সম্পদ। ভারতে বাংলা ভাষার গুরুত্ব বহুমাত্রিক। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা-তে বাংলা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। অসমের- বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাভাষীদের সংগ্রামও ইতিহাসে অমলিন। ভারতীয় সাহিত্যে বাংলা এক উজ্জ্বল অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের নোবেলজয় বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেয়। কাজী নজরুল ইসলামের-এর কবিতা বিদ্রোহের আগুন জ্বালায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জাতীয়তাবোধে অনুপ্রেরণা দেয়। বাংলা ভাষা তাই ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

বিশ্বে বাংলা ভাষার গুরুত্বও ক্রমবর্ধমান। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বাংলায় কথা বলে। বাংলাদেশ ও ভারতের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য- সবখানেই প্রবাসী বাঙালিরা মাতৃভাষার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন। প্রযুক্তির যুগে বাংলা আজ ডিজিটাল মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক গবেষণায় ও সাহিত্যচর্চায় নিজের জায়গা তৈরি করছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়-প্রতিটি ভাষা এক একটি সংস্কৃতির ভাণ্ডার। ভাষা বাঁচানো মানে ইতিহাস বাঁচানো।

বাংলা একটি মিষ্ট ভাষা-তার ধ্বনিতে মাধুর্য, তার বাক্যে আবেগ, তার কবিতায় অনন্ত স্নিগ্ধতা। এই ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করি-ভাষার মর্যাদা রক্ষা করব। একুশ আমাদের শেখায়, আত্মপরিচয় রক্ষার সংগ্রামই প্রকৃত স্বাধীনতা।শেষকথা-২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে কেবল স্মরণ নয়, নবজাগরণের দিন। বাংলার মাটি ও জল আজও যেন উচ্চারণ করে- ভাষাকে ভালোবাসো, ভাষাকে সম্মান করো। কারণ বাংলা কেবল একটি ভাষা নয় এটি আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন, আমাদের সংস্কৃতির মাধুর্য, আমাদের চিরন্তন গর্ব।

(সহকারী অধ্যাপক বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ)

বিজেপিতে যোগ দিতেই বিতর্কে জড়ালো দীপাঞ্জন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিতর্কের মুখে পড়লেন প্রাক্তন এনএসজি কমান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। ভিনরাজ্যে বসবাসকারী এই প্রাক্তন নিরাপত্তাকর্মীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছে বিজেপিরই একাংশ পুরনো কর্মী। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে কটাক্ষ, কার্টুন ও সমালোচনামূলক পোস্ট করেছেন দীপাঞ্জন। বিজেপিতে যোগদানের পর সেই পুরনো পোস্টগুলির একাধিক স্ক্রিনশট সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। আদি বিজেপি কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, দীপাঞ্জন শুধু সমালোচনা নয়, একাধিক ক্ষেত্রে তীব্র কটূক্তিও করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, যিনি এতদিন ধরে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আক্রমণ করেছেন, তিনি হঠাৎ করে ভোটের মুখে দলে যোগ দিয়ে প্রার্থী হওয়ার আশায় এসেছেন। এই নিয়ে দলের অন্দরেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিছু পুরনো কর্মী নাকি তাঁর সেই পুরনো পোস্ট ও কার্টুনের ছবি তৃণমূল কর্মীদের কাছেও পাঠিয়ে বিষয়টি প্রকাশ্যে আনতে বলেছেন। অভিযোগ উঠেছে, দীপাঞ্জন বাংলায় না থেকেও মহারাষ্ট্রে বসে টেলিভিশন চ্যানেলে বাংলার বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন। বিজেপির একাংশের দাবি, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর পর্যাপ্ত ধারণা নেই। তাঁদের প্রশ্ন, এমন একজন ব্যক্তি কীভাবে বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।

কন্টেইনারের ধাক্কায় হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বাইক আরোহী কিশোরের

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ দ্রুতগামী কংটেইনারের ধাক্কায় হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বাইক আরোহী এক কিশোরের, আশঙ্কাজনক আরও এক কিশোর। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বারবার একই জায়গায় দুর্ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে দুই কিশোর একটি বাইকে করে অঙ্কুরহাটির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় একটি দ্রুতগামী কন্টেইনার তাদের বাইকটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। রাস্তার উপর বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে দুই কিশোর। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। অন্যজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সারওয়ার নস্কর (১৩)। সে নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। বাড়ি ডোমজুড় থানার কোরলায়। আহতের নাম শেখ মহম্মদ কায়েব (১৫)। সে দশম শ্রেণীর ছাত্র এবং পাঁচলার হাকোলার বাসিন্দা। সম্পর্কে তারা মামা-ভাগ্নে বলে জানা গেছে। শুক্রবার হাটের দিনে এই দুর্ঘটনায় দুই পরিবারেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে, এলাকাবাসীদের অভিযোগ, অঙ্কুরহাটির এই মো।টি বর্তমানে 'ডেথ ট্র্যাপ' বা মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতেও ঠিক একই জায়গায় আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, শুক্রবার হাটের দিনে ভিড় বেশি থাকলেও পুলিশের নজরদারি সেভাবে থাকেনা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, 'এখানে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে এবং মানুষের মৃত্যু হয়। সঠিক নজরদারি থাকলে আজ এই প্রাণগুলো যেত না।' পুলিশ ঘাতক কন্টেইনার চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

রক্তে রাঙানো একুশে

বেবী সরদারঃ রক্তে রাঙানো একুশে বাঙালির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণে বহু তরুণ শহিদ

হন। তাঁদের আত্মত্যাগেই একুশে হয়ে ওঠে রক্তস্নাত কিন্তু গৌরবময় স্মৃতি। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়- ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি জাতির আত্মপরিচয় ও সংস্কৃতির ভিত্তি। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অসংখ্য শহিদের রক্তে রঞ্জিত পথ আমাদের শেখায় অধিকার আদায়ে সাহস ও ঐক্যের মূল্য কতখানি । তাঁদের ত্যাগের ফলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। রক্তে রাঙানো একুশে আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এটি ভাষার বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিন। একুশ আমাদের শপথ করায় , মাতৃভাষাকে ভালোবাসবো , শুদ্ধভাবে ব্যবহার করব এবং ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করবো।

শহিদদের ত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণা দেয় সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ় থাকতে। তাই একুশ মানে শুধু শোক নয়, এটি গর্ব, চেতনা ও আত্মমর্যাদার প্রতীক।

প্রার্থী তালিকার অপেক্ষায় দিলীপ ঘরনি রিঙ্কু, জয়ের কৌশল ইতিমধ্যেই প্রস্তুত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপির শীর্ষ নেতা দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার সম্প্রতি রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজের সম্ভাব্য প্রার্থিতা নিয়ে সরব হয়েছেন। শুক্রবার ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণের সময় তিনি জানিয়েছেন, প্রার্থী হবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে যদি দল তাকে টিকিট দেয়, জয়ের স্ট্র্যাটেজি ইতিমধ্যেই তিনি তৈরি রেখেছেন। তিনি বলেন, আমি জীবনে কখনও হারিনি। যদি আমি টিকিট পাই তবে কীভাবে জিতব সেটা আমার চ্যালেঞ্জ। আমার জীবনে সবসময় চ্যালেঞ্জ। ১৮ বছর বয়স থেকে আমি সংসার চালাই। দিল্লির মতো জায়গায় ঘরভাড়া দিতাম। প্রাক্তনের খরচও চালাতাম। আমি চ্যালেঞ্জেটিক সবসময়। প্রসঙ্গত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির দলীয় দপ্তরে বিভিন্ন প্রার্থী জীবনপঞ্জি জমা দিচ্ছেন। রিঙ্কু মজুমদারও গত ৩১ জানুয়ারি নিজের জীবনপঞ্জি জমা দিয়েছেন। সূত্রের খবর, ওই জীবনপঞ্জিতে তিনি তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন- মেদিনীপুর শহর, বীজপুর এবং নিউটাউন। জীবনপঞ্জিতে তিনি নিজের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিবরণও দিয়েছেন। বিজেপি স্তরের এবং সামাজিকভাবে সক্রিয় নেত্রী হিসেবে তার কার্যক্রম, দলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা এবং জনসংযোগের দক্ষতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ইকো পার্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় দিলীপ ঘোষও এই প্রসঙ্গে বলেন, দলে আমার থেকেও পুরনো। অনেক দিনের কার্যকর্তা। আমি এমএলএ, এমপি হয়ে গেলাম। ওঁর ইচ্ছা হয়েছে আবেদন করেছে। হাজার হাজার লোক আবেদন করেছে। কে প্রার্থী হবেন দল ঠিক করবে। এখনো চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয়নি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, তালিকা প্রকাশের পরই স্পষ্ট হবে, রিঙ্কু মজুমদারের আবেদন দলীয় নেতৃত্বের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে কি না। সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক মহল উভয়ই আগ্রহভরে এই সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

রাজ্য সরকারের নয়া প্রকল্প যুব সাথীর ক্যাম্প পরিদর্শনে মন্ত্রী বেচারাম মান্না

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় সিঙ্গুর,২০ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে শুরু হওয়া 'বাংলার যুবসাথী' প্রকল্পের ক্যাম্প সারা রাজ্য জুড়ে শুরু হযেছে। বেকার যুবক-যুবতীদের মাসে ১৫০০ টাকা করে দেওযার ঘোষণায় যুবসমাজ উচ্ছ্বসিত। প্রতিটি ক্যাম্পে ভিড় লক্ষ্যনীয় । এরই সাথে শুরু হয়েছে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের অনুদানের নয়া প্রকল্প। সঙ্গে আছে মহিলাদের জন্য জনপ্রিয় লক্ষীর ভান্ডার। সারা রাজ্যের সঙ্গে সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আয়োজিত এই ক্যাম্পে আজ সরেজমিনে পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের কৃষি বিপনন ও পঞ্চায়েত্ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না। তিনি জানান যোগ্য যুব সমাজ যেন সহজে আবেদন করতে পারে এবং সরকারি সহায়তা সঠিকভাবে পায় তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য এবং দায়িত্ব। তিনি বলেন এই প্রকল্পগুলি এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যা রাজ্যের মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

উত্তর কলকাতার পলিটেকনিক কলেজে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ, ইউজিসিতে সরাসরি মেল ছাত্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর কলকাতার এক পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে। কলেজের প্রথম বর্ষের এক ছাত্র অভিযোগ করেছেন যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের কয়েকজন সিনিয়র তাকে কলেজের মধ্যে র‍্যাগিং করেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ক্লাস শুরু হওয়ার পরই ওই ছাত্রকে ঘিরে ধরেন সিনিয়ররা এবং জোর করে তাকে পুশআপ,ওঠবোস করানো হয়। প্রতিবাদ করলে তাকে হুমকি ও মৌখিকভাবে হেনস্তা করা হয়। আতঙ্কিত হয়ে প্রথম বর্ষের ওই ছাত্র সরাসরি ইউজিসি-র অ্যান্টি র‍্যাগিং হেল্পলাইনে অভিযোগ জানান। ইউজিসি বিষয়টি কলেজের অধ্যক্ষকে মেলের মাধ্যমে জানায়। এরপর কলেজের অধ্যক্ষ কাশীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানায়, অভিযোগের ভিত্তিতে র‍্যাগিং বিরোধী আইন, হুমকি, হেনস্তা এবং সমান অভিপ্রায়ে অপরাধের ধারায় মামলা শুরু করা হয়েছে। পুলিশ কলেজের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তে জানা গেছে, অভিযোগকারী ছাত্র তার পরিচয় প্রকাশ করেননি। তাই পুলিশ তার সঠিক পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি, র‍্যাগিংয়ে জড়িত সিনিয়র ছাত্রদেরও শনাক্ত করে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কলেজ প্রশাসন এবং স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটতে না পারে। এই ঘটনার পর কলেজ এবং পুলিশের তরফ থেকে সতর্কতা বা।ানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কলেজ প্রশাসন শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। র‍্যাগিংয়ের মতো ঘটনা শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা একযোগে কাজ করছে। তদন্ত শেষ হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রতিবেশীনীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার এক ব্যক্তি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বামীর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে পরস্ত্রীকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার এক ব্যক্তি জয়নগরে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,জয়নগর থানার ঢোষা এলাকায় এক গৃহবধূর স্বামী জটিল রোগের শিকার গত ৬ মাস ধরে। আর সেই সময়ে তার চিকিৎসা সহ সাংসারিক সহায়তায় এগিয়ে আসেন প্রতিবেশী এক ব্যক্তি।আর এই সময়ে ৩৫ বছরের ঐ গৃহবধূর স্বামীর অনুপস্থিতে একাধিক বার ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী ওই ব্যক্তির উপরে। বৃহস্পতিবার নির্যাতিত ঐ গৃহবধূ জয়নগর থানায় প্রতিবেশি ওই ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করেন।আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে জয়নগর থানার তদন্তকারি পুলিশ অভিযুক্তকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।শুক্রবার ধৃতকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। আর নির্যাতিতা ঐ গৃহবধূর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। আসে পাশে প্রতিবেশিদেরও জিজ্ঞসাবাদ করা হচ্ছে বলেও বিশে সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে।

একুশের চেতনায় নতুন প্রজন্ম

রাজ্যেশ্বর সাহা ঃ একুশ মানেই আত্মত্যাগ, সাহস ও মাতৃভাষার প্রতি অগাধ ভালোবাসা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদদের রক্তে রাঙানো এই দিনটি বাঙালির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। একুশের চেতনা আমাদের শেখায় , নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষায় আপসহীন থাকতে হয়। নতুন প্রজন্মের কাছে একুশ কেবল একটি স্মরণদিবস নয় এটি আত্মপরিচয়ের শপথ। আজকের তরুণদের দায়িত্ব মাতৃভাষাকে সঠিকভাবে চর্চা করা, শুদ্ধভাবে ব্যবহার করা এবং বিশ্বায়নের যুগেও তার মর্যাদা অটুট রাখা। প্রযুক্তি ও আধুনিকতার চাপে অনেক সময় ভাষার স্বকীয়তা হারিয়ে যেতে বসে। তাই একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণদের উচিত ভাষার শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করা।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-II, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/010/002/2026-2027 Name of work : **Urgent removal of chokeage in sewer/repairing of collapsed sewer/repairing of damaged sewer in Ward No.-10, Br.-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

2. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/011/02/2026-2027 Name of work : **Urgent removal of chokeage in sewer/repairing of collapsed sewer/repairing of damaged sewer in Ward No.-11, Br.-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **180 Days.**

3. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/012/002/2026-2027 Name of work : **Urgent removal of chokeage in sewer/repairing of collapsed sewer/repairing of damaged sewer in Ward No.-12, Br.-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

4. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/015/002/2026-2027 Name of work : **Urgent removal of chokeage in sewer/repairing of collapsed sewer/repairing of damaged sewer in Ward No.-15, Br.-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

5. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/016/002/2026-2027 Name of work : **Urgent removal of chokeage in sewer/repairing of collapsed sewer/repairing of damaged sewer in Ward No.-16, Br.-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

6. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/017/002/2026-2027 Name of work : **Urgent removal of chokeage in sewer/repairing of collapsed sewer/repairing of damaged sewer in Ward No.-17 Br.-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **180 Days.**

7. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/018/002/2026-2027 Name of work : **Urgent removal of chokeage in sewer/repairing of collapsed sewer/repairing of damaged sewer in Ward No.-18, Br.-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

8. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/019/002/2026-2027 Name of work : **Urgent removal of chokeage in sewer/repairing of collapsed sewer/repairing of damaged sewer in Ward No.-19, Br.-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

9. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/020/002/2026-2027 Name of work : **Urgent removal of chokeage in sewer/repairing of collapsed sewer/repairing of damaged sewer in Ward No.-20, Br.-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

10. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/015/028/2026-2027 Name of work : **Restoration of IP, Paver Block Footpath, passage at RD. Street, NBM Road, APC Road, Canal West Road etc. in Ward No.-15.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,74,183.08.** Earnest Money : **Rs. 5,500.00.** Period of Completion : **45 Days.**

11. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/015/027/2026-2027/UTTARAN Name of work : **Renovation of Bath & Prives at 243E H/26, 250 APC Road, 13E, 13/5, Haji Jakaria Lane, 3/3 Kalimuddin Lane etc. in Ward No.-15.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,51,830.76.** Earnest Money : **Rs. 7,100.00.** Period of Completion : **45 Days.**

12. NIT No. KMC/EE(C)/BR-II/020/059/2025-2026 (2nd Call) Name of work : **Restoration of IP, and Paver Block surface at 20/A, 1A Gour Laha Street, 66B, Ahiritola Street 92, 25A, B.K. Paul Avenue, M.D. Road, Nimtala Ghat street, Rabindra sarani etc. in Ward No.-020 disturbed by P.U. Agencies, Water supply department and Natural wear and tear.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,80,112.53.** Earnest Money : **Rs. 9,650.00**. Period of Completion : **60 Days.**

Last Date and Time of submission of Bid : **28.02.2026 up to 11:00 AM. (For Sl. No. 1 to 12).** The Bid will be opened on : **02.03.2026 at 11:00 a.m. (For Sl. No. 1 to 12).** The bid forms and other details will be available on and from : **20.02.2026 at 5:00 p.m. (For Sl. No. 1 to 12).** From the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 12).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-X** invites online percentage rate tenders in two bid system for the following works:

1. NIT No. X/092/038/2025-2026/UTTARAN Name of work : **Construction of Sanitary Latrines at premises no. 97, 106E/1, Selimpure Road (Uttaran) in Ward No.-092, Br.-X.** Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 2,34,191.67.** Earnest Money : **Rs. 4,700.00**. Time of Completion : **75 Days.**

2. NIT No. X/092/097/2025-2026/APAS Name of work : **Mending of existing Drainage system near premises no. 29, Tanupukur Road etc. in Ward No.-092, Br.-X. (Scheme ID : APAS/01/149/189/0001**). Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 2,92,687.60.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **28.02.2026 at 5:00 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of bid : **02.03.2026 at 5:00 PM. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from : **21.02.2026** from **5:00 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** From the website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (C)/Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No. KMC/IX/073/043/2025-2026/APAS Name of work : **Improvement of Latrine with adjoin S.W. Line at Balaram Bose Ghat in Ward No.-073, (APAS/01/159/206/0004).** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 3,75,885.23.** Earnest Money : **Rs. 7,600.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time submission of bid : **28/02/2026 - 5 p.m.** Tender will be open on 02/03/2026 - 5 p.m. The bid froms and other details are available on and from : 21/02/2026 (5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in

2. NIT No. KMC/IX/077/239/2025-2026/UTTARAN Name of work : **Repairing of Uttaran I.P.S. passage at 74/H4, 76, 60/H/5, Dr. Sudhir Bose Road, 30/H/4, Ekbalpore Road and surrounding area in Ward No.-077.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,614.84.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days.**

3. NIT No. KMC/IX/077/240/2025-2026/UTTARAN Name of work : **Improvement of Uttaran I.P.S. passage at 11/2/H/6, 7/H/4, M.M. Ali Road, 35, Dent Mission Road and its surrounding area in Ward No.-077.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,537.93.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days.**

4. NIT No. KMC/IX/082/214/2025-2026/BUSTEE Name of work : **Repair/replacement of Door of Latrines at 113, 114, Lock Gate Bustee in Ward No.-82.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,94,686.25.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

5. NIT No. KMC/IX/077/156/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Improvement of Sewer line at 2/4, 2/4D, B.K. Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/45/0001).** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,99,481.92.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

6. NIT No. KMC/IX/077/198/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Repairing of Paver Block Footpath at 106, 95, 96, D.H. Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/33/0002).** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,94,983.75.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **60 Days.**

7. NIT No. KMC/IX/082/129/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Development of passage at 91C, Alipore Road and adjacent area in Ward No.-82 (APAS/01/159/251/0001).** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,510.91.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **45 Days.**

8. NIT No. KMC/IX/082/142/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Development of passage at 113, Chetla Road in Ward No.-82 (APAS/01/159/265/0002).** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,615.40.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **28.02.2026 at 2 p.m. (For Sl. No. 2 to 8).** Tender will be opened on : **02.03.2026 at 2:00 p.m. (For Sl. No. 2 to 8).** The bid forms and other details are available on and from : **21.02.2026 at (2 p.m.) (For Sl. No. 2 to 8).** From the website **https://etender.wb.nic.in. (For Sl. No. 2 to 4)** and **https://etender.wb.gov.in (For Sl. No. 5 to 8).**

2292/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৮২, শনিবার, ০৮ ফাল্গুন, ১৪৩২

জলাভূমির আর্তনাদে নগরসভ্যতা

শহর বড় হচ্ছে, রাস্তা চওড়া হচ্ছে, বহুতল উঠে যাচ্ছে আকাশ ছুঁয়ে-এই দৃশ্য আমাদের কাছে উন্নয়নের চিহ্ন। কিন্তু এই উল্লম্ব বিস্তারের নীচে, নীরবে হারিয়ে যাচ্ছে এক অন্য জগ-জলাভূমি। যে জলাভূমি শহর ও গ্রামের প্রাকৃতিক ফুসফুস, জলধারার রক্ষক, জীববৈচিত্র্যের আশ্রয়স্থল, সেই জমিগুলিই আজ নির্মাণের দখলদারিতে বিপন্ন। উন্নয়নের নামে কংক্রিটের স্রোত যখন এগিয়ে চলে, তখন সবচেয়ে আগে ডুবে যায় জলাভূমির স্বর। জলাভূমি মানে কেবল পুকুর বা বিল নয় এটি একটি জটিল বাস্তুতন্ত্র। বর্ষায় অতিরিক্ত জল ধরে রাখা, ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ, প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখা, বাতাসের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ-সব ক্ষেত্রেই জলাভূমির ভূমিকা অপরিসীম। শহরে যখন অতিবৃষ্টি হয়, তখন এই জলাভূমিগুলি অতিরিক্ত জল শোষণ করে বন্যা রোধ করে। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক স্পঞ্জ যদি কংক্রিটে ঢেকে দেওয়া হয়, তবে জল তার পথ খুঁজে নেয় রাস্তায়, বাড়ির ভিতরে, মানুষের জীবনে। বিগত কয়েক দশকে দ্রুত নগরায়ণের ফলে জলাভূমির উপর চাপ বহুগুণ বেড়েছে। আবাসন প্রকল্প, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স, শিল্পাঞ্চল, এমনকি অবৈধ দখল-সব মিলিয়ে জলাভূমির মানচিত্র ক্রমশ সংকুচিত। অনেক ক্ষেত্রেই প্রথমে মাটি ফেলে ভরাট, তারপর ধীরে ধীরে নির্মাণ। আইনি জটিলতা, নথির ফাঁকফোকর, স্থানীয় প্রভাব-সব মিলে এই দখল প্রক্রিয়া এতটাই সুসংগঠিত যে সাধারণ মানুষ অনেক সময় বুঝতেই পারেন না কী হারাচ্ছেন। পরিবেশবিদরা দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করে আসছেন যে জলাভূমি ধ্বংসের ফল মারাত্মক হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে যখন চরম আবহাওয়ার ঘটনা বাড়ছে-অতিবৃষ্টি, দীর্ঘ খরা, তাপপ্রবাহ-তখন জলাভূমির মতো প্রাকৃতিক অবকাঠামো আরও গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আমরা উল্টো পথে হাঁটছি। যে জমি জল ধারণের জন্য উপযুক্ত, তাকে আবাসনের জন্য ব্যবহার করছি। ফলত শহরে জল দাঁড়িয়ে থাকে, ড্রেন উপচে পড়ে, নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। গ্রামীণ এলাকাতেও একই চিত্র। কৃষিজমির পাশে থাকা বিল বা খাল ভরাট করে বাড়ি বা গুদাম তৈরি হচ্ছে। এতে স্থানীয় কৃষির উপরও প্রভাব পড়ছে। কারণ জলাভূমি শুধু জল ধরে রাখে না, তা আশপাশের জমির উর্বরতাও বজায় রাখে। মাছ, পাখি, নানা প্রজাতির উদ্ভিদ-সব মিলিয়ে এক জীবন্ত পরিবেশ। এই পরিবেশ ধ্বংস হলে খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়ে, স্থানীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আইন কি নেই? আছে। পরিবেশ সুরক্ষা আইন, জলাভূমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধি-সবই রয়েছে। বহু রাজ্যে জলাভূমির তালিকা প্রস্তুত হয়েছে, সীমানা চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগে ঘাটতি স্পষ্ট। প্রায়ই দেখা যায়, ছোট জলাশয়গুলি নথিভুক্তই হয়নি। ফলে সেগুলি সহজেই দখল হয়ে যায়। আবার কোথাও আইনি লড়াই চলতে চলতে নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আদালতের নির্দেশ এলেও বাস্তবে আগের অবস্থায় ফেরানো কঠিন। সমস্যার আর একটি দিক হলো আমাদের মনোভাব। জলাভূমিকে আমরা প্রায়শই 'জমি' হিসেবে দেখি। মনে করি, সেখানে বাড়ি বা বাজার হলে উন্নয়ন হবে। কিন্তু এই ভাবনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা। উন্নয়ন মানে কেবল কংক্রিট নয় টেকসই উন্নয়ন মানে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান। যে শহর নিজের জলাভূমি রক্ষা করতে পারে না, সে শহর দীর্ঘমেয়াদে টিকতে পারে না। বহু শহরে ইতিমধ্যেই তার ফল দেখা যাচ্ছে। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যাচ্ছে, যানজট তৈরি হচ্ছে, রোগবালাই বাড়ছে। জলাভূমি ভরাটের ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাচ্ছে। গ্রীষ্মে পানীয় জলের সংকট বাড়ছে। আবার বর্ষায় জল নিষ্কাশনের পথ না থাকায় প্লাবন। এই চক্র থেকে মুক্তি পেতে হলে জলাভূমিকে শত্রু নয়, বন্ধু হিসেবে দেখতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপও কম নয়। দ্রুত বাড়তে থাকা জনসংখ্যা, আবাসনের চাহিদা, বিনিয়োগের লোভ-সব মিলিয়ে জলাভূমি যেন সহজ শিকার। অনেক সময় স্থানীয় মানুষও প্রলোভনে জমি বিক্রি করে দেন। পরে যখন জলাবদ্ধতা বা পরিবেশগত ক্ষতি চোখে পড়ে, তখন আর কিছু করার থাকে না। উন্নয়নের স্বল্পমেয়াদি লাভ দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সামনে তুচ্ছ হয়ে যায়। এখানে প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সঠিক মানচিত্র ও ডাটাবেস তৈরি করতে হবে। কোন জলাভূমি কোথায়, তার পরিমাণ কত, তার পরিবেশগত গুরুত্ব কী-সব তথ্য প্রকাশ্যে আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, কঠোর নজরদারি ও দ্রুত আইনি ব্যবস্থা প্রয়োজন। অবৈধ ভরাট বা নির্মাণের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে বার্তা যায়-আইন অকার্যকর। তৃতীয়ত, জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। বিদ্যালয় থেকে শুরু করে পাড়ার ক্লাব-সব জায়গায় পরিবেশ শিক্ষা জরুরি। কিছু ইতিবাচক উদাহরণও রয়েছে। কোথাও নাগরিকদের আন্দোলনে জলাভূমি রক্ষা হয়েছে, কোথাও আদালতের হস্তক্ষেপে ভরাট বন্ধ হয়েছে। এই উদাহরণগুলি দেখায়, সচেতন সমাজ চাইলে পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু বিচ্ছিন্ন সাফল্য যথেষ্ট নয় প্রয়োজন বৃহত্তর নীতি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। জলাভূমি কেবল পরিবেশের বিষয় নয় এটি অর্থনীতির সঙ্গেও জড়িত। মাছচাষ, কৃষি, পর্যটন-বহু জীবিকা এর উপর নির্ভরশীল। জলাভূমি ধ্বংস মানে সেই জীবিকাগুলির ক্ষতি। আবার শহরে জলাবদ্ধতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যেও ক্ষতি হয়। সুতরাং জলাভূমি রক্ষা অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক। আজ যখন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ, তখন স্থানীয় স্তরে জলাভূমি রক্ষা এক বড় পদক্ষেপ হতে পারে। আন্তর্জাতিক চুক্তি বা বড় সম্মেলনের পাশাপাশি, আমাদের পাড়ার পুকুর, গ্রামের বিল, শহরের খাল-সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি আমাদের যে প্রাকৃতিক অবকাঠামো দিয়েছে, তাকে ধ্বংস করে আমরা নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনছি। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন একটাই-আমরা কেমন উন্নয়ন চাই? এমন উন্নয়ন, যা কয়েক বছরের মধ্যে জলাবদ্ধতা, জলসংকট ও পরিবেশ বিপর্যয় ডেকে আনবে? নাকি এমন উন্নয়ন, যা প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করবে? জলাভূমির আর্তনাদ আমরা যদি এখনই না শুনি, তবে একদিন সেই নীরবতা আমাদের শহর-গ্রামকে গ্রাস করবে। উন্নয়নের পথে হাঁটতে গিয়ে যদি জীবনের ভিত্তিই ভেঙে দিই, তবে সেই অগ্রগতি কেবল মরীচিকা। জলাভূমি রক্ষা মানে ভবিষ্যৎ রক্ষা-এই সহজ সত্যটি যত দ্রুত আমরা উপলব্ধি করব, ততই মঙ্গল।

অনুকুল ঠাকুরের বাণী

''ভাল বললেও উল্টো বোঝে, রূঢ় ভাষায় প্রতিবাদ স্বর্গও যদি মর্ত্যে আসে, দৃষ্টিতে তা'র নাইকো স্থান''

অনুকূল ঠাকুর মানুষের মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক আচরণ নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর মতে, মানুষের ভেতরে যদি অহংকার, বিদ্বেষ বা সংকীর্ণতা বাসা বাঁধে, তবে সে সত্যকেও ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। কেউ ভালো কথা বললেও তা ভুল বোঝে, উল্টো অর্থ দাঁড় করায় এবং প্রতিবাদে রূঢ় ভাষা ব্যবহার করে। অর্থাৎ সমস্যাটি কথায় নয়, সমস্যাটি দৃষ্টিভঙ্গিতে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষের অন্তর যদি কলুষমুক্ত না হয়, তবে স্বর্গীয় পরিবেশও তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। স্বর্গ যদি মর্ত্যে নেমে আসে, তবুও যে হৃদয় অন্ধ, সে সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে না। এখানে প্রতীকী- তা শান্তি, প্রেম, সৌন্দর্য ও সত্যের প্রতিরূপ। আর মানে কেবল চোখের দেখা নয়, অন্তরের উপলব্ধি। এই বাণী আমাদের আত্মসমালোচনার আহ্বান জানায়। আমরা কি সত্যিই উদারভাবে অন্যের কথা শুনি? নাকি পূর্বধারণা নিয়ে সবকিছু বিচার করি? অনুকূল ঠাকুর শেখান, অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে, দৃষ্টিকে প্রশস্ত করতে হবে। তাহলেই ভালোকে ভালো হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হবে। তাঁর এই শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে ভুল বোঝাবুঝি, তিক্ত ভাষা ও অযথা বিরোধ যেন নিত্যদিনের ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে তাঁর বাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়- পরিবর্তন শুরু হোক নিজের ভিতর থেকে। মন পরিষ্কার হলে পৃথিবীও পরিষ্কার ও সুন্দর বলে মনে হবে।

ভোটার তালিকা ঃ সংখ্যালঘু বঞ্চনার আশঙ্কায় তীব্র রাজনৈতিক তরজা

তন্ময় হালদার

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ভোটার তালিকা যেন শুধু একটি প্রশাসনিক নথি নয়, তা এখন পরিণত হয়েছে গণতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রশ্নে। রাজ্য সরকারের অভিযোগ-নাগরিকত্ব যাচাই বা বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার আড়ালে বিজেপি সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কৌশল নিচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপির পাল্টা দাবি-তালিকা থেকে ভুয়ো ও অবৈধ নাম ছেঁটে ফেলা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। প্রশ্ন উঠছে, ভোটের তালিকা কি সত্যিই রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠছে? ভারতের গণতন্ত্রের শক্তি তার ভোটাধিকার। এই দেশে ধর্ম, ভাষা, জাতপাত, লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। তাই ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ পড়া মানেই কেবল একটি প্রশাসনিক ত্রুটি নয় তা এক জন নাগরিকের রাজনৈতিক অস্তিত্ব মুছে যাওয়ার আশঙ্কা। পশ্চিমবঙ্গের মতো বহুত্ববাদী সমাজে এই প্রশ্ন আরও সংবেদনশীল। কারণ, এখানে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দীর্ঘদিন ধরে ভোটের রাজনীতিতে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে এসেছে। রাজ্য সরকারের অভিযোগ, 'ইন্টেনসিভ রিভিশন' বা বিশেষ নিবি। সংশোধনের নামে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বেশি কঠোরভাবে। নানা অজুহাতে তাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত প্রমাণপত্র চাওয়া হচ্ছে। অনেকে অভিযোগ করছেন, বছরের পর বছর ভোট দিয়ে আসার পরেও হঠাৎ তাঁদের নাম তালিকায় অনুপস্থিত। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে গেলে জটিল প্রক্রিয়া, বারবার কাগজ জমা দেওয়া, দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো-এই সবের মধ্যে সাধারণ মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। রাজ্য সরকারের মতে, এই ক্লান্তিই রাজনৈতিক কৌশল-মানুষকে নিরুসাহিত করা। এই অভিযোগের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও স্পষ্ট। সাম্প্রতিক কয়েকটি নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটের সিংহভাগই রাজ্যের শাসকদলের দিকে ঝুঁকেছে। ফলে বিরোধী শিবিরের কাছে এই ভোটব্যাঙ্ক একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেই জায়গায় যদি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু নাম বাদ পড়ে, তবে তা নির্বাচনী ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে-এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, গণতান্ত্রিক লড়াই ভোটের ময়দানে হওয়া উচিত, তালিকার ছাঁকনিতে নয়।

অন্যদিকে বিজেপির যুক্তি, ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম, মৃত ব্যক্তির নাম বা অনুপ্রবেশকারীদের নাম থাকলে তা দেশের নিরাপত্তা ও নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁদের দাবি, বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনেই চলছে। কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে টার্গেট করার অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিজেপি নেতারা প্রশ্ন তুলছেন, যদি সব কিছু স্বচ্ছ থাকে, তবে সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে এত ভয় কেন? এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে আস্থা। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, যার উপর নিরপেক্ষতার দায়। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিতর্ক বেড়েছে। কখনও অভিযোগ উঠেছে, শহরের বস্তি এলাকায় বহু মানুষের নাম বাদ পড়েছে কখনও দেখা গেছে, দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে অনেকে জানতেই পারেননি যে তাঁদের নাম তালিকায় নেই। ফলে আস্থার সঙ্কট তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পরিস্থিতি আরও সংবেদনশীল কারণ রাজ্যটি সীমান্তবর্তী। অনুপ্রবেশের প্রশ্ন বহুদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ভোটার তালিকায় ঢুকে পড়েছে। অন্যদিকে রাজ্যের শাসকদল বলছে, নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার নিয়ে ভয় দেখিয়ে সংখ্যালঘুদের কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। এই দুই বয়ানের সংঘাতে সাধারণ নাগরিক বিভ্রান্ত। গণতন্ত্রে ভোটার তালিকা সংশোধন একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। জন্ম-মৃত্যু, স্থানান্তর, বয়স পূর্ণ হওয়া-এই সব কারণে তালিকা আপডেট হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যদি স্বচ্ছ না হয়, তবে তা রাজনৈতিক সন্দেহের জন্ম দেয়। বিশেষ করে যখন অভিযোগ ওঠে যে নির্দিষ্ট ধর্মীয় বা ভাষাগত গোষ্ঠীর উপর বেশি নজরদারি হচ্ছে। তখন প্রশ্ন জাগে-প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা কোথায়? সংখ্যালঘু ভোটারদের মধ্যে ইতিমধ্যেই এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করছে। গ্রামাঞ্চলে অনেকেই বলছেন, তাঁদের কাছে ভোটার কার্ড থাকলেও নাম তালিকায় আছে কি না তা নিশ্চিত নন। কেউ কেউ দাবি করছেন, স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কিছু নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া কঠিন, তবু গুজবও অনেক সময় বাস্তবের মতো প্রভাব ফেলে। ভয় ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। রাজ্য সরকারের তরফে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ যেন অযথা হয়রানির শিকার না হন। শাসকদলের নেতারা মাঠে নেমে মানুষকে তালিকা যাচাই করতে উসাহ দিচ্ছেন। অন্যদিকে বিজেপিও নিজেদের কর্মীদের সক্রিয় করেছে, যাতে প্রকৃত নাগরিকদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং ভুয়ো নাম বাদ পড়ে। ফলে রাজনৈতিক লড়াই এখন নথির পাতায়। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রকাশ। নির্বাচন কমিশন যদি স্পষ্টভাবে জানায় কত জনের নাম বাদ পড়েছে, কী কারণে বাদ পড়েছে, এবং কীভাবে পুনরায় নাম তোলা যাবে-তবে অনেক বিভ্রান্তি কাটতে পারে। পাশাপাশি স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি, নাগরিক সমাজের ভূমিকা এবং গণমাধ্যমের নজরদারি প্রয়োজন। গণতন্ত্রের সৌন্দর্য তার অন্তর্ভুক্তিতে। যে দেশে বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতি সহাবস্থান করে, সেখানে ভোটাধিকারই সবার সমান মর্যাদার প্রতীক। যদি কোনও নাগরিক মনে করেন তাঁর নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে তা শুধু ব্যক্তিগত ক্ষোভ নয়, বৃহত্তর আস্থার সংকট। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু আন্দোলন হয়েছে ভোটাধিকার রক্ষার জন্য। সেই ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়-ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ কখনও হালকা নয়। একই সঙ্গে এটাও সত্য যে ভুয়ো নাম থাকলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো ভারসাম্য রক্ষা করা-যাতে কোনও নির্দোষ নাগরিক বঞ্চিত না হন, আবার নির্বাচন প্রক্রিয়াও স্বচ্ছ থাকে। এই ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের, এবং রাজনৈতিক দলগুলিরও উচিত বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত না করে প্রমাণ-ভিত্তিক আলোচনা করা। আজ যখন দেশের নানা প্রান্তে নাগরিকত্ব, পরিচয় ও ভোটাধিকার নিয়ে বিতর্ক চলছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাও সেই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের অংশ। এখানে যে উত্তাপ তৈরি হয়েছে, তা শুধু একটি রাজ্যের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নয় তা গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর মানুষের আস্থার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে প্রয়োজন সংযম, স্বচ্ছতা ও আইনের কঠোর প্রয়োগ। সবশেষে প্রশ্ন একটাই-ভোটের তালিকা কি গণতন্ত্রের আয়না থাকবে, নাকি রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠবে? উত্তর নির্ভর করছে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বহু ঝড়-ঝাপটা দেখেছেন, কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের আস্থা অটুট। সেই আস্থাকে সম্মান জানিয়ে সকল পক্ষের উচিত নিশ্চিত করা, যেন কোনও নাগরিকের ভোটাধিকার অযথা খর্ব না হয়। গণতন্ত্রের শক্তি সংখ্যায় নয়, অংশগ্রহণে-আর সেই অংশগ্রহণের দরজা যেন সবার জন্য খোলা থাকে।

অস্পৃশ্যতার অন্ধকারে দেশের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি

বিকাশ সরকার

গ্রামীণ ভারতের সামাজিক কাঠামোকে বোঝার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির দিকে তাকালেই অনেক সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কেন্দ্রগুলি কেবল শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার বা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জায়গা নয় এগুলি রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুত সামাজিক ন্যায়ের বাস্তব রূপ। অন্তঃসত্ত্বা ও স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টি, শিশুর টিকাকরণ, ওজন পরিমাপ, প্রাথমিক শিক্ষা-সব মিলিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি গ্রামীণ জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। অথচ সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রই যখন বর্ণবৈষম্যের বিষে স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন প্রশ্ন ওঠে-একুশ শতকের ভারত কতটা এগিয়েছে? ওড়িশার নুয়াগাঁও গ্রামের ঘটনাটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, সংবিধানের অঙ্গীকার ও বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান কত গভীর। সেখানে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ৪২ জন শিশু ও স্তন্যদানকারী মায়ের জন্য পরিষেবা বরাদ্দ। নিয়ম অনুযায়ী ২০টি শিশুর প্রতিদিন কেন্দ্রে আসার কথা, বাকিরা বয়সে ছোট বলে পরিবার রেশনের খাবার নিয়ে যায়। কিন্তু গত তিন মাস ধরে সেই কেন্দ্র কার্যত অচল। শিশুদের উপস্থিতির হার শূন্যে নেমে আসে, রেশন নেওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। কারণ একটাই-২০ নভেম্বর এক দলিত স্নাতক তরুণীকে রাঁধুনি ও সহায়িকা পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই নিয়োগের পরই তথাকথিত উচ্চবর্ণের কিছু গ্রামবাসী তাঁদের শিশুদের কেন্দ্রটিতে পাঠানো বন্ধ করে দেন। যুক্তি? দলিত শ্রেণিভুক্ত কারও রান্না করা বা স্পর্শ করা খাবার তাঁদের সন্তানেরা গ্রহণ করবে না। তরুণী ও তাঁর পরিবারকে অপমানিত হতে হয়, সামাজিকভাবে একঘরে করার চেষ্টাও চলে। যে কেংদ্র শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষার জায়গা হওয়ার কথা, তা মুহূর্তে পরিণত হয় সামাজিক বিভাজনের প্রতীকে। ভারতের সংবিধান স্পষ্টভাবে অস্পৃশ্যতাকে অপরাধ ঘোষণা করেছে। স্বাধীনতার সাত দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরও যদি কোনও গ্রামের মানুষ দলিত নারীর রান্না করা খাবার খেতে অস্বীকার করেন, তবে তা কেবল সামাজিক কুসংস্কার নয়-তা সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রত্যাখ্যান। আমরা যখন চন্দ্রযান উৎক্ষেপণের গর্বে বুক ভরি, ডিজিটাল ভারতের স্বপ্ন দেখি, তখনও যদি কোনও অঙ্গনওয়াড়ি বর্ণবৈষম্যের কারণে বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেই অগ্রগতির আলো কতটা বাস্তব? এই ঘটনাটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সংশ্লিষ্ট তরুণী স্নাতক। অর্থা শিক্ষা তাঁকে আত্মনির্ভর হওয়ার পথ দেখিয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পে কাজের সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু সমাজের একাংশ তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতার চেয়ে তাঁর জন্মপরিচয়কে বেশি গুরুত্ব দিল। এটি শুধু ব্যক্তিগত অপমান নয় এটি সামাজিক গতিশীলতার পথে বাধা। শিক্ষা ও কর্মসংস্থান যদি বর্ণের প্রাচীর ভাঙতে না পারে, তবে উন্নয়নের দাবি কতটা সত্য? অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি মূলত শিশু ও মায়েদের পুষ্টির ঘাটতি দূর করার উদ্দেশ্যে চালু হয়েছিল। অপুষ্টি, শিশুমৃত্যু, অকালবিবাহ, মাতৃমৃত্যুর মতো সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই কেন্দ্রগুলির ভূমিকা অপরিসীম। নুয়াগাঁওয়ের ঘটনায় তিন মাস ধরে শিশুদের কেন্দ্রে না আসা মানে কেবল সামাজিক প্রতিবাদ নয় তা শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষার অধিকারের উপর আঘাত। যে শিশুরা প্রতিদিন সুষম আহার পাওয়ার কথা, তারা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে শুধুমাত্র বর্ণের নামে। সংসদে বিষয়টি উত্থাপিত হওয়া প্রমাণ করে, ঘটনাটি স্থানীয় সীমা ছাড়িয়ে জাতীয় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ, দীর্ঘ আলোচনা, সচেতনতা প্রচার ও নানা দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপের পরে অবশেষে ১৫ জন শিশু কেন্দ্রে ফিরে এসেছে। অন্য পরিবারগুলিও রেশন নিতে সম্মত হয়েছে। এটি আশাব্যঞ্জক। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়-এই প্রত্যাবর্তন কি স্থায়ী? নাকি প্রশাসনিক চাপ কমলেই আবার পুরনো মানসিকতা মাথাচাড়া দেবে? বর্ণবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা কেবল আইন দিয়ে নির্মূল করা যায় না প্রয়োজন সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন। গ্রামে গ্রামে এখনও বহু মানুষ বিশ্বাস করেন, জন্মপরিচয়ই মর্যাদা নির্ধারণ করে। অথচ ভারতীয় সমাজের ইতিহাসই বলে, অসংখ্য সামাজিক সংস্কারক, কবি, সাধক বর্ণের ঊর্ধ্বে মানবিকতার কথা বলেছেন। সংবিধান সেই ঐতিহ্যকেই আইনগত রূপ দিয়েছে। কিন্তু আইন বইয়ের পাতায় থাকলে চলবে না তা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হতে হবে। নুয়াগাঁওয়ের ঘটনাটি আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য মনে করিয়ে দেয়-দলিত নারীরা দ্বিগুণ বৈষম্যের শিকার। একদিকে লিঙ্গ, অন্যদিকে বর্ণ। একজন দলিত তরুণী যখন সরকারি প্রকল্পে কাজ পান, তখন তা কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয় তা সামাজিক অন্তর্ভুক্তির চিহ্ন। সেই সাফল্যকে যদি গ্রামবাসীর একাংশ অপমানের চোখে দেখেন, তবে তা নারী-অধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের পরিপন্থী। প্রশাসনের ভূমিকা এখানে প্রশংসনীয় যে তারা দ্রুত হস্তক্ষেপ করেছে। সচেতনতা প্রচার, আলোচনা, দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ-এসব প্রয়োজনীয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষার মাধ্যমে মানসিকতা বদলানোই মূল চাবিকাঠি। বিদ্যালয়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, পঞ্চায়েত-সব জায়গায় সমতার বার্তা জোরালোভাবে পৌঁছাতে হবে। ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। কারণ সমাজের পরিবর্তন কেবল দপ্তরের নির্দেশে হয় না তা হয় মননে। একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অচল হয়ে যাওয়া হয়তো সংখ্যায় ছোট ঘটনা, কিন্তু তার প্রতীকী গুরুত্ব বিপুল। এটি দেখিয়ে দেয়, উন্নয়নের পরিসংখ্যান যতই উজ্জ্বল হোক, সামাজিক অসাম্য এখনও বাস্তব। গ্রামীণ ভারতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো মৌলিক পরিষেবাও কখনও কখনও বর্ণের প্রাচীরে আটকে যায়। আজ প্রয়োজন একটি স্পষ্ট বার্তা-রাষ্ট্রের প্রকল্পে কর্মরত কোনও কর্মীর পরিচয় তাঁর বর্ণ নয়, তাঁর দায়িত্ব ও দক্ষতা। এবং কোনও শিশুর পুষ্টি ও শিক্ষার অধিকার কোনও সামাজিক কুসংস্কারের বলি হতে পারে না। যদি আমরা সত্যিই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন চাই, তবে নুয়াগাঁওয়ের মতো ঘটনাকে ব্যতিক্রম নয়, সতর্কবার্তা হিসেবে দেখতে হবে। অস্পৃশ্যতার অন্ধকার যতদিন গ্রামবাংলা কিংবা ভারতের অন্য প্রান্তে বেঁচে থাকবে, ততদিন উন্নয়নের আলো পূর্ণতা পাবে না। নুয়াগাঁওয়ের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আবার সচল হয়েছে-এটি আশার খবর। কিন্তু প্রকৃত সাফল্য তখনই, যখন কোনও দলিত তরুণীকে তাঁর কাজের জন্য সম্মান দেওয়া হবে, তাঁর জন্মপরিচয়ের জন্য নয়। গণতান্ত্রিক ভারতের অঙ্গীকার তখনই পূর্ণ হবে, যখন অঙ্গনওয়াড়ির রান্নাঘর থেকে শুরু করে সংসদের দরজা পর্যন্ত সমতার একই বাতাস বইবে।

মানহানির মামলায় রাজনীতির মানদণ্ড

অনিকেত নস্কর

ভারতের রাজনীতিতে ভাষণ আর আইনের দূরত্ব কখনও কখনও মাত্র একটি বাক্যের। সেই বাক্যই কখনও জনমত গড়ে তোলে, আবার কখনও আদালতের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। সম্প্রতি এমনই এক ঘটনায় রাজনৈতিক বিতর্ক নতুন করে তীব্র হয়েছে। রাহুল গান্ধী-র বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করেছিলেন বিজেপি নেতা বিজয় মিশ্র। সেই মামলায় শুক্রবার উত্তরপ্রদেশ-এর সুলতানপুর-এর এমপি-এমএলএ আদালতে হাজিরা দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। ঘটনাটি আবারও প্রশ্ন তুলেছে-রাজনৈতিক বক্তব্যের সীমারেখা কোথায় শেষ হয়, আর আইনি দায় কোথা থেকে শুরু? অভিযোগের সূত্রপাত ২০১৮ সালে। কর্নাটক-এর একটি নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, খুনে অভিযুক্ত একজন বিজেপির সভাপতি। সেই সময় দেশের শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টি-র সভাপতি ছিলেন অমিত শাহ। বক্তব্যটি ঘিরেই মানহানির অভিযোগ ওঠে। বিজেপি নেতা বিজয় মিশ্র দাবি করেন, এই মন্তব্যে দলের ভাবমূর্তি এবং ব্যক্তিগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। ফলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ভারতের গণতান্ত্রিক পরিসরে রাজনৈতিক আক্রমণ নতুন কিছু নয়। নির্বাচনী মঞ্চে তীব্র ভাষা, ব্যক্তিগত সমালোচনা, অতীতের ঘটনা টেনে এনে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করা-এসব বহুদিনের চর্চা। কিন্তু প্রশ্ন হল, একটি রাজনৈতিক মন্তব্য কখন মানহানির পর্যায়ে পৌঁছয়? আদালত কি রাজনৈতিক বক্তব্যের বিচারক হতে পারে? নাকি জনতাই সেই রায় দেয় ভোটের মাধ্যমে? রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের পেছনে ছিল একটি আইনি প্রেক্ষাপট। অতীতে অমিত শাহ একটি মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন, যদিও পরে আদালতে তিনি খালাস পান। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা সেই অতীতকে হাতিয়ার করে আক্রমণ করেছেন বারবার। কিন্তু আইনের চোখে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত-এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অভিযুক্ত হওয়া মানেই অপরাধী প্রমাণিত হওয়া নয়। সেই সূক্ষ্ম পার্থক্য রাজনৈতিক ভাষণে সবসময় স্পষ্ট থাকে না। আর সেখানেই জন্ম নেয় বিতর্ক। মানহানির মামলা ভারতের আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষার অধিকার আইন স্বীকৃত। একই সঙ্গে সংবিধান বাক্স্বাধীনতার অধিকারও দিয়েছে। এই দুই অধিকারের সংঘাত নতুন নয়। অতীতে বহু সাংবাদিক, রাজনৈতিক, সমাজকর্মী মানহানির মামলার মুখোমুখি হয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে-মানহানির আইন কি কখনও রাজনৈতিক চাপের হাতিয়ার হয়ে ওঠে? আবার এও সত্য, ভিত্তিহীন বা ইচ্ছাকৃত অপপ্রচার যদি ছড়ানো হয়, তবে তার জবাব আইনি পথে দেওয়া স্বাভাবিক। এই ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয়। বর্তমানে রাহুল গান্ধী দেশের নিম্নকক্ষ লোকসভা-র বিরোধী দলনেতা। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা মানে কেবল ব্যক্তিগত আইনি লড়াই নয় তা শাসক ও বিরোধী শিবিরের বৃহত্তর দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। একদিকে বিজেপি দেখাতে চাইছে যে তারা আইনি পথে সম্মান রক্ষায় অটল। অন্যদিকে কংগ্রেসের দাবি, এটি বিরোধী কণ্ঠ রোধের প্রচেষ্টা। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আদালত ও রাজনীতির সম্পর্ক বহুস্তরীয়। কখনও আদালত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেছে, কখনও নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে রায় দিয়েছে। আবার রাজনৈতিক নেতারাও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে সুলতানপুরের মামলাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। প্রশ্ন হল, নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহৃত ভাষা কতটা দায়িত্বশীল হওয়া উচিত? গণতন্ত্রে তর্ক-বিতর্ক অপরিহার্য। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে মন্তব্য করলে তা জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক বাস্তবতাও অস্বীকার করা যায় না-তীব্র ভাষা অনেক সময় সমর্থকদের উজ্জীবিত করে, সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম তৈরি করে।

একসাথে জন্ম দিলেন চার সন্তানের, সুস্থ মা এবং বাচ্চারা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ কথায় আছে 'ভগবান যখন দেয়, উজাড় করে দেয়।' এই

কথাটাই এবার হাতেনাতে সত্যি হলো মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার অন্তর্গত জামালপুরের বাসিন্দা রিম্পা মন্ডল এবং বিশ্বজিত মুখার্জির সঙ্গে। আর বিরল এক ঘটনার সাক্ষী থাকল গোটা জেলা। একই সঙ্গে চারটি বাচ্চার জন্ম দিল রিম্পা। এর মধ্যে দু'টি ছেলে এবং দু'টি মেয়ে। বহরমপুরের বেসরকারি হাসপাতালে জন্ম হলেও জন্মের পর মা ও বাচ্চাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদেরকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে বর্তমানে শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছেন মা এবং তাঁর চার সন্তান। রিম্পার স্বামী বিশ্বজিত মুখার্জি পেশায় একজন পূজারী। বছর তিনেক আগে রিম্পার সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। এর আগেও রিম্পা একবার সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রথম সন্তান গর্ভস্থ অবস্থাতেই মারা যায়। এরপর দ্বিতীয়বার সে সন্তানসম্ভবা হলে বহরমপুরের লালদিঘির কাছে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁর সিজারের ব্যবস্থা করেন পরিবারের লোকজন। ডাক্তার অভিরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাক্তার ভোলানাথ আইচের তত্ত্বাবধানে সিজার হয় রিম্পার। সেখানেই একসঙ্গে চারটি সন্তানের জন্ম দেন রিম্পা। তবে গর্ভকালীন অবস্থায় ইউএসজি করার সময় ডাক্তাররা তাঁর গর্ভে তিনটি সন্তানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু সিজার হওয়ার পর ডাক্তাররা দেখেন তিনটি নয়, চারটি সন্তান রয়েছে রিম্পার গর্ভে। একই সঙ্গে চারটি বাচ্চার জন্ম দেওয়ার পর মা এবং বাচ্চাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল না থাকায় তাদেরকে দ্রুত মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে মা এবং বাচ্চারা মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তবে তাদের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। রিম্পার স্বামী বিশ্বজিত মুখার্জি বলেন, বছর তিনেক আগে রিম্পার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। এর আগেও রিম্পা একবার গর্ভবতী হয়েছিল। কিন্তু সেবার বাচ্চা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এরপর দ্বিতীয়রারের জন্য যখন রিম্পা গর্ভবতী হয়, তখন ইউএসজিতে তাঁর গর্ভে তিনটি সন্তান দেখতে পেয়েছিলেন ডাক্তাররা। বিশ্বজিবাবু আরও বলেন, বিষয়টি জটিল হওয়ায় আমরা জামালপুরের কোনও নার্সিংহোমে নয়, বহরমপুরের লালদিঘির ধারে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁর সিজারের ব্যবস্থা করি। সেখানে সিজার হওয়ার পর ডাক্তাররা দেখতে পান রিম্পার গর্ভে তিনটি নয়, চারটি সন্তান রয়েছে। এর মধ্যে দুটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে। বিশ্বজিতবাবু বলেন, সন্তান হল ভগবানের আশীর্বাদ। কিন্তু আমরা গরীব মানুষ। একসঙ্গে চারটি সন্তানের লালন পালন কীভাবে করব সে নিয়ে এখন দুশ্চিন্তায় রয়েছি। রানীনগর-১ বিএমওএইচ মহম্মদ ওয়াসিম রেজা জানান, এটি একটি বিরল ঘটনা। তবে আনন্দের খবর এই যে মা এবং বাচ্চারা বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন।

সমাজমাধ্যমে আচরণবিধি জারি কলকাতা পুলিশের, মর্যাদা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা কীভাবে সমাজমাধ্যম ব্যবহার করবেন, তা নিয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা পুলিশ। পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা এবং নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি অটুট রাখার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি কর্মীর পোস্ট ঘিরে বিতর্কের প্রেক্ষিতেই এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, পদাধিকারী আধিকারিকদের সমাজমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্য অবশ্যই তথ্যনিষ্ঠ হতে হবে। ব্যক্তিগত মতামত বা পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্য সেখানে স্থান পাবে না। সরকারি নীতি, প্রকল্প কিংবা চলমান তদন্ত সংক্রান্ত কোনও গোপন নথি বা তথ্য প্রকাশ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তদন্তাধীন বিষয় বা সংবেদনশীল তথ্য ফাঁস হলে তা আইনি জটিলতা তৈরি করতে পারে এবং পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতায় আঘাত হানতে পারে-এই আশঙ্কা থেকেই এমন সতর্কতা। নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ রয়েছে, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিষয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। কোনও ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করা যাবে না, বিশেষ করে উচ্চপর্যায়ের আধিকারিক, সহকর্মী কিংবা অন্য কোনও সরকারি দফতর সম্পর্কে। পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থেই এই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দায়িত্বপালনের সময় কোথাও যাওয়া, বিশেষ করে স্পর্শকাতর অভিযান বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে অংশ নেওয়ার বিষয়ে সমাজমাধ্যমে কোনও তথ্য বা ছবি প্রকাশ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযান চালাকালীন বা তার আগে কোনও তথ্য প্রকাশ পেলে তা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ। নতুন নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত পরিচিতি বা 'গ' তোলার উদ্দেশ্যে সরকারি গাড়ি, নির্দিষ্ট পুলিশ পোশাক, ব্যাজ বা অন্যান্য সরকারি সামগ্রী ব্যবহার করে ছবি বা ভিডিও পোস্ট করা যাবে না। এতে বাহিনীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সংযত ও পেশাদার মনোভাব বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রেও পুলিশের মর্যাদা ও শৃঙ্খলার প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ব্যক্তিগত সমাজমাধ্যমে কোনও সরকারি ই-মেল আইডি ব্যবহার করা যাবে না। তবে গুরুতর কোনও ঘটনা নজরে এলে তা সংশ্লিষ্ট দফতরের দৃষ্টিগোচর করতে দাফতরিক বা ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা অবশ্যই প্রোটোকল মেনে করতে হবে।বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ব্যক্তিগত সমাজমাধ্যমে কোনও সরকারি ই-মেল আইডি ব্যবহার করা যাবে না। তবে গুরুতর কোনও ঘটনা নজরে এলে তা সংশ্লিষ্ট দফতরের দৃষ্টিগোচর করতে দাফতরিক বা ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা অবশ্যই প্রোটোকল মেনে করতে হবে।

রাস্ট্রপুঞ্জের হেরিটেজের তকমা পেল এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কনকচূড় ধানের চাল

নিজস্ব সংবাদাতা,জয়নগর, ২০ ফেব্রয়ারি ঃ গোবিন্দভোগ, তুলাইপঞ্জির সঙ্গেই রাষ্ট্রপুঞ্জের হেরিটেজ তকমা পেল এবার দক্ষিন ২৪ পরগনার কনকচূড় ধানের চাল।খুশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে কৃষক ও মোয়া ব্যবসায়ীরা। গোবিন্দভোগ,তুলাইপঞ্জির সঙ্গেই এবার রাষ্ট্রপুঞ্জের হেরিটেজের তকমা পেল কনকচূড় ধানের চাল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর, ময়দা, নিমপীঠ, রায়দিঘি, কুলপি, মন্দিরবাজার, কুলতলি,কাশিনগরে প্রচুর পরিমাণে এই কনকচূড় ধানের চাষ হয়। চালের থেকেও বেশি ব্যবহৃত হয় এই ধান থেকে তৈরি খই।বিশ্ব বিখ্যাত জয়নগরের মোয়ার মূল উপাদান এই কনকচূড় ধানের খই।যার দৌলতে আজ জয়নগরের মোয়া বিশ্ব জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেছে।আর এই কনকচূড়ের স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে খুশির হাওয়া স্থানীয় চাষি ও ব্যবসায়ী মহলে। তবে সেই সঙ্গে রয়েছে আফসোশও। অভিযোগ,যে গন্ধের জন্য কনকচূড় ধানের খইয়ের এত খ্যাতি, ক্রমাগত রাসায়নিকের ব্যবহারে সেই গন্ধ ক্রমশ কমে যাচ্ছে।জৈব উপায়ে এই চাষের উপর জোরালো দাবি উঠলো এবার। পাশাপাশি,নানা কারণে উৎপাদন ও কমছে বলেই দাবি। জয়নগরের এক মোয়া ব্যবসায়ী রাজেশ দাস বলেন, কনকচূড় ধানের খইয়ের আসল ব্যাপার তো এর গন্ধ। কিন্তু সেই গন্ধই আজকাল যেন কমে গিয়েছে।তার প্রভাব পড়ছে এই মোয়ায়। বহড়ুর এক মোয়া ব্যবসায়ী গণেশ দাস বলেন,অল্প জমিতে বেশি ধান ফলাতে কিছু ক্ষেত্রে রাসায়নিকের ব্যবহার হচ্ছে।তার উপর খই ভাজা হচ্ছে মেশিনে।এসবের জন্যই গন্ধ কমছে। কনকচূড় ভাল না হলে মোয়া ভাল হবে না। তাই এত বড় স্বীকৃতির পর এই দিকটায় একটু নজর দেওয়া হোক।স্থানীয় সূত্রে খবর,মোয়ার বাজারে কনকচূড়ের চাহিদা রয়েছে।তবে এর বাইরে এই ধানের ব্যবহার কম। তার উপর ইদানিং মোয়া তৈরির ক্ষেত্রেও অনেকেই খাঁটি কনকচূড়ের ব্যবহার করেন না। অন্য খই দিয়েই কাজ চালান। এইসবের জেরে প্রচুর পরিমাণে এই ধানের চাষ হয় না। তাছাড়া এই ধান চাষ করার জন্য উঁচু জমির প্রয়োজন। অন্যান্য ধান নিচু জমিতেই চাষ হয়। সেই কারণেও অনেকে এই ধান চাষ করেন না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়,বড় জমিতে অন্যান্য ধানের সঙ্গে অল্প একটু জমিতে কনকচূড়ের চাষ করছেন কিছু চাষিরা। তবে বর্তমানে ব্যাপক হারে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে নিমপীঠ সহ একাধিক এলাকায় কনকচূড় ধানের চাষ হয়েছে। নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ সোমনাথ সরদার বলেন, আমাদের এখানে এবারে জৈব উপায়ে কনকচূড় ধানের চাষ হয়েছে এবং ভালো ফলন হয়েছে। কৃষকরা এগিয়ে আসছেন এই কনকচূড় ধানের চাষে।সুশান্ত মণ্ডল, ইলিয়াস মোল্লা নামে ময়দা এলাকার চাষিরা বলেন,কনকচূড়ের দাম ভাল পাওয়া যায় ঠিকই। তবে বেশি জমিতে চাষ করলে খুব একটা লাভ তেমননেই। অন্য ধানের সঙ্গে অল্প জমিতে এই ধানের চাষ করেছি আমরা। চাষি ও ব্যবসায়ী মহলের দাবি, মোয়ার মত একটি জিনিস যে ধানের উপর নির্ভরশীল, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পর সেই ধানের চাষ ও বিপণনে প্রশাসনিক নজর দেওয়া হোক। আর এত বড় এই সম্মাণ প্রাপ্তি আগামী দিনে জয়নগরের মোয়া শিল্পের সাথে জড়িত সবাই উপকৃত হবে বলে ধারনা বিশেষজ্ঞ মহলে।

তৃণমূলের ব্যাপক ভাঙন, ২০০ টি পরিবারের বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুবরাজপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক দলবদল বা শিবির বদলের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বীরভূম জেলার দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লোবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুক্রবার এমনই এক চিত্র ধরা পড়ল। ওই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ জন সক্রিয় কর্মীর উদ্যোগে কমপক্ষে ২০০টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছে। দুবরাজপুর টাউন বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা, বিধানসভা কেন্দ্রের কনভেনার অনুপম বাগ, মন্ডল সভাপতি পার্থ ঘোষ প্রমুখ। দলবদলকারী কর্মী ও সমর্থকরা একযোগে জানিয়েছেন যে, পানীয় জল থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানে শাসকদলের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, তাই তাঁরা দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য, জোপলাই, পলাশডাঙা ও দেবীপুর চর এলাকার বাসিন্দাদের দাবি- বর্তমান সরকার জনপরিষেবা দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ।

কোটি টাকা ঋণদানের লক্ষ্যমাত্রা নাবার্ডের

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক বা নাবার্ড ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে কৃষি খাতে ১লক্ষ ৩৭হাজার কোটি টাকা ঋণদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। কলকাতায় এদিন নাবার্ডের স্টেট ক্রেডিট সেমিনারে সংস্থার চিফ জেনারেল ম্যানেজার পি কে ভরদ্বাজ জানিয়েছেন,বিগত অর্থবর্ষে এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১লক্ষ ১৫হাজার কোটি টাকা। পাশাপাশি এমএসএমই খাতে ২দশমিক ৭লক্ষ কোটি টাকা ঋণদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। শ্রী ভরদ্বাজ আরও জানান,কৃষি, এমএসএমই সহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ৩লক্ষ ৯৯হাজার ১২৭ কোটি টাকা ঋণদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে,যা বিগত অর্থ বর্ষের তুলনায় ৫ বেশি। বিগত অর্থবর্ষে এই পরিমাণ ছিল ৩দশমিক ৭৯লক্ষ কোটি টাকা। অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব প্রভাত কুমার মিশ্র নাবার্ডের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের স্টেট ফোকাস পেপার উদ্বোধন করেন। তিনি তার বক্তব্যে নাবার্ডের সঙ্গে রাজ্য সরকার ও অন্যান্য অংশীদারদের সমন্বয় রেখে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

SHORT NOTICE INVITING TENDER No. 37 OF 2025-2026 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.

Name of Work: Installation of temporary barricading and drop gate at different location in connection to the Isal e Sawab 2026 at Furfura under Hooghly Division, P.W.D, during the year 2025-26.
Application start date: **19/02/2026**.
Last date and time for received of tender papers in sealed cover: **23/02/2026** up to 2:00 p.m.
Date and Time for Opening of quotation: **23/02/2026** at 3:30 p.m.
Details may be downloaded and seen from http://pwdwb.in of the office of the u/s in working hours or from the Departmental website.
Corrigendum, if any will be published as and when require.

Sd/-Assistant Engineer, P.W.D.
Serampore Sub Division

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No. 07 OF 2025-2026 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.

Name of Work: - Hiring for temporary installation of 03 (Three) Nos. Shed / Pandal structure with attached toilet including proper creative and signage for Control room and other allied works as Pagoda type for four days i.e from 05/03/2026 to 08/03/2026 in connection with the significant event Isal-e-Swabab in furfura Sharif, Jangipara under Serampore Sub Division (PWD) of Hooghly Division (PWD) during the year 2025 – 2026. Application start date: **19/02/2026**.
Last date and time for received of quotation papers in sealed cover: **23/02/2026** up to 2:00 p.m. Date and Time for Opening of quotation: **23/02/2026** at 3:30 p.m. Details may be downloaded and seen from http://pwdwb.in of the office of the u/s in working hours or from the Departmental website. Corrigendum, if any will be published as and when require.

Sd/- Assistant Engineer, P.W.D.
Serampore Sub Division

Tender has invited by the **Block Development Officer, Pursurah Development Block for Construction of PCC Roads, Lights & others,** NIT No. 33/PUR/BDO/2025-26 Dt.-17.02.2026, Tender ID No. 2026_ZPHD_1008762_1 to 16. Last date for submission of Tender: 26/02/26 up to 13.00 P.M., NIT NO. 34/PUR/BDO/2025-26 Dt-18.02.2026, Tender ID No 2026_ZPHD_1010115_1 to 20. Last dates for submission of Tender: 26/02/26 up to 18.55 P.M. NIT NO. 35/PUR/BDO/2025-26, Dt.-19.02.2026, Tender ID No. 2026_ZPHD_1011207_1 to 38, Last date for submission of Tender: 26/02/26 up to 18.55 P.M. **wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

হাওড়া ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ২২.০২.২০২৬ তারিখে (রবিবার) দিনের বেলায় হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন শাখায় ব্লকের প্রয়োজন হবে। এর ফলে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে: ● **বাতিল [২২.০২.২০২৬ তারিখে (রবিবার)]: হাওড়া থেকে:** ৩৭২৪৯, ৩৭০৫৫, ৩৬৮২৩। **ব্যান্ডেল থেকে:** ৩৭২৩৬, ৩৭৭৪৯। **বর্ধমান থেকে:** ৩৬৮৩৪। **শেওড়াফুলি থেকে:** ৩৭০৫৫। **কাটোয়া থেকে:** ৩৭৭৫৮। ● **পুনর্নির্ধারণ [২২.০২.২০২৬ তারিখে (রবিবার)]:** ● ৫৩০০৯ কাটোয়া–আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার দুপুর ১২টার পরিবর্তে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে পুনর্নির্ধারিত হবে। **বিশেষ দ্রষ্টব্য:** স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং ব্লক চলাকালীন নতুনভাবে চালু হওয়া ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, তাহলে তা পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ/পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৬৭ তারিখ ঃ ১৯.০২.২০২৬

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৩ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচারের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৬৭

এসইকিউ নং ঃ এ/১, লট নং ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই-ওএইচ-১৬০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে)। বিবরণ ঃ পাঁচ (৫) বছরের মেয়াদের জন্য ডানকুনি রেলওয়ে স্টেশনের তত্ত্বপার্শ্বস্থ অঞ্চলে ৫০ ঃ ৫০ সময়/পরিসর ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ের তথ্য এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন করতে রেলওয়ের মাধ্যমে স্থাপিত ০১টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন) পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এ/২, লট নং ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-ওএইচ-১৫৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে)। বিবরণ ঃ** পাঁচ (৫) বছরের মেয়াদের জন্য নবদ্বীপধাম রেলওয়ে স্টেশনের অস্থায়ী বুকিং অফিসের নিকটে তত্ত্বপার্শ্বস্থ অঞ্চলে ৫০ ঃ ৫০ সময়/পরিসর ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ের মাধ্যমে স্থাপিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন) দ্বারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন সহ রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এ/৩, লট নং ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-ওএইচ-১৫৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে)। বিবরণ ঃ** পাঁচ (৫) বছরের মেয়াদের জন্য কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশনের তত্ত্বপার্শ্বস্থ অঞ্চলে ৫০ঃ৫০ সময়/পরিসর ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ের মাধ্যমে স্থাপিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন) দ্বারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন সহ রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এএ/৪, লট নং ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএইচ-১৪২-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে)। বিবরণ ঃ** পাঁচ (৫) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের মনুমেন্টাল ফ্ল্যাগ এলাকার সামনে ০৪ (চারটি) গ্লোবল টাওয়ার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন করার চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা।

HWH-640/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লামডিং ডিভিশনে বিদ্যুতের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ০৯আরটি অফ ২০২৫-২৬; তারিখ: ১৮-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর ঃ এন-২০২৫-২৬-০৯আরটি-ডিওয়াই.সিএসটিই-এনডব্লিউ; ক্রম নং.ঃ ১; কাজের নাম ঃ** "সেন্ট্রালাইজড এসি সম্পর্কিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ এবং টয়লেট ও সার্কুলেটিং এরিয়া উন্নয়ন সহ এনএফআরএসএ-তে ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সংস্কার"-এর কাজের সাথে যুক্ত এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩৮,২৪,৩৬১/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৭৬,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১২-০৩-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টা এবং **খোলা ১৫:৩০** টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

এসএসটিই/ নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৯৬, তারিখ ১৯.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/ টেলি/টি/২০/২৫-২৬/সিএপি। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** "বি.আর. সিং হাসপাতালে অতিরিক্ত সিসিটিভি - ৬০টি ক্যামেরা লাগানোর প্রস্তাব" - এর পরিপ্রেক্ষিতে টেলিকম-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৫,২৭,৩৫৯.০৯ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন জমা ঃ** ২,৩৭,৬০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ০৫.০৩.২০২৬। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ১৯.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ১৯.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ(সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার- VIবি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম -৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** ফিক্সড/বুলেট/ডোম/পিটিজেড ধরনের ক্যামেরা ববহার করে সিসিটিভি সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সূচনা সমন্বিত যে কোনো কাজ। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

SDAH-407/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী-২

ই-টেন্ডার নোটিস নং এসজিডব্লু-২৭২-১৪৭-টি১-৫৪ তারিখ ০৪.০২.২০২৬ যা চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১ কর্তৃক "পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সমেত ইন্ডোর ও আউটডোর সিগন্যালিং সরঞ্জামসমূহ মাঝেরহাট, ব্রেস ব্রিজ, নুঙ্গীতে এবং মাইল৫বি-বজবজ-এর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং-এর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সহ ডুয়াল এমএসডিএসির সামগ্রী সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা, ইন্টারলকিং-এর কাজ এবং সূচনার কাজ (দুই প্যাকেট সিস্টেম)"-এই কাজের জন্য আহ্বান করা টেন্ডারটি পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। উপরোক্ত প্রকাশিত ই-টেন্ডার নোটিস নং এসজিডব্লু-২৭২- ১৪৭-টি১-৫৪ তারিখ ০৪.০২.২০২৬-এর প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রকাশ করা হয়েছে "**প্রাক্ দরপ্রস্তাব সভায় কোনো প্রশ্ন গৃহীত হয়নি**"। এই টেন্ডারটির অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। বিশদ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তৎসহ সংশোধনী - ১ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

CON-70/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সংশোধনী

আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ২০.০২.২০২৬ তারিখে **দ্য ইনফো এক্সচেঞ্জ এবং দুরন্ত বার্তা (কলকাতা)** -এ প্রকাশিত নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি মেসার্স আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের নামে, মিঃ বিশ্বাস এন্টারপ্রাইজেসের ঋণ অ্যাকাউঃট সম্পর্কিত, তাক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে কারণ এটি অসাবধানতাবশত এবং ভুলভাবে মেসার্স শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবর্তে আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের নামে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই দয়া করে নীচের উল্লিখিত নিলাম প্রকাশনাটি বিবেচনা করুন।

শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (এসএআরপিএল)

(বিভিন্ন এসএআরসি ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন)

SHRIRAM Asset Reconstruction

নিবন্ধিত অফিস ঃ। শ্রীরাম হাউস, নং ৪, বুর্কিত রোড, টি. নগর, চেন্নাই - ৬০০০১৭।
কর্পোরেট অফিসঃ। ইউনিট নং এফএফ-ক-০৫, এ উইং।, প্রথম তলা, আর্ট গিল্ড হাউস, ফিনিক্স মার্কেট সিটি, এলবিএস মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০৭০,
ওয়েবসাইটঃ **www.shriramarc.com** ফোন নং-ঃ **১৮০০ ১২০ ২৩৮৯, customercare@shriramarc.com**

পাবলিক নোটিশঃ স্থাবর সম্পত্তির ই-নিলাম-সহ-বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট -IV-A অনুসারে সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৬, ৮ (৬) এবং ৯ এর বিধান সহ পঠিত।

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / গ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, SARFAEI আইনের ধারা (৫) এর অধীনে, বিভিন্ন SARPL ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে কর্মরত, বর্তমানে **শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের** কাছে বন্ধক/ চার্জ করা স্থাবর সম্পত্তি, [নিবন্ধিত অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে আর্থিক সম্পদের বরাদ্দ অনুসারে] (এখন থেকে SARPL হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) SARFAEI আইনের ধারা (৫) এর অধীনে, বিভিন্ন ঋণগ্রহীতাদের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক সম্পদ অর্জন করেছে, যার সাথে এখানে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের সহ অন্তর্নিহিত নিরাপত্তা স্বার্থ এবং এর উপর সৃষ্ট সমস্ত অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ/ মূল ঋণদাতা/ অ্যাসাইনর আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড **(পূর্বে শ্রীরাম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড নামে পরিচিত)** থেকে অধিগ্রহণ করেছে, যার প্রকৃত দখল মূল ঋণদাতা/ অ্যাসাইনর/ শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (SARC) এর অনুমোদিত কর্মকর্তা দ্বারা নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ SARC-Trust-3 এর ট্রাস্টি হিসেবে সুরক্ষিত পাওনাদার, ঋণ অনুমোদনের অ্যাসাইনি এবং অ্যাসাইনর আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড কর্তৃক বিতরণ করা, নীচে উল্লিখিত নিলামের সময়সূচী অনুসারে 'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে' এবং 'যা আছে সেখানে' বিক্রি করা হবে, যাতে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে বকেয়া পরিমাণ এবং আরও সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়, যেমন নিয়ম ৬, ৮, এবং ৯ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অনুসারে টেবিলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের বিবরণ, বকেয়া পরিমাণ, স্থাবর সম্পত্তি এবং দায়বদ্ধতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে, সংরক্ষিত মূল্য, বায়না জমা বৃদ্ধি দর, নিলামের তারিখ এবং পরিদর্শনের তারিখও নিম্নরূপ দেওয়া হলঃ

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর, ট্রাস্টের নাম এবং অ্যাসাইনর / মূল ঋণদাতার নাম	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদের নাম	১৩(২) চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও পরিমাণ	১৩(২) চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও পরিমাণ	নিলাম এবং পরিদর্শন তারিখ ও সময়	যোগাযোগের ব্যক্তির বিবরণ-AO এবং পরিষেবা প্রদানকারী
A B K O L S T S000000664804 ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট নং SARC TRUST-3 এর অধীনে আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের সাথে	১. **মেসার্স বিশ্বাস এন্টারপ্রাইস,** এর স্বত্বাধিকারী বিকাশ বিশ্বাসের মাধ্যমে ২। **শ্রী বিকাশ বিশ্বাস,** করুনাময় বিশ্বাসের পুত্র ৩। **শ্রীমতি চন্দনা বিশ্বাস,** বিকাশ বিশ্বাসের স্ত্রী	**১৪.০৯.২০২৪, ১৩.৯.২০২৪** তারিখে **২১,৯৬,৭৯৬ /- টাকা** (একুশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) বকেয়া।	সংরক্ষিত মূল্যঃ ২৫,২৫,২৫০ /- টাকা (পঁচিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশ পঞ্চাশ টাকা মাত্র) দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ ৩০,০০০ /- টাকা (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) এবং একই গুণিতক EMD পরিমাণঃ (আরপি এর ১০শতাংশ) - ২,৫২,৫২৫ /- টাকা (দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার পাঁচশ পঁচিশ টাকা মাত্র) ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়ঃ ২৫ মার্চ ২০২৬ _সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।	নিলামের তারিখ ও সময়ঃ **২৬ মার্চ ২০২৬** সকাল **১১**টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। তারিখ ও পরিদর্শন সময়ঃ **২৫ মার্চ ২০২৬** সকাল **১১**টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।	বিকাশ চৌমাল (৯০৫১০৬৯১১১), অপূর্ব দাস্থী (৯৯৩০৯০৯৭২৫), কোমল পাতিল (৯৮৬৭৮৯৫৭৯৫), রামপাল গৌতম (৯৯৯৯০৭৭৯২), সুমেশ মিত্তল (৯৯৯৩৫৮৭৭৯৭)

বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা

প্রায় ৪ দশমিক পরিমাপের জমির সমস্ত টুকরো এবং তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভবনটি ১৮১৪ সালে এল. আর. খৈতান নং ৯৪ এর অধীনে আর. এস. এবং এল. আর. নং ৫৭ এর অংশ গঠন করে। বর্তমানে গাজীপুর মৌজায়, জে. এল. নং ৪ তৌজি নং পি. এস. গালঘাটার অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, যা বর্তমানে জলেশ্বর ।। গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে হোল্ডিং নং ২৪৩৬ হিসাবে পরিচিত এবং নম্বরযুক্ত, পিন-৭৪৩২৪৯। বিক্রয় দলিলে সীমানা উল্লেখ করা হয়নি।

দখলের ধরণ এবং তারিখঃ প্রকৃত এবং ২৫.০৭.২০২৫ দায়বদ্ধতাঃ জানা নেই।

১. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী, বিড ফর্ম এবং অন্যান্যদের জন্য সিকিউরড ক্রেডিটর/ অ্যাসাইনি/ শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট https://www.shriramarc.com অথবা মুম্বাইতে অফিস সহ আমাদের নিলাম সংস্থার ওয়েবসাইট https://BidDeal.in ভিজিট করতে পারেন। যেকোনো সহায়তার জন্য, আপনি উপরের টেবিলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদার মেসার্স আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই শর্তাবলী বিড ফর্মের সাথে দরদাতাদের স্বাক্ষর করতে হবে। বর্তমান বিজ্ঞপ্তিটি অনুমোদিত কর্মকর্তা / সুরক্ষিত ক্রেডিটরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে।
২. আগ্রহী দরদাতাদের SARC-TRUST-3 নামে ডিডি এর মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য তাদের ইএমডি পরিমাণ এবং SARC-TRUST-3 তে RTGS/NEFT জমা দিতে হবে ব্যাঙ্কের নাম : ICICI ব্যাংক লিমিটেড শাখার ঠিকানাঃ মুম্বাই - কামানি কুর্লা পশ্চিম ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ১৯৬২০৫০০৪৬২৯ IFCL কোড- ICIC0001962 ।

[নিয়ম ৮(৬) নিরাপত্তা সুদের বিধান (প্রয়োগ) বিধি ২০০২] এর অধীনে ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা / বন্ধক/ জামিনদারদের ই-নিলামের তারিখের আগে উপরে উল্লিখিত অর্থ, তারিখ অনুসারে সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে, তা না হলে সম্পত্তি নিলাম/ বিক্রয় করা হবে এবং বাকি পাওনা, যদি থাকে, সুদ এবং খরচ সহ আদায় করা হবে।

স্থানঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ২১.০২.২০২৬

স্বা /- অনুমোদিত কর্মকর্তা
শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
(এসএআরসিট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে)

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday , 21st Feb 2026	Artemisia Surgery Clinic & multispeciality healthcare,NBMCH,medical more,734012	5:00PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

SHORT NOTICE INVITING TENDER No. 38 OF 2025-2026 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.

Name of Work: Installation for temporary 05 sets (16 nos. Cameras with accessories / set) CCTV with Monitor setup for integrated ontrol room in connection to the programme of Isal e Swabab in Furfura Sarif, Jangipara, in the district Hooghly under Hooghly Division PWD during the year 2025 – 2026..
Application start date: **19/02/2026**.
Last date and time for received of tender papers in sealed cover: **23/02/2026** up to 2:00 p.m.
Date and Time for Opening of quotation: **23/02/2026** at 3:30 p.m.
Details may be downloaded and seen from http://pwdwb.in of the office of the u/s in working hours or from the Departmental website.
Corrigendum, if any will be published as and when require.

Sd/- Assistant Engineer, P.W.D.
Serampore Sub Division

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Mech/Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/ASPH/PB/SM-10/25-26 (2nd call)
Name of work **: Renovation of Hall Room, Staircase along with Toilets and Balcony at 1st Floor of E.E (Mech) Office Building under Asphaltum Palmer Bazar Department.** Estimated Amount (including GST and CESS) **: Rs.4,93,162.65.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 05.03.2026 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.02.2026 after 12 noon** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Ex.Engr. (Electrical)/Lighting/Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following work :-
NIT No. : LTG/339/WD-18/BR-II/Z-I/25-26
Name of work **: Operation of electrical installation of office building and passage light at S.C Allen Market within Ward No.18 under Br-II, KMC.** Estimated Amount **: Rs.3,99,129.78.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Last date of submission of Bid **: 06.03.2026 at 3 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **21.02.2026 at 3 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Ex.Engr. (Electrical)/Lighting/Zone-III, KMC** invites e-tender online two part Bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/902
Name of work **: Improvement of street lighting system on Belvedere Road Infront of Zoological Garden and other surrounding areas in Ward No.74 under Br-IX.** Estimated Amount **: Rs.2,98,935.52.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 12 Days.** Last Date and Time of Completion of Bid **: 02.03.2026 upto 2 p.m.** Tender (Technical) Opening Date **: 02.03.2026 at 4 p.m.** The Bid form and other details are available on and from **20.02.2026 from 2 p.m.** For full and further details, please visit the Website **: https://etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid claficiations, if any which will be published in above website only.

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/759 (2nd Call)
Name of work **: Repairing of Roads (Portion) at Raja subodh Mullick Square, Chowringhee Road and surroundings under Br-VI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,98,715.87.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 12.03.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 - 12 noon** in the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical),Ltg./Crm., KMC** invites item rate e-tender (open quotation) online in two bid system for following work **:-**
NIT No. : KMC/NBG/LTG/CRM/e-22/25-26 (1st Call)
Name of work **: Installation of LED light fittings at various location of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount **: Rs.1,84,491.00.** Earnest Money **: Rs.3,800.00.** Time of Completion **: 05 Days.** Last Date and time of submission of Bid **: 28.02.2026 at 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.02.2026 at 4 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E.(C)/SWM-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/M/04/25-26
Name of work **: Protection of electrical transmission poles infront of Dozer repairing shed at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount **: Rs.1,27,301.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Completion Time **: 20 Days.** Price of tender **: Nil.**
2. NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/M/05/25-26
Name of work **: Construction of drain near RAMP of Dozer repairing shed at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount **: Rs.2,99,168.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Completion Time **: 25 Days.** Price of tender **: Nil.** Bid submission start (online) date **: 24.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Last date and time of Bid submission (online) **: 05.03.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **21.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).** Please keep watching on the above website for further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **(for Sl.No.1 & 2).**

The **D.G.(S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : MDPS/JGHAT/LTG/47/25-26 (1st Call)
Name of work **: Renovation of damged outdoor & indoor lighting arrangement at Jagannath Ghat DPS under MDPS.** Estimated Amount **: Rs.2,98,483.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 07 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 02.03.2026 upto 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **20.02.2026 - 5 p.m.** from the website **https://www.wbtenders.gov.in.** For corrigendum etc, if any, the same website has to be followed.
2. NIT No. : KMC/GRBU/SO-46/25-26 (1st Call).
Name of work **: Repairing, servicing and replacement of defective parts of gear box for aerator no. 5 along with other allied works at Garden Reach STP under GRBU.** Estimated Cost **: Rate to be quoted.** Earnest Money **: Rs.8,100.00.** Period of Completion **: 20 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 07.03.2026 at 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **24.02.2026 at 5 p.m.** from website **https://wbtenders.gov.in**

2290 / 25-26

ছোট বাথরুম, বড় অনুভূতি, ৫ স্মার্ট কৌশলে স্নানঘরই হয়ে উঠুক প্রশস্ত ও আধুনিক

আধুনিক নাগরিক জীবনে ফ্ল্যাটের আয়তন ক্রমশ ছোট হচ্ছে। শহুরে আবাসনের নকশায় জায়গার সঙ্কোচন সবচেয়ে বেশি চোখে প।ে বাথরুমে। অনেক সময় শোবার ঘর বা ড্রয়িংরুমের তুলনায় স্নানঘরের জায়গা এতটাই কম থাকে যে তা ব্যবহার করতে গিয়েই অস্বস্তি হয়। কিন্তু ছোট বাথরুম মানেই কি ঘিঞ্জি, অগোছালো এবং অস্বাচ্ছঃেদ্যর জায়গা? একেবারেই নয়। অভ্যন্তরীণ নকশাবিদদের মতে, সঠিক পরিকল্পনা, রঙের ব্যবহার এবং কিছু বুদ্ধিদীপ্ত বদলের মাধ্যমে ছোট্ট বাথরুমকেও অনেক বেশি ব।, উজ্জ্বল এবং পরিপাটি করে তোলা সম্ভব। সামান্য খরচে এবং অল্প কিছু

পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার স্নানঘর হয়ে উঠতে পারে আধুনিক, প্রশান্তিময় ও দৃষ্টিনঃদন। জেনে নিন এমনই পাঁচটি কার্যকর কৌশল, যা বদলে দিতে পারে আপনার বাথরুমের চেহারা ও অনুভূতি।

১. রঙের সঠিক নির্বাচনেই জায়গা বা।ার ভ্রম- ছোট জায়গাকে বড় দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো হালকা রঙের ব্যবহার। গাঢ় নীল, কালো বা গাঢ় বাদামি রঙ বাথরুমকে আরও সঙ্কুচিত ও ভারী দেখায়। তার বদলে বেছে নিন সাদা, অফ-হোয়াইট, হালকা ধূসর, প্যাস্টেল ব্লু বা হালকা ক্রিম রঙের টাইলস ও দেয়াল। হালকা রঙ আলো প্রতিফলিত করে, ফলে জায়গাটি উজ্জ্বল দেখায়। আলোর প্রতিফলনের কারণে দেয়ালের সীমানা স্পষ্টভাবে ধরা প।ে না, ফলে বাথরুমকে বাস্তবের চেয়ে ব। বলে মনে হয়। চাইলে ছাদও হালকা রঙে রাখুন-এতে উচ্চতাও বেশি মনে হবে। একটি ছোট বাথরুমে আলোর সঠিক ব্যবহার এবং হালকা রঙের সমন্বয় সত্যিই জাদুর মতো কাজ করে।

২. ব। টাইলস ও একরঙা নকশার ব্যবহার-অনেকে মনে করেন ছোট বাথরুমে ছোট টাইলস ব্যবহার করাই ভালো। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি ঠিক উল্টো। ছোট টাইলস ব্যবহার করলে জোড় বা গ্রাউটিং লাইনের সংখ্যা বেড়ে যায়, যা জায়গাটিকে আরও খণ্ডিত এবং ছোট করে তোলে। তার বদলে বড় মাপের টাইলস ব্যবহার করুন। বড় টাইলসে জোড় কম থাকে, ফলে পুরো মেঝে বা দেওয়ালকে একটানা ও বিস্তৃত মনে হয়। একই শেড বা নকশার টাইলস যদি মেঝে ও দেওয়ালে ব্যবহার করা যায়, তাহলে ভিজ্যুয়াল ধারাবাহিকতা তৈরি হয়। এতে চোখে কোনও বাধা লাগে না, এবং গোটা জায়গাটি অনেক বেশি খোলা বলে মনে হয়। এছাড়া ম্যাট ফিনিশের বদলে হালকা গ্লসি বা সাটিন ফিনিশ টাইলস ব্যবহার করলে আলো প্রতিফলিত হয়ে জায়গা আরও উজ্জ্বল দেখায়। ৩. ফিটিংসে রাখুন সামঞ্জস্য ও সরলতা- বাথরুমের কল, শাওয়ার, ট্যাপ, শেলফ বা হ্যান্ডল-সব মিলিয়ে ফিটিংসের নকশাও জায়গার অনুভূতিতে ব। প্রভাব ফেলে। ছোট জায়গায় ভারী, অতিরিক্ত অলঙ্করণযুক্ত বা গাঢ় রঙের ফিটিংস ব্যবহার না করাই ভালো। টাইলসের রঙের সঙ্গে মিল রেখে ফিটিংস বেছে নিন। যেমন- সাদা বা হালকা রঙের টাইলসের সঙ্গে ক্রোম ফিনিশ বা ব্রাশড স্টিলের ফিটিংস বেশ মানানসই। এতে আলাদা করে কোনও ' বর্ডার' তৈরি হয় না, এবং বাথরুমে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, পরিপাটি চেহারা আসে। এছাড়া দেওয়ালে লাগানো (ওয়াল-মাউন্টেড) বেসিন বা কমোড ব্যবহার করলে মেঝে বেশি ফাঁকা থাকে। ফাঁকা মেঝে মানেই জায়গা বেশি-এই সহজ নকশাগত কৌশল ছোট বাথরুমে দারুণ কার্যকর। ৪. আয়না ও স্বচ্ছ কাচের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার- ছোট বাথরুমে বড় মাপের আয়না ব্যবহার করা একটি অত্যন্ত কার্যকর উপায়। আয়না আলোর প্রতিফলন বা।ায় এবং জায়গাকে দ্বিগুণ বড় দেখায়। বেসিনের উপরে পুরো দেওয়ালজুড়ে আয়না বসানো গেলে তা আরও ভালো ফল দেয়। এতে গভীরতার অনুভূতি তৈরি হয়। শাওয়ার এরিয়া আলাদা করতে অনেকেই অস্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের পর্দা ব্যবহার করেন। কিন্তু এগুলি দৃষ্টিকে আটকে দেয়, ফলে জায়গাটি ছোট বলে মনে হয়। তার বদলে স্বচ্ছ গ্লাস পার্টিশন ব্যবহার করুন। স্বচ্ছ কাচ চোখের সামনে বাধা তৈরি করে না, ফলে পুরো বাথরুমকে একটানা বলে মনে হয়। যদি সম্ভব হয়, প্রাকৃতিক আলো ঢোকার জন্য ছোট জানালা বা স্কাইলাইট রাখুন। প্রাকৃতিক আলো ছোট জায়গাকে আরও প্রশস্ত ও সতেজ করে তোলে। ৫. স্মার্ট স্টোরেজেই মিলবে পরিপাটির ছোঁয়া- ছোট বাথরুমের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অগোছালো ভাব। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র-তোয়ালে, প্রসাধনী, ক্লিনিং সামগ্রী-সব মিলিয়ে জায়গা দ্রুত ভরে যায়। তাই স্টোরেজের ক্ষেত্রে বুদ্ধি খাটানো জরুরি। ফ্লোর ক্যাবিনেটের বদলে দেওয়ালে ভাসমান (ফ্লোটিং) ক্যাবিনেট ব্যবহার করুন। দরজার ওপরে বা আয়নার পেছনে গোপন তাক বানানো যেতে পারে। বেসিনের নিচে হালকা ও কমপ্যাক্ট স্টোরেজ ইউনিট রাখলে জায়গা বাঁচে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে রাখা। নিয়মিত ব্যবহৃত নয় এমন সামগ্রী অন্যত্র সংরক্ষণ করুন। যত কম জিনিস চোখে পড়বে, বাথরুম তত বড় ও ছিমছাম লাগবে। ছোট বাথরুম মানেই আপস নয়। সামান্য পরিকল্পনা, রঙের সঠিক নির্বাচন, বড় টাইলস, সামঞ্জস্যপূর্ণ ফিটিংস, আয়নার সঠিক ব্যবহার এবং স্মার্ট স্টোরেজ-এই কয়েকটি সহজ কৌশলেই বদলে যেতে পারে আপনার স্নানঘরের চেহারা। অল্প জায়গাকেও সৃজনশীলভাবে সাজালে তা হয়ে উঠতে পারে আরাম ও প্রশান্তির এক ব্যক্তিগত আশ্রয়। অতএব, জায়গা কম বলে হতাশ না হয়ে বরং পরিকল্পনায় আনুন পরিবর্তন। ছোট্ট বাথরুমও হতে পারে আপনার বাড়ির সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও আধুনিক অংশ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা শিমলুগুড়ী-মরাণহাট সেকশনে মেজর কার্ভ রিএলাইনমেন্ট সম্পন্ন

মালিগাঁও, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তিনসুকিয়া ডিভিশনের শিমলুগুড়ী এবং মরাণহাট সেকশনের মধ্যে পার্মানেন্ট স্পীড রেসন্ত্রিকচন (পিএসআর) অপসারণের সাথে সম্পর্কিত মেজর কার্ভ রিএলাইনমেন্টের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই পদক্ষেপটি রেল পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং এই সেকশনে পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই প্রকল্পটিতে জটিল কৌশলগত কাম-কাজ জ।তি ছিল, যা ট্রাফিক ব্লকের সময় ইঞ্জিনিয়ারিং, অপারেটিং এবং ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন (টিআরডি) বিভাগগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। বিদ্যমান ৪-ডিগ্রি কার্ভ পুনরায় রিএলাইন্ট করা হয়েছিল এবং একটি নতুন ২-ডিগ্রি কার্ভের সাথে সংযুক্ত করা হয়। পুনর্নির্মিত অংশে নিরবচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য নিউ

ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (অএইছই) তার এবং মাস্টও স্থাপন করা হয়। পূর্বে, এই অংশটির দৈর্ঘ্য ৪০০ মিটার এবং কার্ভেচার ৪ ডিগ্রি ছিল। নতুন এলাইনমেন্টের অধীনে, প্রায় ৬৫০ মিটারের একটি নতুন উন্নত ফর্মেশনের উপর ২ ডিগ্রি কার্ভেচারের একটি ৬৬০ মিটার দীর্ঘ কার্ভ স্থাপন করা হয়েছে। রিএলাইনমেন্টের সময় সর্বাধিক স্ক ২৭.৭৭ মিটার ছিল, যা কৌশলগত প্রচেষ্টার স্কেল এবং নির্ভুলতা প্রতিফলিত করে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে, নতুন ফর্মড এলাইনমেন্টের উপর ৪ মিটার খ ৪ মিটার স্প্যান এবং মোট ১০.২ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি নতুন ব্রিজ নং ৩১ ও নির্মিত হয়েছে। নতুন ব্রিজ এবং ফর্মেশন এই অংশের উন্নত ট্র্যাক স্থিতিশীলতা, সুরক্ষা এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে, ৪০০ মিটার বিস্তৃতিতে ৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতির স্থায়ী সীমাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে অপসারণ করা হয়েছে। ট্র্যাকটি এখন ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা সর্বোচ্চ অনুমোদিত গতিবেগের (এমপিএস) জন্য উপযুক্ত, যা ট্রেনের গতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে, ভ্রমণের সময় কমাবে এবং সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি করবে।এই সাফল্য পুনরায় রেল পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ, সুরক্ষার মান উন্নত করা এবং অঞ্চলজুড়ে দ্রুত, নিরাপদ এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেন পরিষেবা প্রদানের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি।

১০-১৫ দিনের আল্টিমেটাম ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর কড়া হুঁশিয়ারি, পালটা জবাবের বার্তা তেহরান থেকে

তেহরান, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ মধ্যপ্রাচ্য ঘিরে উত্তেজনা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে ইরানকে ১০ থেকে ১৫ দিনের সময় বেঁধে দিয়ে সতর্ক করেছেন-এই সময়সীমার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বোঝাপড়া না হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ দিকে মোড় নিতে পারে। ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পরই তেহরান কড়া ভাষায় পালটা বার্তা পাঠিয়েছে রাষ্ট্রসংঘে। ইরান স্পষ্ট জানিয়েছে, তাদের উপর সামরিক হামলা হলে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের ঘাঁটিকেও বৈধ লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ধরা হবে। ওয়াশিংটনে গাজা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত ' অফ পিস'-এর প্রথম বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতায় পৌঁছতে হবে। না হলে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। যদিও তিনি সরাসরি সামরিক হামলার ঘোষণা দেননি, কিন্তু তাঁর বক্তব্যে ছিল স্পষ্ট চাপ ও সতর্কবার্তা। প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, ইরানের সঙ্গে চলমান পরমাণু চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা দ্রুত নিষ্পত্তি করতেই এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এদিকে, ট্রাম্পের মন্তব্যের পরপরই তেহরান থেকে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব Ant2nio Guterres-কে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে ইরান জানিয়েছে, তারা সংঘাত চায় না এবং আগ্রাসন শুরু করবে না। তবে যদি তাদের উপর সামরিক আঘাত হানা হয়, তাহলে অঞ্চলে থাকা শত্রু বাহিনীর ঘাঁটি, পরিকাঠামো ও সম্পদকে তারা বৈধ লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করবে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে এই চিঠিকে সরাসরি পালটা হুঁশিয়ারি হিসেবেই দেখা হচ্ছে। গত কয়েক মাস ধরেই ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছিল। বিশেষ করে পরমাণু চুক্তি ইস্যুতে দুই দেশের অবস্থান বিপরীত

মেরুতে। ট্রাম্প আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ইরান যদি চুক্তিতে মার্কিন শর্ত মেনে না নেয়, তাহলে যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও পথ খোলা থাকবে না। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে রণতরী, যুদ্ধবিমান এবং অতিরিক্ত সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েন করায় পরিস্থিতি আরও তীব্র হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী হোয়াইট হাউসকে জানিয়েছে যে তারা সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত। এমনকি চলতি সপ্তাহান্তেই হামলা চালানোর সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ রয়েছে বলেও জানা গেছে। যদিও প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি গোটা পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং কূটনৈতিক পথ খোলা রাখার বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ইতিমধ্যেই জোরদার করা হয়েছে। বিমানবাহী রণতরী USS Gerald R. Ford ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ছেড়ে মধ্য আটলান্টিকে পৌঁছেছে এবং দ্রুত নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার-USS Mahan, USS Bainbridge এবং USS Winston Churchill। পাশাপাশি, বিমানবাহী রণতরী USS Abraham Lincoln-কেও কৌশলগতভাবে মোতায়েন করা হয়েছে। সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বিপুল শক্তি প্রদর্শন কেবল প্রতিরোধমূলক বার্তা নয়, প্রয়োজনে দ্রুত আঘাত হানার প্রস্তুতিরও ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে, ইরানও তাদের সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে। পারস্য উপসাগর ও সংলগ্ন অঞ্চলে ইরানের নৌ ও ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। তেহরানের বার্তা স্পষ্ট-তারা যুদ্ধ চায় না, কিন্তু সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কোনও আপস করবে না। আন্তর্জাতিক মহলে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে বড়সড় সংঘাত শুরু হলে তা শুধু আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক অর্থনীতি ও জ্বালানি বাজারেও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সামরিক সংঘর্ষ শুরু হলে হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়বে, যা বিশ্ববাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কূটনৈতিক মহল এখনও আশা ছাড়েনি। রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানানো হয়েছে। ইউরোপীয় শক্তিগুলিও দুই পক্ষকে সংযত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে। তবে বাস্তবে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে। ট্রাম্পের নির্ধারিত সময়সীমা যত এগোবে, ততই চাপ বাড়বে আলোচনার টেবিলে। এখন প্রশ্ন একটাই-চলতি সপ্তাহেই কি সামরিক সংঘাতে জড়াবে দুই দেশ, নাকি শেষ মুহূর্তে কূটনৈতিক সমঝোতার পথ খুলবে? ট্রাম্পের ' সংকেত' কি আসবে, নাকি আলোচনাই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পাবে-সেটাই নজরে রাখছে বিশ্ববাসী। আপাতত ১০-১৫ দিনের এই আল্টিমেটামই নির্ধারণ করবে মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্য রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেবে।

আজ ২১ ফেব্রুয়ারি,মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

শ্যামল সান্যাল,ঢাকা,২০ ফেব্রুয়ারিঃ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি, মহান শহীদও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আগামীকাল। মাতৃভাষা আঃেদালনের ৭৪ বছর পূর্ণ হবে এদিন। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। শ্রদ্ধাও ভালোবাসায় আজ দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে কেঃদ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হবে। একুশের ভোরে কালো ব্যাজ ধারণ করে প্রভাতফেরি সহকারে আজিমপুর কবরস্থানে শহীদদের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণও শ্রদ্ধা জানাবে সর্বস্তরের জনতা। দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীজু।ে আলোচনা সভাসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা,বিজ্ঞানও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে বিশ্বজুড়ে এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। বাঙালি জাতির কাছে এটি একদিকে যেমন গভীর শোক ও বেদনার, অন্যদিকে মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৫২ সালের এই দিনে ' রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তৎকালীন পূর্ববাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান)ছাত্র ওযুবসমাজ শাসকগোষ্ঠীর জারি করা১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম,জব্বার, শফিক,বরকতও রফিকসহ নাম না জানা আরও অনেকে শহীদ হন। তাদের সেই আত্মত্যাগই আজ বিশ্বজুড়ে ভাষাপ্রেমও অধিকার আদায়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ছুটি। এদিন দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিতও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। ভাষা শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠও কোরআনখানির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের সব মসজিদ,মন্দির ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে। দিবসটির তাপর্য তুলে ধরতে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সব স্যাটেলাইট চ্যানেলও গণমাধ্যমে একুশের বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রকাশ করা হবে।

জেনিভায় ঐতিহাসিক শান্তি বৈঠক

আমেরিকার মধ্যস্থতায় মুখোমুখি রাশিয়া-ইউক্রেন, চার বছরের যুদ্ধ কি শেষের পথে?

২০ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রায় চার বছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জর্জরিত ইউরোপ। যুদ্ধ থামার বদলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত। হাজার হাজার প্রাণহানি, কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুতি এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব-সব মিলিয়ে এই যুদ্ধ এখন বিশ্বরাজনীতির কেঃদ্রবিঃদু। এমন এক পরিস্থিতিতে আমেরিকার মধ্যস্থতায় সুইজারল্যান্ডের জেনিভায় ফের শান্তি আলোচনায় মুখোমুখি বসেছে রাশিয়া ও ইউক্রেন। প্রশ্ন একটাই-এবার কি সত্যিই থামবে যুদ্ধ? জেনিভায় দ্বিতীয় দফা সরাসরি আলোচনা-সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবুধাবিতে দুই দেশের প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। সেই অচলাবস্থা কাটাতেই এবার নতুন উদ্যোগ। নিরপেক্ষ কূটনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত ক্সথ্যঞ্জ্ঞ-তেই শুরু হয়েছে বহুল প্রত্যাশিত এই শান্তি বৈঠক। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া আলোচনা বুধবার পর্যন্ত চলার কথা। এই বৈঠকে রুশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রেসিডেঃট ঙ্জ্ঞএঞ্চড্ডঞ্চ গুত্মত্ঞ্চ-এর উপদেষ্টা ভ্লাদিমির মেডিনস্কি। অন্যদিকে ইউক্রেনের পক্ষে উপস্থিত রয়েছেন সে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের প্রধান রুস্তেম উমেরভ। দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে বৈঠক ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে।

আমেরিকার সক্রিয় ভূমিকা-এই আলোচনার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেঃট ত্বশঞ্জডঞ্চ ত্মঞ্চত্মডঞ্জ একাধিকবার প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে আগ্রহী। গত কয়েক বছরে তিনি পৃথকভাবে রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রেসিডেঃটদের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। যদিও সেই প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি, তবু কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে ওয়াশিংটন। বিশ্লেষকদের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় ইউরোপীয় নিরাপত্তা, জ্বালানি বাজার এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব পড়েছে। ফলে এই সংঘাতের অবসান এখন শুধু দুই দেশের স্বার্থ নয়, আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।চার বছরের সংঘাতঃ পটভূমি-রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই পূর্ব ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সামরিক অভিযানের পাশাপাশি ড্রোন হামলা, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ এবং অবকাঠামো ধ্বংস-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়েছে। ইউক্রেন পশ্চিমা দেশগুলির কাছ থেকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা পেলেও রাশিয়ার সামরিক শক্তি ও ভূরাজনৈতিক অবস্থান সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করেছে। যুদ্ধের ফলে শস্য রপ্তানি, জ্বালানি সরবরাহ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। 'মত বিনিময়' প্রস্তাব নিয়ে জট-আবুধাবির বৈঠকে রাশিয়া যে প্রস্তাব দেয়, তার অন্যতম শর্ত ছিল ' বিনিময়' বা ল্যান্ড সোয়াপিং। অর্থা, যুদ্ধক্ষেত্রে দখল করা কিছু অঞ্চল নিয়ে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি। তবে ইউক্রেন সেই প্রস্তাবে এখনও সম্মত হয়নি। কিয়েভের অবস্থান স্পষ্ট-নিজেদের সার্বভৌম ভূখণ্ডের কোনও অংশ ছা।তে তারা রাজি নয়। এই মতপার্থক্যই শান্তি আলোচনার প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে। জেনিভার বৈঠকে এই ইস্যুতে কোনও মধ্যপন্থা বের হয় কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক মহলের নজর-জেনিভার বৈঠকের দিকে নজর রেখেছে গোটা বিশ্ব। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো এবং জাতিসংঘ পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলে তা শুধু পূর্ব ইউরোপ নয়, বৈশ্বিক কূটনীতিতেও ব। পরিবর্তন আনতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু যুদ্ধবিরতি যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন পারস্পরিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলিতে ঐকমত্য। অন্যথায় অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি ভবিষ্যতে ফের ভেঙে প।ার আশঙ্কা থেকেই যাবে। সম্ভাবনা ও সংশয়-যদিও শান্তি আলোচনার সূচনা ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে, তবুও সংশয় পুরোপুরি কাটছে না। অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, আলোচনার টেবিলে বসা মানেই সমাধান নয়। উভয় পক্ষের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং বাস্তবসম্মত আপসের মানসিকতা ছাড়া স্থায়ী সমঝোতা সম্ভব নয়। তবে এটুকু নিশ্চিত, চার বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর সরাসরি আলোচনায় বসা নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যুদ্ধের ক্লান্তি, অর্থনৈতিক চাপ এবং আন্তর্জাতিক চাপ-সব মিলিয়ে হয়তো এবার সমাধানের পথ কিছুটা প্রশস্ত হতে পারে। শেষ পর্যন্ত কী? জেনিভার এই বৈঠক থেকে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আসবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে কূটনৈতিক মহলের মতে, আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকাই আপাতত সবচেয়ে ব। সাফল্য। চার বছরের যুদ্ধের অবসান একদিনে সম্ভব নয়। কিন্তু সংলাপই পারে সংঘাতের শেষ পথ খুলে দিতে। তাই জেনিভার এই শান্তি আলোচনা শুধু দুই দেশের জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

একা থাকার ঝামেলা? ঘরকে শান্তির নীড়ে পরিণত করতে জেনে নিন সেরা ৫ কৌশল

একাকী জীবনযাপন করার সময় ঘর গোছানো প্রায়ই কঠিন মনে হয়। সারাদিনের কাজ শেষে ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফেরার সময় যদি চারপাশে অগোছালো জিনিসপত্র দেখতে হয়, তবে বিরক্তি আসাটাই স্বাভাবিক। একা থাকলে ঘর গোছানোর কাজ অনেকের কাছে মনে হয় এক পাহা।সম চ্যালেঞ্জ, কিন্তু কিছু সহজ কৌশল মেনে চললে ঘরটি পরিপাটি ও শান্তিপূর্ণ রাখা সম্ভব। যদিও আপনি একা থাকেন, তবে প্রতিদিনের কিছু ছোটখাটো অভ্যাস ঘরকে আপনার জন্য শান্তির আশ্রয় হিসেবে গ।ে তুলতে পারে। বাড়িতে একা থাকার সুবিধা অনেক, তবে যখন আপনার ঘরটি অগোছালো হয়ে ওঠে, তখন সেটা মানসিক চাপের কারণও হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চললে, আপনার ঘর হবে সেই শান্তিনিকেতন, যেখানে ফিরে আপনি সত্যিই প্রশান্তি পাবেন। জানুন সেরা ৫ কৌশল, যা আপনার ঘরকে পরিপাটি রাখার ম্যাজিক ট্রিক হতে পারে।

১. অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলুন- যে কোনো ঘরের গোছানোর সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো অতিরিক্ত জিনিসপত্র। বিশেষ করে ব্যাচেলরদের ক্ষেত্রে, যাদের কাছে জায়গার অভাব থাকে, সেখানে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের স্তূপ আরও ব। সমস্যা সৃষ্টি করে। বিছানায় বাড়তি বালিশ, চাদর বা লেপ পড়ে থাকলে তা গোছাতে আলসেমি হয় এবং ঘরের পরিপাটি ভাব কমে যায়। তাই নিয়মিত বা।তি জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলুন। ঋতুভেদে ভারী কম্বল বা অতিরিক্ত লেপ আলমারির ওপরের তাকেই রাখুন। এছাড়া বিছানায় যতো কম জিনিস থাকবে, ঘর ততো বেশি খোলামেলা ও প্রশস্ত দেখাবে।

২. ঘর গোছানোর অভ্যাস তৈরি করুন- ঘর গোছানো একদিনের কাজ নয়, এটি একটি অভ্যাসে পরিণত করা জরুরি। যদি আপনি ঘর গোছানোর কাজকে আলাদা একটি কাজ হিসেবে না দেখে, নিয়মিত অভ্যাস হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন, তবে এর সুফল মিলবে। ঘুম থেকে উঠে চাদরটি সমান করে টেনে দেওয়া বা বালিশগুলো ঠিকভাবে রাখা-এই দুটি কাজ মাত্র ২ মিনিটের হলেও, এগুলো ঘরের পরিবেশ বদলে দিতে পারে। তবে সপ্তাহে একদিন বড় সাফাইয়ের জন্য সময় বের করুন। ছুটির দিনে পুরো ঘর পরিষ্কার করতে সময় দিন, যাতে ধুলাবালি জমতে না পারে। এমনটি না হলে, বাড়ি সবসময় অগোছালো মনে হবে। সপ্তাহে একদিন বড় সাফাই করলে মনেও প্রশান্তি আসবে।

৩. পোশাকের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করুন- যতই আপনি ব্যাচেলর হন, পোশাক কখনোই যত্রতত্র ছা।িয়ে রাখা উচিত নয়। চেয়ারের হাতলে বা বিছানার কোণে পোশাক জমিয়ে রাখলে ঘরটা যতই পরিষ্কার করা হোক না কেন, তা অগোছালোই মনে হবে। তাই একটি হ্যাঙ্গার রাখুন যেখানে আপনি প্রতিদিনের পোশাক ঝুলিয়ে রাখতে পারবেন। ময়লা কাপ।ের জন্য একটি লন্ড্রি ব্যাগও রাখুন, যাতে একপাশে ময়লা কাপ। জমা থাকে। এইভাবে আপনার পোশাকগুলো স্থান সংকুলান করবে, আর ঘরের শ্রীও বজায় থাকবে। এছাড়া, আপনার পোশাকগুলির জন্য আলাদা একটি স্টোরেজ ব্যবস্থা তৈরি করুন। চিপটি বা আলমারি ব্যবহারের মাধ্যমে পোশাকগুলো সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখুন। কিছু পোশাক যেমন টাওয়েল বা ট্রাউজার, যা বিশেষভাবে ব্যবহার করেন, সেগুলির জন্য একেকটি আলাদা অংশ রাখতে পারেন। ৪. জরুরি কাগজপত্রের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা-ঘরের অগোছালো ভাব তৈরির আরেকটি ব। কারণ হলো দরকারি কাগজপত্র, চাবি বা নিয়মিত খাওয়া ওষুধগুলো বিছানায় অথবা চেয়ারের ওপর রেখে দেওয়া।

NAME CHANGE

I LAKSHMAN CHAKRAVORTY S/O Late HARI CHARAN CHAKRA BORTY residing at Vill-Piali, P.O.-Kalaria, P.S.-Jibantala, South 24 Parganas-743363, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as LAKSHMAN CHAKRABORTY as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No 23606, Dated 19/02/2026. LAKSHMAN CHAKRAVORTY and LAKSHMAN CHAKRABORTY both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, JASIMUDDIN MANDAL, SO LATE CHHAMIRADDIN MANDAL JASIM MANDAL, SO LATE CHHAMIRADDIN MANDAL Vill- Chichuria, P.O- Chichuria, P.S. Nakashipara, District- Nadia, নামীয় ব্যক্তিগণ এক এবং অভিন্ন এবং সেই মর্মে মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তৃতীয়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া আদালত হইতে একটি হলফনামা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাং-০৫০২২০২৬১

NAME CHANGE

I ANGURA BEGUM W/O SANOWER MIRZA residing at Vill-Nimdighi Paschim Sekh Para, P.O.-Uluberia, P.S.-Uluberia, Howrah-711316, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANGURABEGUM MIRZA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 20/02/2026. ANGURA BEGUM and ANGURABEGUM MIRZA both are same and identical person.

NAME CHANGE

I PRANITA KHANNA W/O RAMANJEET SINGH CHATTHA residing at 28, Dr. Sundari Mohan Avenue, P.S.-Beniapukur, Kolkata-700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PRANITA K CHATTHA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 20/02/2026. PRANITA KHANNA and PRANITA K CHATTHA both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Jaydeb Roy s/o. Jayanta Roy residing at Barasat Christian Para P.O - Bhaduri, P.S - Taherpur, Dist - Nadia do hereby solemnly affirm that by mistake of my all Madhyamik Documents my name has been written as Joydeb Roy, s/o Joyanta Roy. Now I Jaydeb Roy s/o Jayanta Roy and Joydeb Roy slo Joyanta Roy am the same and one identical person vide an affidavit (No. 20AC509885) on 05.02.2026 before the Notary Public at Ranaghat.

NAME CHANGE

I, Deepak Khemka (old name) Son of Om Prakash Khemka , residing at Ps Magum Block-7, Flat-9B Vip Road Kaikhali Haldiram Opp Haj House Rajarhat Kolkata Pin-700052, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Deepak Kumar Khemka (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit, No 22, dated 20/02/2025. Deepak Kumar Khemka (New Name) and Deepak Khemka (old name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, BINAD SARKAR (old name) S/O - DWARIKANATH SARKAR residing at VILL & PO - MRIGI PS-TEHATTA DIST- NADI PIN -741165. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from BINAD SARKAR (old name) to BINOD SARKAR (new name) and henceforth, I shall be Known as BINOD SARKAR (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/02/2026. BINOD SARKAR (new name) & BINAD SARKAR (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anil Giri (Old Name) S/o Late Ram Bhajan Giri Residing at 63, Dr. Sarat Banerjee Road, P.o+P.s - Lake, District - Kolkata, Pin - 700029, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Anil Kumar Giri (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 20-02-2026. Anil Giri (Old Name) and Anil Kumar Giri (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SERAJUL HAQUE (old name) S/O - TAFUJUL residing at VILL - MAHISHBATHANI PO BARKOLPS & DIST - MALDA PIN -732128. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SERAJUL HAQUE (old name) to SERAJUL (new name) and henceforth, I shall be Known as SERAJUL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 20/02/2026. SERAJUL (new name) & SERAJUL HAQUE (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Faiaz Ahmed Mullick (Old Name) S/o Late Abdul Hamid Mallick Residing at Kaikhali (Mallick Para), P.o+P.s - Airport, District - North 24 Parganas, Pin - 700052, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Faiaz Ahmed Mallick (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat, vide affidavit no 7537 Dated 18-02-2026. Faiaz Ahmed Mullick (Old Name) and Faiaz Ahmed Mallick (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nemai Charan Manna (Old Name) S/o Jatindra Nath Manna Residing at Vill+P.o - Mansuka, P.s - Ghatal, District - West Medinipur, Pin - 721212, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Nimai Chandra Manna (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 20-02-2026. Nemai Charan Manna (Old Name) and Nimai Chandra Manna (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pranata Kr. Chattopadhyay (Old name). S/o Kali Kinkar Chattopadhyay, residing at Vill + P.O.-Bipratikuri, P.S.-Labpur, District Birbhum, Pin - 731303, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Pranata Kumar Chattopadhyay (New Name) as declared before the Judicial Magistrate, 1st Court, Bolpur. Birbhum vide affidavit dated. 19-02-2026. Pranata Kr. Chattopadhyay (Old Name) and Pranata Kumar Chattopadhyay (New Name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Abdul Khalek Mondal (Old Name) S/o Mahammad Hosen Mondal Residing at Pakhiura Pashim Para, Ramnagar, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abdul Khalil Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-02-2026. Abdul Khalek Mondal (Old Name) and Abdul Khalil Mondal (New Name) both are same and one identical person.

দোল ও পলাশ উৎসব উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে পুরুলিয়া, নিরাপত্তায় বাড়তি নজরদারি

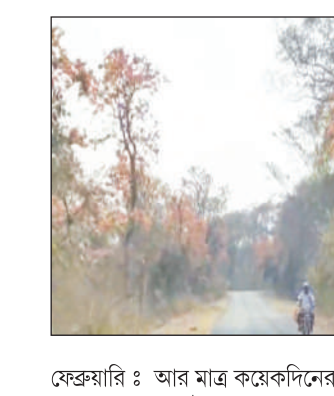

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। এরপরই দোল ও পলাশ উৎসব। ফাগুনের রঙে রাঙা হবে চারিদিক। পলাশের সাজে সেজে উঠবে সুন্দরী পুরুলিয়া। মার্চ ও এপ্রিলে পর্যটনের এই মরশুমে পুরুলিয়ায় ব্যাপক হারে পর্যটকের ঢল নামে। তাই এই সময় বন বিভাগের বাড়তি নজরদারি থাকে। উৎসব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে জেলা বন বিভাগ। দোল- হোলির কথা মাথায় রেখে ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত পুরুলিয়ার তিনটি বন বিভাগেই সমস্ত কর্মী-আধিকারিকের ছুটি বাতিলের নির্দেশ জারি করা হয়েছে। জঙ্গল ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় স্পেশাল পেট্রলিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বন দফতর ও পুলিশ যৌথভাবে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে অভিযান চালাবে। এছাড়াও বন বিভাগের বিশেষ অভিযানের পরিকল্পনা রয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বিশেষ অভিযান চালাবে পুলিশ, বন বিভাগ ও আবগারি দফতর। এছাড়াও থাকবে ড্রোনের মাধ্যমে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা। এই বিষয়ে পুরুলিয়া বন বিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহ বলেন, ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত বন বিভাগের সমস্ত স্টাফ অফিসারদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে কোনও প্রয়োজন ছাড়া ছুটি দেওয়া হবে না। বনকর্মীরা সব সময় এমার্জেন্সি অন ডিউটিতে থাকবেন। পর্যটকদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় ও বন্যপ্রাণের উপর যথাযথ নজরদারি থাকে সেই বিষয়ে বন কর্মী ও আধিকারিকেরা তৎপর থাকবেন। বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই মিটিং সম্পন্ন হয়েছে। মাদক সেবনের ক্ষেত্রেও পর্যটকদের বিশেষ সতর্ক বার্তা দেওয়া হচ্ছে। ঘন জঙ্গলে যাওয়ার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। দোল উৎসব ও পলাশ উৎসবে পুরুলিয়ায় বিরাট সংখ্যক পর্যটকদের আনাগোনা হয়। জেলার পর্যটন মানচিত্রে এই উৎসবের মরশুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোনও পর্যটক যাতে সমস্যার সম্মুখীন না হন, পাশাপাশি বন্যপ্রাণেরও যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেই কারণেই তৎপর বন বিভাগ।

অ্যাপ-বিভ্রান্তির অবসানঃ যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্যে এবার একচ্ছত্র রেলওয়ের 'রেলওয়ান অ্যাপ'

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় রেলের যাত্রীরা এক প্রকার 'ডিজিটাল যাযাবর' হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন একগুচ্ছ অ্যাপের গোলকধাঁধায় তাঁদের ক্লান্তির সীমা ছিল না। দূরপাল্লার ট্রেনের বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি অ্যাপ, শহরতলির লোকাল ট্রেনের জন্য অন্য একটি, আর ট্রেন ট্র্যাকিংয়ের জন্য হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন আরও একটি মাধ্যম। যাত্রার মূল ঝক্কি শুরু হওয়ার আগেই চলত আর এক ডিজিটাল যুদ্ধ-একাধিক পাসওয়ার্ড এবং বারবার লগ-ইন করার এক বিশৃঙ্খল সংগ্রাম। এখন সেই ডিজিটাল ক্লান্তি ও ঝক্কির চাকা অবশেষে থেমে গেছে। **রেলওয়ান (RailOne)-এর আত্মপ্রকাশ**- এটি এমন এক 'সুপার অ্যাপ', যা ভারতীয় রেলের বিশাল এবং অনেক সময় জটিল এই বাস্তুতন্ত্রকে একটি মাত্র মসৃণ ইন্টারফেসে নিয়ে আসার জন্য তৈরি করা হয়েছে। 'বন্দে ভারত'-এর উচ্চগতির আকাঙ্ক্ষাকে পাথেয় করে, 'রেলওয়ান' স্মার্টফোনকে বিরক্তির উৎস থেকে যাত্রীর শ্রেষ্ঠ ডিজিটাল সহচরে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। **একীভূত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র**- 'রেলওয়ান' মুন্সিয়ানা লুকিয়ে আছে এর 'এক-এর শক্তি' দর্শনে। সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য 'আইআরসিটিসি রেল কানেক্ট' আর লোকাল ট্রেনের ভিড়ের মধ্যে 'ইউটিএস-অন-মোবাইল' নিয়ে জাগলিং করার দিন এবার শেষ। এই নতুন প্ল্যাটফর্ম দুটিকেই একীভূত করেছে, যার ফলে রাজধানী এক্সপ্রেসের তৎকাল টিকিট থেকে শুরু করে সাধারণ প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিংবা মাসিক সিজন টিকিট (MST)-সবই এখন মাত্র কয়েকটি ট্যাপের মাধ্যমে বুক করা সম্ভব। নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রেও আনা হয়েছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। তৎকাল বুকিংয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যাত্রীদের যাতে 'পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়ার' বিড়ম্বনায় পড়তে না হয়, তার জন্য 'রেলওয়ান' নিয়ে এসেছে 'লেগাসি লগ-ইন' (Legacy Login) সুবিধা। এর মাধ্যমে আইআরসিটিসি বা ইউটিএস-এর বর্তমান ব্যবহারকারীরা সরাসরি তাঁদের পুরনো পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে পারবেন। এরপর লগ-ইন করার পর, ৬-অঙ্কের mPIN বা বায়োমেট্রিক ফেস আইডি নিশ্চিত করবে যে ব্যবহারকারী তাঁর গন্তব্যসূচি থেকে মাত্র কয়েক সেকেন্ড দূরে রয়েছেন। **চলন্ত পথে বুদ্ধিমত্তা**-শুধুমাত্র টিকিট বুকিং নয়, এই অ্যাপটি একাধারে রিয়েল-টাইম কনসিয়ার্জ বা ডিজিটাল পরিচারক হিসেবেও কাজ করবে। এর সমন্বিত 'লাইভ ট্রেন স্ট্যাটাস' এবং 'পিএনআর ট্র্যাকার' ট্রেনের বিলম্ব সংক্রান্ত সূক্ষ্ম তথ্য প্রদান করবে। অন্যদিকে, 'কোচ পজিশন ফাইন্ডার' প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের সেই চিরপরিচিত ছোটাছুটির অবসান ঘটাবে, কারণ এটি আগেভাগেই জানিয়ে দেবে ট্রেনের কোন কামরা ঠিক কোথায় এসে থামবে। যাঁরা ভ্রমণের পাশাপাশি ভোজনবিলাস প্রিয়, তাঁদের জন্য রয়েছে 'ই-ক্যাটারিং' সুবিধা, যার মাধ্যমে সরাসরি সিটেই খাবার পৌঁছে যাবে। এছাড়া, 'রেল মদত'-এর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে যে, চিকিৎসাগত সহায়তা বা পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত অভিযোগগুলো আর আমলাতান্ত্রিক গোলকধাঁধায় আটকে থাকবে না বরং সরাসরি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে যাবে। **রেলওয়ের ডিজিটাল উত্তরণ**-নগদহীন অর্থনীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে রেলওয়ে 'আর-ওয়ালেট' -এর ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এটি যে কেবল এক-ট্যাপ পেমেন্ট বা লেনদেন সহজতর করবে তাই নয়, বরং ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ দিতে অসংরক্ষিত টিকিটের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ ছাড় বা ক্যাশব্যাকের সুবিধাও প্রদান করবে-যা সাধারণ নিত্যযাত্রীদের জন্য পকেট-সাশ্রয়ী। রেল-ওয়ান কেবল একটি অ্যাপ নয় এটি ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে এক বিরাট বড় পদক্ষেপ। রেলওয়ে যখন এই সংযুক্ত যুগের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন সাধারণ মানুষের কাছে বার্তাটি স্পষ্ট ঃ পথ ও রেললাইন হয়তো একই আছে, কিন্তু যাত্রাপথ এবার হয়ে উঠল অভাবনীয়ভাবে আরও বুদ্ধিদীপ্ত ও সাবলীল।

গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে আজ অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে বাঁশ ও বেতের তৈরি কুটির শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ প্লাস্টিকের থাবায় বিপন্ন গ্রাম বাংলার কুটির শিল্প। নদীয়া-সহ গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে আজ অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে বাঁশ ও বেতের তৈরি কুটির শিল্প। একসময় যে শিল্প গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম ভরসা ছিল, আজ তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে প্লাস্টিকের দাপটে। কারিগরদের অভিযোগ, গ্যাট চুক্তির পর বিদেশি ও দেশীয় প্লাস্টিক সামগ্রী সহজলভ্য হয়ে ওঠায় দেশীয় কুটির শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগে আমের মরশুম এলেই নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় বাঁশের কঞ্চি ও বেত দিয়ে তৈরি আম রাখার ঝুড়ির চাহিদা ছিল চোখে পড়ার মতো। সারা বছর ধরেই তৈরি হতো কুলো, গাছ ঘেরা, ঝুড়ি-সহ নানা সামগ্রী। তখন অর্ডার সামলাতে হিমশিম খেতেন কারিগররা। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে সেই চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বাজার জুড়ে ছেয়ে গেছে হালকা ও সস্তা প্লাস্টিকের ক্যারেট ও পাত্র। কারিগরদের মতে, প্লাস্টিকের এসব সামগ্রী পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও সেই বিষয়টি কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না।

ফলে ধীরে ধীরে মুখ থুবড়ে পড়ছে প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এই শিল্প। বর্তমানে হাতেগোনা কিছু কারিগরই এই পেশায় টিকে আছেন। অর্ডার আসে খুবই সামান্য। এখন যে ঝুড়িগুলি তৈরি হচ্ছে, তার পাইকারি দাম মাত্র ৯০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই স্বল্প আয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে শিল্পীদের জন্য। ফলে নতুন প্রজন্ম এই পেশায় আসতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কারিগরদের আশঙ্কা, বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে অচিরেই হারিয়ে যাবে গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প।

গণরোষের আগুনে মা-মেয়ে, দীর্ঘ ৯ বছর পর কড়া রায় চুঁচুড়া আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ ছেলেধরা সন্দেহে মা-মেয়ে এবং তাঁদের গাড়িচালককে পুড়িয়ে খুনের চেষ্টার ঘটনায় দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার পর দৃষ্টান্তমূলক রায় দিল হুগলির চুঁচুড়া আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক আদালত। মোট ২৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে গোপাল রায় ও পূর্ণিমা মালিক নামে দু'জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বাকি ২৩ জনকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক পীযূষকান্তি রায়। শুক্রবার সাজা ঘোষণা হয় আদালতে। ঘটনাটি ২০১৭ সালের ২১ জানুয়ারি হুগলির বলাগড়ের আসানপুর গ্রামে। সেদিন মা ও মেয়ে এবং তাঁদের গাড়ির চালককে ঘিরে ধরে একদল গ্রামবাসী। ছেলেধরা সন্দেহে তাঁদের বেধড়ক মারধর করা হয়। অভিযোগ, পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁদের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গাড়ির ভিতরে থাকা তিন জনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। মুহূর্তে এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উত্তেজিত জনতার রোষের মুখে পড়তে হয় তাঁদেরও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে এক সিভিক ভলান্টিয়ার তিরবিদ্ধ হন। জখম হন মোট ১১ জন পুলিশকর্মী। তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে পুলিশকে উদ্ধারকাজ চালাতে হয়। শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত পরিবারকে সেখান থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই ঘটনার পর ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জেলায়। তদন্তে নামে পুলিশ। সরকারি পক্ষ মোট ২৭ জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করে। তদন্তকারী অফিসার ছিলেন অলোক চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘ শুনানি, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও নথিপত্র খতিয়ে দেখে আদালত ২৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে। সরকারি আইনজীবী জয়ন্ত সাহা আদালতে সওয়াল করেন। তিনি জানান, আক্রান্ত পরিবারকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশও আক্রান্ত হয়েছিল, তবুও তারা দায়িত্ব থেকে সরে যায়নি। সঠিক তদন্ত করে চার্জশিট পেশ করার ফলেই এই রায় সম্ভব হয়েছে। মুখ্য সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'একটি মামলায় এক সঙ্গে ২৫ জনের সাজা ঘোষণায় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন অলোক চট্টোপাধ্যায়। বিবাদী পক্ষের মোট সাত জন আইনজীবী ছিলেন।'' সরকারী আইনজীবী জয়ন্ত বলেন, 'পুলিশ একটি পরিবারকে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল। তার পরেও কর্তব্যে অবিচল থাকে। ঠিকঠাক তদন্ত করে চার্জশিট দেয় তারা। তার প্রেক্ষিতে আদালত রায়দান করল।'' ২০১৭ সালের সেই ভয়াবহ দিনের স্মৃতি এখনও অনেকের মনে তাজা। দীর্ঘ নয় বছরের আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত হওয়ায় আক্রান্ত পরিবার এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে। আদালতের এই রায় ভবিষ্যতে এ ধরনের গুজব-প্রসূত হিংসার বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ নিজের বাড়িতে ঘরের মধ্যে মাঝবয়সী এক মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল। শুক্রবার সাতসকালে এমনই ঘটনাকে ঘিরে জোর চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার ইংরেজবাজার থানার মিলকি অঞ্চলের খাসকোল কীর্তনভিটা এলাকায়। মৃত মহিলার নাম দয়া চৌধুরী। ইঁট দিয়ে থেতলে তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মিলকি ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠায়। পাশাপাশি পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই মহিলার দুই মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে রয়েছে। স্বামী গত এক বছর আগে মারা গিয়েছেন। ওই মহিলা একাই বাড়িতে থাকতেন। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতেও তিনি মেয়েদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর শুক্রবার সকালে গোয়ালা ওই মহিলার বাড়িতে দুধ দিতে যান। অনেক ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ঘর খোলেননি তিনি। এরপর খবর পেয়ে তাঁর এক মেয়ে-সহ পাড়া প্রতিবেশীরা গিয়ে ঘরের দরজা ভাঙেন এবং ঘরের মেঝেতে দয়া চৌধুরীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পাশেই পড়ে ছিল একটি ইঁট। যা দেখে পরিবার-সহ গ্রামবাসীরা সন্দেহ করেন, কেউ বা কারা ইঁট দিয়ে থেঁতলে ওই মহিলাকে খুন করেছে।

কুলটিতে মাকে গুলি করে আত্মঘাতী ছেলে, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে মাকে গুলি করে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন যুবক। তারপর নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হন যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের কুলটি থানার কলেজ রোডের রামকৃষ্ণ সরণীতে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, ওই যুবকের নাম রাজা মুখোপাধ্যায়। মৃত রাজা মুখোপাধ্যায় বেসরকারি কারখানার বন্দুকধারী নিরাপত্তারক্ষী (গানম্যান) ছিলেন। দিনভর নেশা করতেন বলে জানা গেছে। প্রায়ই মা-বাবাকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতো সে। দিতে রাজি না হলে প্রবল অশান্তি করত যুবক। বাবা-মাকে মারধরও করতেন বলে অভিযোগ। বেশ কিছুদিন ধরে বাড়ি বিক্রির জন্য বাবাকে চাপ দিচ্ছিলেন রাজা। তা নিয়েই বুধবার চরমে ওঠে অশান্তি। জানা যায়, প্রথমে রাজা তাঁর বাবা দয়াময়কেবাবুকে মারধর করেন। প্রাণে বাঁচতে তিনি চলে যান মেয়ের বাড়ি পুরুলিয়া। বৃহস্পতিবার ফের অশান্তি শুরু করেন রাজা। অভিযোগ, তখনই মাকে (সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়) গুলি করেন যুবক। এরপর আগুন ধরিয়ে দেন বাড়িতে। তারপরই পরিস্থিতির জটিলতা বুঝে নিজের মাথায় গুলি চালান যুবক। প্রতিবেশীরা খবর দেন থানায় ও দমকলে। আগুন নিভিয়ে দুজনে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই দেহদুটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মেমারিতে পুকুর সংস্কার করতে গিয়ে উদ্ধার প্রাচীন বিষ্ণু মূর্তি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ মেমারি থানার অন্তর্গত বড়র গ্রামে পুকুর সংস্কারের কাজ চলাকালীন মাটির নিচ থেকে উদ্ধার হলো প্রায় ৮০০ থেকে ৯০০ বছরের প্রাচীন একটি পাথরের বিষ্ণু মূর্তি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর অঞ্চলের বড়র গ্রামের ভেবারপাড় এলাকায় একটি পুকুর সংস্কারের কাজ চলছিল। জেসিবি মেশিন দিয়ে মাটি কাটার সময় হঠাৎই শক্ত কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে মেশিনের সামনের অংশে। এরপর মেশিন চালক সতর্কভাবে মাটি সরাতেই ধূসর-কালো রঙের প্রায় দেড় ফুট উচ্চতার একটি বিষ্ণু মূর্তি চোখে পড়ে। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। মূর্তিটি পরিষ্কার করে প্রথমে গ্রামের একটি মন্দিরে রাখা হয়। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে পুলিশ শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মূর্তিটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। মেমারি থানার ওসি প্রীতম বিশ্বাস জানান, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে মূর্তিটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম ও কলা বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মূর্তিটির প্রাচীনত্ব, নির্মাণকাল ও উপাদান পরীক্ষা করে দেখবে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ সর্বজিত যশ জানিয়েছেন, সেন যুগে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে এবং সেই সময় ব্যাপক হারে প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণু মূর্তি স্থাপন ও পূজার প্রচলন ছিল। প্রাথমিকভাবে এটি সেন যুগের বলেই অনুমান করা হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণের পরই নির্দিষ্ট সময়কাল ও নির্মাণ উপাদান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। উল্লেখ্য, বড়র গ্রাম পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত। এই আবিষ্কার স্থানীয় ইতিহাসচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেই মনে করছেন এলাকাবাসী।

উদ্ধার নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে ছক ছিল পাচারকারীদের এমনটাই অনুমান পুলিশের। ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকায়। সূত্রের খবর, রাতে নদিয়ার মাজদিয়া বানপুর রোডে পিঠে ব্যাগ নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল পাচারকারীরা। সন্দেহ হয় পুলিশের। তল্লাশি অভিযান শুরু করতেই ব্যাগগুলি থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ২৫০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। যদিও পুলিশ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে। অন্যদিকে, এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর আগেও ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় সারা ফেলে দিয়েছিল গোটা জেলা জুড়ে। এবার বাংলাদেশে পাচারের আগেই পুলিশের আবারও বড়সড় সাফল্য।

সড়ক নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধাতলা গ্রামে শুক্রবার প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তার শিলান্যাস করা হলো। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব নিজে উপস্থিত থেকে এই নতুন রাস্তা নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে মেয়রের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, জেলা পরিষদ সদস্য মণীষা রায় এবং প্রধান রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি -র তত্ত্বাবধানে এবং এসডিআরএফ তহবিল থেকে প্রায় ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তাটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা এই এলাকায় একটি পাকা রাস্তার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হওয়ায় গ্রামবাসীর মধ্যে আনন্দের জোয়ার দেখা দিয়েছে। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এই রাস্তাটি তৈরি হলে যাতায়াতের দুর্ভোগ কমবে এবং এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নতুন গতি আসবে।

Block Development Officer Suti-I Development Block
Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 09/APAS/2025/Dev. (5 th Call), Date: 18.02.2026 under APAS, vide Memo No: 664(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 18.02.2026, Total No. of Scheme 08 (Eight) nos. Last date of Application : 25.02.2026 upto 5.00 pm. 2. NIT No:- 27/APAS/2025/Dev.(2 nd Call), Date: 18.02.2026 under APAS, vide Memo No: 665(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 18.02.2026, Total No. of Scheme 06 (Six) nos. Last date of Application : 25.02.2026 upto 5.00 pm. Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/- Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

ইন্ডিয়ান পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন

১ম তল, এনবিসিসি প্লেস, সাউথ টাওয়ার, বি.পি. মার্গ, লোধি রোড, নয়া দিল্লি-১১০০০৩, ফোন নং.-০১১-২৪৩৬৯০৬১/৬৩
ইমেলঃ ipa@nic.in

আইপিপিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিয়োগ

IPA/PHRD/Recruitmene-tMD IPGL/2026 তারিখঃ ২১.০২.২০২৬

ইন্ডিয়ান পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইপিএ) আইপিজিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করছে। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনটি http://www.ipa.nic.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

CBC 37203/12/0010/2526 প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill- Chanditala PO- Chanditala Dist-Hooghly West Bengal

Tender are invited by the Prodhan of Chanditala Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no-105/CGP dt 19.02.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_1011441_1** Publish Date 20.02.2026 10.00 AM Name of The Work: Drinking Water Facility with Cooler and RO Filter at Gutul Pan Para at Sansad XIII ; Estimated Amount- Rs. 947499.00 ,Fund:- XV Finance Commission (TIED) **SL. NO 2:-NIT no-106/CGP dt 19.02.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_1011447_1** Publish Date 20.02.2026 10.00 AM Name of The Work: Drinking Water Facility with Cooler and RO Filter at Brahamandanga Mandir Dhar at Sansad XVII ; Estimated Amount- Rs. 947499.00 ,Fund:- XV Finance Commission (TIED) **SL. NO 3:-NIT no-107/CGP dt 19.02.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_1011452_1** Publish Date 20.02.2026 10.00 AM Name of The Work: Construction of Drain from HO Joydeb Boral to St Stiphen School at Sansad no VIII ; Estimated Amount- Rs. 156690 .00 ,Fund:- XV Finance Commission (TIED) **Completion Time- 30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **26.02.2026, 11.00 AM,** DATE of opening technical & Financial BID **28.02.2026 11.00 AM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ইলেক্ট-সিএইচজি-২৫-২৬-আবাদা-৪১। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/ সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন কর্তৃক নিম্নলিখিত বিশদ অনুসারে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে সম্মানীয় যোগ্য ঠিকাদারদের নিকট থেকে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। মাননীয় ঠিকাদারগণকে কেবলমাত্র অনলাইনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে বলা হচ্ছে। কোনো অফলাইন দরপ্রস্তাব এই টেন্ডারের জন্য গৃহীত হবে না। বিশদের জন্য নথি অংশে আপলোড করা টেন্ডার নথি ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে। **কাজের নাম ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনে আবাদা (এবিবি)/সাঁকরাইল গুডস স্টেশনে কম্বাইন্ড ক্রু লবি সমেত ১০০ শয্যার রানিং রুমের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯০,৭২,৫৪৮.৭৭ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,৮১,৫০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ প্রদত্ত হয়েছে।

(PR-1213)

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/327/2026, Date:- 20/02/2026

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 6(Six)Nos. different works: Construction of Drain on 3(three)places and Sinking of Tubewell at 3 (Three) different places. Bid submission start date (online):- 20.02.2026 at 06.55 pm. Bid Submission closing date (online):- 28.02.2026 at 01.00 pm. Date of opening:- i) TECHNICAL BID-02.03.2026, 01.05 PM AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405

TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Twenty Two(22)** nos works vide **E-NIT No:55/APAS/BDO/HPL/2025-2026(2 call) & 37/BDO/HPL-2025-26, Dated-19/02/2026 of Haripur Kinkarbat & Haripal Sahadev Gram Panchayat** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

TARAKESWAR MUNICIPALITY
E-TENDER NOTICE

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development& Maintenance workwithinTarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2026_MAD_1011866_1	21.02.2026	02.03.2026	05.03.2026
2	2026_MAD_1011866_2	21.02.2026	02.03.2026	05.03.2026
3	2026_MAD_1011957_1	21.02.2026	12.03.2026	16.03.2026
4	2026_MAD_1012012_1	21.02.2026	12.03.2026	16.03.2026

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

Sd/- **Chairman,**
Tarakeswar Municipality

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

(1) NIeT No. KGP/127/BEUP/eNIT/25-26, Reference No. HOW/SANK/KGP/NIT/10/25-26 Dated: 19/02/2026

For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the work Proposed Estimate for Construction of Road Protecting Guard Wall. Document download/sale date from **19.02.2026 16:30 Hrs to 25.02.2026 16:30 Hrs**. Bid submission end date **up to 25.02.2026 16:30 Hrs.** Bid Opening Date: 27.02.2026 at 16.30 Hrs. For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

টেলিকম নেটওয়ার্কের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ১৩আরটি অব ২০২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং.ঃ** এন-২০২৫-২৬-১৩আরটি-ডিওয়াই. সিএসটিই-এনডব্লিউ, **কাজের নামঃ** ডিওয়াই. সিএসটিই/নেটওয়ার্ক, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, এইছকিউ-এর অধীনে টেলিকম নেটওয়ার্কের মেরামত, পুনরুদ্ধার, বর্ধন/পরিবর্তনের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭৮,৩৩,৭৫১ টাকা। **বিড সিকিউরিটিঃ** ১,৫৬,৭০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১২-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১২-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. সিগন্যাল ও টেলিকম
ইঞ্জিনিয়ার/নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Lost Deed

It is hereby notified that Sri. Sudhan Das, the owner of the property being ALL THAT Shop Room Being No. 1, measuring Super Built Up Area 169 Sq. ft. be the same a little more or less, on the Ground Floor, West Facing on the Southern Part of the Multi Storied Building, located at ALL THAT piece and parcel measuring about 4 Cottahs 5 Chittacks 19 Sq. ft., lying and situated at Mouza- Dhakuria, comprised in Dag No. 1703, corresponding to Khatian No. 818, J.L. No. 18, Ward No. 92, Premises No. 26A/1A/2, Jheel Road, within the limits of Kolkata Municipal Corporation, P.S. Kasba, ADSR Alipore & Sealdah and DSR Alipore, in the District of South 24 Parganas, Kolkata-700031, has lost/misplaced the original Title Deed pertaining to the said property, i.e. Sale Deed dated 09.02.1996, duly registered in the office of DSR. III, Alipore and recorded in Book No. I, as Being No. 3633 for the year 1999 and the said loss / Misplacement of the said Deed has been recorded vide GDE No. 1343 dated 20.01.2026 with Garfa Police Station. Any person/s/institution/entity having found the said Deed or having any claim, right, title and/or interest in the aforesaid property/Deed should lodge a written claim with us, together with the documentary proof thereof within 7 days from this date, failing which, no such claim shall be entertained.

Sd/- Mr. Sushanta Majumdar
Advocate
M M Associates
Karnani Mansion
Room No.-528, 5th Floor,
27A Park Street,
Kolkata-700016

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/326/2026, Date:- 20/02/2026

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 5 (Five) Nos. work: Construction of concrete road. Bid submission start date (online):-20.02.2026 at 06.55 pm. Bid Submission closing date (online):- 28.02.2026 at 01.00 pm. Date of opening:- i) TECHNICAL BID- 02.03.2026, 01.05 PM AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN BIRGRAM GRAM PANCHAYAT
VILL: BIRGRAM, PO.:BIRGRAM, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER BAGHMUNDI DEVELOPMENT BLOCK

TENDER NOTICE
NIT No.: BGP/NIT-05-06/2025-2026 dt. 19/02/2026

Sealed tender in prescribed tender form of BIRGRAM GP is hereby invited from the eligible, reliable and bonafied contractors for similar type of works. The schedule of the tender process is as follows. 1. Date and Time of Tender Form Issue: **19/02/2026 to 02/03/2026 upto 12 PM**. 2. Date and Time of Dropping Tender Form: **19/02/2026 to 02/03/2026upto 2 PM**. 3. Date and time of opening of the tender: **02/03/2026 at 3 PM.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned.

Sd/- Pradhan
BIRGRAM GRAM PANCHAYAT

প ঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের
1000-15/22/2024 নং 27/02/2024
তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এইমর্মে বিজ্ঞপিত হইতেছে যে, শ্রীমতী শম্পা দাস, শ্রীমতী মনোরমা শীট, শ্রী অসীম কোলে, শ্রীমতী অর্চনা আদক, শ্রীমতী বকুল সাহা প্রত্যেকের পিতা শ্রী বাসুদেব কোলে পিতা স্বর্গীয় ভোলানাথ কোলে। ঠিকানা ৫ নং গোপাল মিশ্র লেন, থানা- শ্যামপুকুর, কলিকাতা। গত ইংরাজি ৩০.০৩.১৯৯৯ তারিখে ১৪৩০ নং দলিলমূল্যে (Additional District Sub-Register/ HOWRAH রেজিস্ট্রি অফিস) শ্রী প্রহ্লাদ কোলে পিতা স্বর্গীয় ভোলানাথ কোলে, ঠিকানা ৫ নং গোপাল মিশ্র লেন, থানা-শ্যামপুকুর, কলিকাতা। কর্তৃক সম্পাদিত ০৩৯১ নং আমমোক্তারনামা (District Sub-Register/HOWRAH রেজিস্ট্রি অফিস) মারফত হাওড়া জেলার বালী জগাছা ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং MN/2026/0503/1355, MN/2026/0503/1356, MN/2026/0503/1357, MN/2026/0503/1357, MN/2026/0503/1358 ও MN/2026/0503/1359 মিউট্রেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনের এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর অপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস. ডি. এল. এন্ড বি. এল. আর. ও অমিশেলামিষ্টি রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ততথ্য সহ আপত্তি জমাদিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরিউক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।

তপশীলঃ-
ব্লকঃ- উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ।
মৌজাঃ-বাইগাছি
জে. এল. নং.- ১
রায়তের নামঃ- সনৎ হাজরা ও বিশ্বনাথ হাজরা
খতিয়ান নং.-এল আর.-৫০২ /১ ও ৭৪৭/১
দাগ নং.- এল আর-১৯৩৮
পরিমাণ নং.-০.০২০০, ০.০২০০, ০.০২০০, ০.০২০০ ও ০.০২০০ একর
আমমোক্তার দাতাঃ শ্রী বৈদ্যনাথ প্রধান পিতা স্বর্গীয় মনিদ্রনাথ প্রধান
আমমোক্তার গ্রহিতাঃ- শ্রী প্রহ্লাদ কোলে পিতা স্বর্গীয় ভোলানাথ কোলে

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No- EGP/140 Dt-20/02/2026.** Last Dt. of application **27/02/2026 up to 15:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

(1) NIeT No. KGP/118/eNIT/25-26, Reference No. HOW/SANK/KGP/NIT/09/25-26 Dated: 13/02/2026

For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the total 9 (Nine) Nos. different works. Document download/sale date from **13.02.2026 16:30 Hrs to 19.02.2026 16:30 Hrs.** Bid submission end date **up to 19.02.2026 16:30 Hrs.** Bid Opening Date: **21.02.2026 at 16.30 Hrs.** For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ এখানে দেখুনঃ **www.hmcgov.in**
প্রকৌশল বিভাগ (জল সরবরাহ)

Memo No-ED/WS/153/25-26 **Date-19.02.2026**

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি
ই-টেন্ডার নোটিশ নং.
WB-HMC/TN/ED/WS/16/25-26, **Date-31.01.2026**

দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হওয়ার কারণে, উপরোক্ত দরপত্রের কিছু তারিখ নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হবে-
অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৬-০৩-২০২৬ বিকাল ১.০০ টা পর্যন্ত, ২১-০২-২০২৬ এর পরিবর্তে ১.০০ টা পর্যন্ত।
টেকনিক্যালি যোগ্য দরদাতাদের তালিকা আপলোড করার তারিখ (অনলাইন)ঃ ০৯-০৩-২০২৬ বিকাল ১.০০ টা, ২৪-০২-২০২৬ এর পরিবর্তে ১.০০ টা পর্যন্ত। উপরোক্ত দরপত্রের অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৩০৮(১) / ২৫-২৬
২০।২ ।২০২৬

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

Corrigendum for Time Extension

Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "SITC of Air-Conditioning system at the Accounts Section at 5th floor and the University Branch, East Block at 6th floor of Higher Education Department, Bikash Bhawan, Salt lake, Kol-91." Electrical Installation work" Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-145/2025-26 & e-Tender ID No. 2026_ WBPWD_995533_1

Bid submission Closing Date (Online)	20.02.2026 up to 11:00 Hrs	27.02.2026 up to 11:00 Hrs
Technical Did Opening Date	23.02.2026 at 11:05 Hrs.	02.03.2026 at 11:05 Hrs.

Details may be downloaded from etender.wb.nic.in.

SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

OFFICE OF THE PRADHAN ANARA GRAM PANCHAYAT
VILL & POST – ANARA, DIST. – PURULIA (W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK

e-TENDER NOTICE
NIT Memo No - 52/AGP/2025 Dated – 18.02.2026
NIeT No – WB/PUR/PARA/ANARA/4/AGP/2026

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Anara Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I : Techno-commercial Bid, Part II : Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/**. 1. Date and Time of Bid Submission: from **19/02/2026 to 27/02/2026 upto 4.00 pm** 2. Date and time of Bid opening **02/03/2026 at 11.00 am**. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/-
Pradhan
Anara Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE

Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality. invites Tender for Laying of Pipe Line Including Supply of Pipe & Accessories in Ward No-10&18, Construction of Cement Concrete Road & sidewall in Ward No-14, Extension Work For Construction Of Municipal Car Parking Shed For SWM Vehicle at The Proposed Municipal Land Beside Durgapur Expressway In Ward No-12 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e NIT-145,146,147&148/2025-26** Bid Submission closing date (Online) **02/03/2026** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Office of the Board of Administrators BUNIADPUR MUNICIPALITY
Buniadpur, Dakshin Dinajpur

e-TENDER

Tender are hereby invited from the eligible contactors/suppliers for the different works as specified in NIT No.-391/N-220/BPM/2026, NIT No.- 392/N-221/BPM/2026, NIT No.- 393/N-222/BPM/2026, NIT No.- 394/N-223/BPM/2026, NIT No.- 395/N224/BPM/2026, NIT No.- 396/N-225/BPM/2026, NIT No.- 397/N-226/BPM/2026, Dated. 19/02/2026, Closing date-12/03/2026, 6.55 PM. For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

SD/- Chairperson
Buniadpur Municipality

এক দশক পর ফাইনালে কর্নাটক

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষার পর আবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে কর্নাটক। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ড্র হলেও প্রথম ইনিংসের বিশাল লিডের জোরে ১১ বছর পর নামতে চলেছে শিরোপা দখলের লড়াইয়ে। ফাইনাল শুরু ২৪ ফেব্রুয়ারি। প্রতিপক্ষ-প্রথমবারের ফাইনালিস্ট জম্মু ও কাশ্মীর। লখনউয়ে সেমিফাইনালের শেষ দিনে ২৯৯৬ থেকে শুরু করে ৩২৩ রানে গুটিয়ে যায় কর্নাটক। কিন্তু প্রথম ইনিংসের বিপুল লিডই কার্যত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। মোট ৮২৬ রানের সামগ্রিক ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডের আর ফেরার রাস্তা ছিল না। দ্বিতীয় ইনিংসে লড়াই করলেও ফল পাল্টাতে পারেনি। অবনীশ সুদা ৬৬, সচিন রাওয়াত অপরাজিত ৫৩ এবং অভয় নেগি অপরাজিত ৫৭ রান করেন। একসময় ১৫৬৬ করে চাপ বাড়ালেও, রাওয়াত-নেগির ১০৪ রানের জুটির সৌজন্যে ম্যাচ ড্র। চা-বিরতির পর দুই অধিনায়ক হাত মেলান। উত্তরাখণ্ড শেষ করে ২৬০৬। কর্নাটকের জন্য এই

ফাইনাল স্মরণীয়। শেষবার ২০১৪-১৫ মরসুমে আর বিনয় কুমারের নেতৃত্বে শিরোপা জয়। সেই সোনালি অতীত ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫-দুই মরসুমে রঞ্জি, ইরানি ও বিজয় হাজারে ট্রফি জিতে গড়েছিল ইতিহাস। বর্তমান দলে সেই সাফল্যের সাক্ষী কয়েকজন-কে এল রাহুল, করুণ নায়ার, ময়াঙ্ক আগরওয়াল, শ্রেয়স গোপাল। অভিজ্ঞতার এই সেতুবন্ধনই চলতি অভিযানে বাড়তি ভরসা জোগাচ্ছে। অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর প্রথমবারের মতো ফাইনালে। সেমিফাইনালে তারা বাংলাকে হারিয়েছে ছয় উইকেটে। তাদের সামনে এখন নয়া ইতিহাস লেখার হাতছানি। এদিকে ফাইনালের আগে কর্নাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে চলা নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কারণে কাজ চলছে। যে কারণে খেলা সরানো হয়েছে হুব্বলিতে। কেএসসিএ-র মুখপাত্র বিনয় মৃত্যুঞ্জয়ের বক্তব্য, দর্শকদের সুবিধা ও নিরাপত্তার মান বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত, যা বিসিসিআইয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে নেওয়া হয়েছে। উপরন্তু এই জায়গা বদলকে 'আশীর্বাদ' উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ভেঙ্কটেশ প্রসাদের নেতৃত্বাধীন নতুন কমিটির লক্ষ্য-বেঙ্গালুরু ছাড়িয়ে রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্রেও বড় ম্যাচ আয়োজন, যাতে রাজ্যজুড়ে ক্রিকেটের প্রসার ঘটে।

অভিষেককে নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের পথে বোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচেই বাদ?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ২২ তারিখ থেকে সুপার এইটের লড়াইয়ে নামছে ভারত। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। চলতি বিশ্বকাপে ভারত একটিও ম্যাচে না হারলেও চিন্তায় রাখছে অভিষেক শর্মার অফ ফর্ম। চারটের মধ্যে তিনটে ম্যাচে খেলে তিনি এক রানও করতে পারেননি। অপ্রত্যাশিত রেকর্ড করেছেন। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর অসুস্থতা। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, সুপার এইটের ম্যাচে খেলবেন তিনি? দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাদ দেওয়া হবে তাঁকে? আমেরিকা ম্যাচের পর অসুস্থতার কবলে পড়েন অভিষেক শর্মা। পেটের সমস্যার জন্য তাঁকে হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়। যার ফলে তাঁর ওজন কমেছে এবং ডায়েটেও আমূল বদল এসেছে।

সেই দুর্বল শরীর নিয়ে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেছেন। তার পর নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধেও রাখা হয়েছে তাঁকে। অসুস্থতার পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম ছাড়ায় তাঁকে নামানোর জন্যই কি ব্যর্থ হয়েছেন তিনি? এই প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে বাদ দিয়ে খেলানো হতে পারে সঞ্জু স্যামসনকে। টপ অর্ডারে অভিষেকের বিকল্প হিসেবে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। তিনি নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলে ২২ রান করেন। রেড হট ফর্মে সঞ্জু না থাকলেও অভিষেকের থেকে তাঁর অবস্থা ভালো। তবে সঞ্জু আবার গত কয়েকটা ম্যাচে বড় ইনিংস খেলতে পারছেন না।

ফলে সুপার এইটের আগে প্রথম একাদশ তৈরি নিয়ে সমস্যায় সূর্যকুমার যাদব। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে দলের প্রথম একাদশ কেমন হবে সেটা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও সামগ্রিক ছবিটা দেখলে এগিয়ে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। এর কারণ, অবশ্যই তাঁর ফর্ম। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অভিষেকের উপর চাপ দেওয়ার থেকে সঞ্জুকে খেলানো দরকার। ভারত সেমি ফাইনাল বা ফাইনালে প্রবেশ করলে তখন অভিষেক শর্মাকে লাগবে, ফলে তাঁকে ফিট ও ফর্মে ফেরার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

।। দেখে নিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের সম্ভাব্য প্রথম একাদশ ।।

ঈশান কিষান, সঞ্জু স্যামসন, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, রিঙ্কু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, জশপ্রীত বুমরা

।। ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা হেড-টু-হেড রেকর্ড ।।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে এগিয়ে রয়েছে ভারত। ৩৫টার মধ্যে ২১টা ম্যাচে জিতেছে তারা। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে ১৩টা ম্যাচে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত এগিয়ে প্রোটিয়াদের থেকে। ৫টা ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে দুটোয়। যারমধ্যে সেরা হচ্ছে ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল। যেখানে ভারত ৭ রানে জেতে।

অভিষেকের পর আমিরের নয়া ভবিষ্যদ্বাণী

শেষ চারে যাবেন না সূর্যকুমারের দল!

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্ব শুরুর আগেই নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার মহম্মদ আমির। সম্প্রতি একটি টিভি শোতে তিনি দাবি করেছেন, ভারত সেমিফাইনালে উঠতে পারবে না। তাঁর মতে, সুপার এইটে গ্রুপ এ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজই শেষ চারে জায়গা করে নেবে। ভারতের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং জিম্বাবোয়ে। এই চার দলই গ্রুপ পর্বে চমকার খেলে সুপার এইটে উঠেছে। আমিরের যুক্তি, গ্রুপ পর্বে একাধিক ম্যাচে ভারতের ব্যাটিংয়ে ধস নেমেছিল। বড় ম্যাচে সূর্যকুমার যাদবের দলের ব্যাটিং চাপ সামলাতে পারবে না। এর আগে তিনি ভারতের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার অভিষেক শার্মাকে 'স্লগার' বলেও মন্তব্য করেছিলেন। যা ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। কিন্তু আমিরের সেই বক্তব্যকে ভুল প্রমাণিত করতে পারেননি অভিষেক। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শূন্য করে আউট হয়েছে। এ বার সেই আমির নতুন বিতর্ক বাঁধিয়ে দিয়েছেন। বিশ্বকাপে এখনও ভারত যা খেলেছে, সেই পারফরম্যান্সের নিরিখে সূর্যদের হালকা নেওয়া যাবে না। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ভারত গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকে সুপার এইটে উঠেছে। চাপের মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও যে রয়েছে, তাও প্রমাণ করেছেন শিবম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়ারা। ২০২৩ সারে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পর থেকে আইসিসি ইভেন্টে ভারতের ধারাবাহিকতা অনবদ্য। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৫

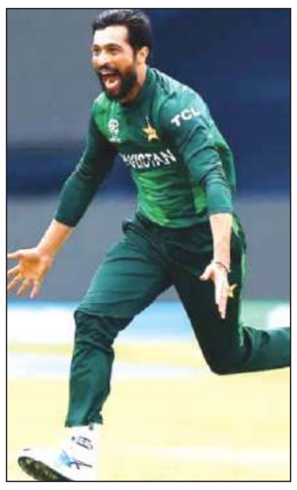

সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ভারত ছিল অপরাজিত। পরিসংখ্যান বলছে, বর্তমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ৪৫টি ম্যাচের মধ্যে ৩৭টায় জিতেছে ভারত। এমন অপ্রতিরোধ্য দলকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে আমির কি বাড়াবাড়ি করে ফেললেন, সেই প্রশ্ন কিন্তু উঠছে। কী বলেছেন আমির? প্রাক্তন বাঁ হাতি পেসারের কথায়, ''যদি ভারতের ম্যাচের দিকে তাকান, দেখবেন ওদের ব্যাটিং সব ম্যাচেই ভেঙে পড়েছে। সুপার এইটের ম্যাচে কিন্তু প্রবল চাপ থাকবে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে ভাবে গ্রুপের ম্যাচে খেলে নকআউটে পা রেখেছে, যে কোনও টিমকে হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।'' টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট অনিশ্চয়তায় ভরা। এক-দুটো খারাপ ওভার ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুটি দলই শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ। ভারতের চিন্তার কারণ, টপ অর্ডারের বেশ কয়েকজন ব্যাটার ছন্দে নেই। যদি তাঁরা ফর্মে ফেরেন, যে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই সেরাটা দিতে পারবে ভারতীয় দল। বোলিং বিভাগেও বৈচিত্র্য রয়েছে ভারতের। যে কোনও ব্যাটিং লাইনআপকে চাপে ফেলতে পারেন বুমরা, বরুণরা। সুপার এইটের সূচি অনুযায়ী, ভারত প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে। তারপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচ। শেষ ম্যাচ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। আমিরের মন্তব্যে বিতর্ক উস্কে দিলেও শেষ কথা বলবে মাঠের পারফরম্যান্সই। এখন দেখার, সমালোচনাকে জবাব দিয়ে ভারত কি আবারও সেমিফাইনালের নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করতে পারে?

সুপার এইট ফরম্যাটে তুমুল বিতর্ক, 'প্রি-সিডিং' নিয়ে প্রশ্নের মুখে আইসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

টি-২০ বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতেই নতুন বিতর্ক। সুপার এইট পর্বের ফরম্যাট নিয়ে সমালোচনার মুখে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল। অভিযোগ-'প্রি-সিডিং' পদ্ধতির জেরে প্রতিযোগিতায় স্পষ্ট অসাম্য তৈরি হয়েছে। এবারের টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্ব শেষ হতেই অদ্ভুত সমীকরণ। চারটি গ্রুপের চার শীর্ষ দল একসঙ্গে একটি গ্রুপে। আর চার রানার্স-আপ অন্য গ্রুপে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন উঠছে-গ্রুপ চ্যাম্পিয়নদের জন্য এ কেমন পুরস্কার? টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই নির্দিষ্ট স্লট ঠিক করে দেয় আইসিসি। কোন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স-আপ সুপার এইটে কোথায় যাবে, তা আগে থেকেই স্থির। ফলে ফলাফল যাই হোক, কাঠামো বদলানোর সুযোগ ছিল না। এর ফল? সুপার এইটের গ্রুপ ১-এ জায়গা পেয়েছে ভারত, জিম্বাবোয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা-চারটি গ্রুপের চার শীর্ষ দল! অন্যদিকে গ্রুপ ২-এ পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড-সবাই রানার্স-আপ।

সমালোচকদের বক্তব্য, এতে প্রতিযোগিতার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। প্রথম রাউন্ডে শীর্ষে শেষ করেও কোনও বিশেষ সুবিধা মিলছে না। বরং শক্তিশালী দলগুলোকেই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। যার অর্থ, সেমিফাইনালের আগেই বিদায় নেবে অন্তত দুই সেরা পারফর্মার টিম। খেলাধুলার স্বাভাবিক নিয়ম-গ্রুপ জিতলে তুলনায় সহজ পথ বেয়ে এগনোর সুযোগ মেলে। কিন্তু এই কাঠামোয় সেই অ্যাডভান্টেজ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার কথাই ধরা যাক। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েও প্রোটিয়ারা সুপার এইটে তুলনামূলক কঠিন গ্রুপে পড়েছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় গ্রুপে থাকা রানার্স-আপ দলগুলোর জার্নি অপেক্ষাকৃত মসৃণ। অন্তত এমনটাই মনে করছেন অনেকে। আরও একটি প্রশ্ন শেষ গ্রুপ ম্যাচগুলোর গুরুত্ব নিয়ে। সুপার এইটে স্লট আগেই স্থির। ফলে শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তা আর রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের আকর্ষণ কমেছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। নিশানায় রয়েছে সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কাও। তারা যদি সেমিফাইনালে ওঠে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ভারতেই খেলতে হবে। অর্থাৎ, ঘরের মাঠে খেলার সম্ভাবনা থাকছে না। এটাও 'প্রি-সিডিং' সিদ্ধান্তের 'পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া' দাবি সমালোচকদের। আইসিসি অবশ্য এত বিতর্কে আমল দিতে নারাজ। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথ আয়োজনের কারণে আগাম ভেন্যু ও সূচি পরিকল্পনা জরুরি ছিল। সেই কারণেই প্রি-সিডিং ব্যবস্থা। লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ সামলাতেই এই কাঠামো বেছে নেওয়া হয়েছে। তবু প্রশ্ন থাকছেই-ফরম্যাট কি প্রতিযোগিতার মূল চেতনাকে আঘাত করেছে? নাকি এটাই একমাত্র ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত?

দ্বিতীয়বার ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে গাঁটছড়া বাঁধছেন ধাওয়ান

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়া নিবাসী বঙ্গকন্যা আয়েশা মুখোপাধ্যায়। অনেক দিন আগেই সেই অধ্যায়ে ইতি টেনেছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ান। দীর্ঘদিনের আইরিশ বান্ধবী সোফি শাইনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন তিনি। ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লি এনসিআরে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। ইতিমধ্যেই নিজেদের সঙ্গীত অনুষ্ঠানের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন শিখর ধাওয়ান। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তের ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সোফি শাইনের পরনে হালকা বাদামি রঙের জমকালো লেহেঙ্গা। কানে ঝুমকা, গলায় ভারী হার। শিখরের পরনে হাতির দাঁতের রঙের প্যান্ট এবং শার্ট। ওই একই রঙের ব্লেজার। ইনস্টাগ্রামে দু'টি ছবি শেয়ার করে শিখর ধাওয়ান ক্যাপশনে লিখেছেন, 'সঙ্গীত নাইট। অলমোস্ট দ্য ধাওয়ানস।' সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ভাইরাল হতেই কেউ লিখেছেন, এই জুটিতে যেন কারোর নজর না লাগে। আবার কেউ লিখেছেন, রব নে বনা দি জোড়ি। কেউ আবার জানতে চেয়েছেন, চারহাত এক হচ্ছে কবে?

বয়কট বিতর্কে আইসিসির বিপুল লাভ? ভারত-পাক ম্যাচে সর্বোচ্চ দর্শকসংখ্যা!

নিজস্ব প্রতিবেদন

কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত অনিশ্চিত ছিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। পাকিস্তানের তরফে বয়কটের হুমকি ও বারবার বৈঠকের ফলে বিশ্বকাপের মেগা ম্যাচটা আদৌ হবে কি না, তা নিয়েই ছিল প্রশ্ন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি হয়। তবে এই নাটকীয় প্রেক্ষাপটই যেন বিতর্কের আগুনে নতুন করে ঘি ঢেলে দিল। দর্শক সংখ্যায় নতুন ইতিহাস ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ৬১ রানে পাকিস্তানকে হারিয়ে দেয় ভারত। তবে মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি চর্চায় ছিল ম্যাচটির দর্শক সংখ্যাও। জানা যাচ্ছে, ভারত-পাক ম্যাচটি ডিজিটাল রিচ ছুঁয়েছে ১৬৩ মিলিয়ন। যা আইসিসির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এমনকি ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের ডিজিটাল ভিউয়ারশিপকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে এই সংখ্যা। ২০২৪ সালের তুলনায় এ বার রিচ বেড়েছে ৫৬ শতাংশ। শুধুমাত্র মোবাইলেই নয়, এটি আইসিসির লিগ পর্বেও সর্বোচ্চ রিচের নজির গড়েছে। আগের তুলনায় ১.২ গুণ বেশি। টিভিতে রিচ বেড়েছে ২.৪ গুণ। শুধু দর্শক সংখ্যাই নয়, ম্যাচটি দেখার সময়ও বেড়েছে। সব মিলিয়ে ম্যাচটি থেকে পাওয়া গিয়েছে ২০ বিলিয়ন মিনিটের ওয়াচটাইম। যা আগের তুলনায় ৪২ শতাংশ বেশি। টেলিভিশন রেটিংয়েও ছিল উল্লেখযোগ্য উত্থান। স্ট্রিমিংয়ের যুগেও যে 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ভিউয়িং' এখনও অটুট, তাই প্রমাণ করল এই ম্যাচ। জিওস্টারের স্পোর্টস সেলস প্রধান অনুপ গোবিন্দন বলেছেন, ''ভারত-পাক ম্যাচের আগে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সে সব মিটিয়ে মাঠে নামে দুটো দল। ম্যাচের উত্তেজনা ছিল অসাধারণ। সব মিলিয়ে এটি ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা। রেকর্ড ভাঙা রিচ এবং ভিউয়ারশিপই প্রমাণ করে দেশ জুড়ে বিশ্বকাপ ঘিরে উন্মাদনা ঠিক কতটা।'' কনটেন্ট প্রধান সিদ্ধার্থ শর্মার কথায়, ''এই নজিরবিহীন দর্শকসংখ্যা দেখিয়ে দিল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে দেশের মানুষের আগ্রহ ঠিক কতটা।'' সব বিতর্ক ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত জিতল ক্রিকেটই। আর সেই জয়েরই সঙ্গী রইল রেকর্ড দর্শক সংখ্যা। পিছিয়ে নেই সিটিভি-ও। এখানে রিচ বেড়েছে ২.৪ গুণ। সব স্ক্রিন মিলিয়ে মোট ওয়াচ টাইম ২০ বিলিয়ন মিনিট। আগের সংস্করণের তুলনায় কনজাম্পশন বৃদ্ধি ৪২ শতাংশ। লিনিয়ার টিভিতে টিআরপি বেড়েছে ৭১ শতাংশ-২০২১ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ রেটিং পাওয়া ভারত-পাক টি-২০ ম্যাচের গৌরব অর্জন করেছে এই লড়াই। অর্থা, সূর্যকুমার যাদব মুখে যতই অস্বীকার করুন, নিখাদ পরিসংখ্যান বলছে, পাক-ম্যাচের 'গ্রেটেস্ট রাইভালরি' তকমা এখনও অমলিন। এবারের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া দাপট দেখিয়ে জিতেছে। আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপে মুখোমুখি লড়াইয়ে ভারতের পক্ষে রেকর্ড আপাতত ৮-১। মানের ফারাক স্পষ্ট। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় লড়াই তেমন হাড্ডাহাড্ডি হয়নি। তবু দর্শকসংখ্যা আকাশছোঁয়া। এশিয়া কাপে সূর্যকুমার যাদবের বক্তব্য ছিল, এই রাইভালরি নিয়ে অত আবেগ নেই।

কিন্তু মাঠের বাইরের হিসেব অন্য কথা বলছে। রাজনৈতিক টানাপড়েন, ক্রিকেটীয় ব্যবধান-কিছুই দর্শকদের আটকাতে পারছে না। ভারত-পাক ম্যাচ এখন শুধু ক্রিকেট নয়, ব্র্যান্ড। আবেগ, ইতিহাস, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সব মিলিয়ে জনপ্রিয়তম প্যাকেজ। ফলাফল আগে থেকে আন্দাজ করা গেলেও, আশ্চর্যজনকভাবে, দর্শকের আগ্রহ কমছে না। বরং বাড়ছে। ক্রিকেটীয় মানের বিচারে ব্যবধান থাকলেও বাণিজ্যিক দিক থেকে এই দ্বৈরথ এখনও 'সোনার খনি'। সংখ্যাই তার প্রমাণ। মাঠে যতই একপেশে খেলা হোক, পর্দায় ভারত-পাক ম্যাচ মানেই সর্বোচ্চ টিআরপি, সর্বাধিক রিচ-এ যেন অমোঘ।

৮২ ম্যাচের সব কটিতেই জয়! ফুটবল ইতিহাসে এ এক অবিশ্বাস্য রূপকথা

সংবাদ সংস্থা, আসঘাবাত, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ফুটবলে 'ইনভিন্সিবল' বা 'অপরাজেয়' তকমাটা আর্সেনালের সেই বিখ্যাত মরসুমের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু তুর্কমেনিস্তানের এক অখ্যাত ক্লাবের কীর্তি শুনলে আর্সেন ওয়েঙ্গারও হয়তো চশমাটা ঠিক করে নিয়ে একবার হিসাব মিলিয়ে দেখতেন। ক্লাবটির নাম এফকে আরকাদাগ। ২০২৩ সালের এপ্রিলে জন্ম, আর এর মধ্যেই তারা ফুটবল ইতিহাসের সব গাণিতিক হিসাব উল্টে দিয়েছে। রেকর্ড বই বলছে, জন্মের পর থেকে লিগে আজ পর্যন্ত একটি পয়েন্টও হারায়নি তারা। ৮২ ম্যাচের সব কটিতে জয়! টানা তিনবার লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে তাদের এই জয়যাত্রা যতটা না ফুটবলীয়, তার চেয়েও বেশি বোধ হয় রাজনৈতিক ক্ষমতার এক প্রদর্শন। এই দাপটের উৎস খুঁজতে গেলে ফুটবল মাঠ ছাড়িয়ে আপনাকে তাকাতে হবে তুর্কমেনিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গুরবানগুলি বেরদিমুহামেদভের দিকে। তাঁর উপাধি 'আরকাদাগ'-যার অর্থ 'রক্ষাকর্তা'। ৩৩০ কোটি ডলার খরচ করে তিনি যে 'স্মার্ট সিটি' বানিয়েছেন, সেই শহরের নামেই এই ক্লাব। আর সেই নামের মহিমা রাখতেই কি না, পুরো দেশের সেরা সব ফুটবলারকে এক ছাদের নিচে

জড়ো করে বানানো হয়েছে এক 'ড্রিম টিম'। যে লিগে কোনো বিদেশি খেলোয়াড় নেই, সেখানে ঘরের সব সেরা প্রতিভা এক দলে থাকলে যা হয়-পুরো তুর্কমেন ফুটবলই এখন আরকাদাগের পকেটে। লিগের পাশাপাশি ঘরোয়া কাপেও তারা রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য। ১৪টি কাপ ম্যাচের সব কটিতে জিতে তারা ঘরে তুলেছে তিনটি তুর্কমেনিস্তান কাপ আর দুটি সুপার কাপ। তবে আরকাদাগের এই অজেয় রথ থেমেছে শেষ পর্যন্ত মহাদেশীয় মঞ্চে গিয়ে। ২০২৪-২৫ মরসুমে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে কুয়েতের আল আরাবির কাছে হেরে তাদের ৬১ ম্যাচের টানা জয়ের রেকর্ড থামে। যদিও শেষ হাসিটা তারাই হেসেছে-প্রথমবার অংশ নিয়েই টুর্নামেন্টের ট্রফিটা জিতে নিয়েছে তুর্কমেনরা। গল্পের মোড় এরপর ঘোরে এবারের এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-তে। গ্রুপ পর্বের বৈতরণি পার হয়ে নকআউট পর্বে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল সৌদি আরবের মহা তারকাখচিত ক্লাব আল নাসর। ফুটবল রোমান্টিকরা চাতক পাখির মতো চেয়ে ছিলেন এক দ্বৈরথের দিকে-আরকাদাগ বনাম ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। কিন্তু ১১ ফেব্রুয়ারি তুর্কমেনিস্তানের মাটিতে প্রথম লেগের ম্যাচে সিআরসেভেনকে দেখা গেল না। গুঞ্জন উঠল, পিআইএফ-এর ওপর অভিমানে তিনি ম্যাচ বয়কট করেছেন। রোনাল্ডোবিহীন আল নাসর ১-০ গোলে জিতল। মাঝে লিগে একটি ম্যাচ খেললেও ১৮ ফেব্রুয়ারি ফিরতি লেগে রিয়াদেও আরকাদাগের বিপক্ষে রোনাল্ডোকে নামানো হলো না। সেখানেও স্কোরলাইন সেই একই, ১-০। পাঁচটা ব্যালন ডি'অর কিংবা হাজার ছোঁয়া গোলের মালিক রোনাল্ডো কি তবে তুর্কমেনিস্তানের এই 'অজেয়' দুর্গের সামনে দাঁড়াতে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন?

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com